চারুচরিত।

সংস্কৃত মৃচ্ছকটিক নাটক হইতে

সঙ্কলিত।

অপূর্ব্ব উপাখ্যান

শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধি

প্রণীত

কলিকাতা

তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রে

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ দ্বারা

মুদ্রিত।

শকাব্দঃ ১৭৮০

সংস্কৃত মৃচ্ছকটিক নাটক হইতে সঙ্কলিত

অপূর্ব্ব উপাখ্যান।

অবতরণিকা।

অনেক দেশে প্রচলিত রাজাবলী মধ্যে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বকালে শূদ্রক নামা এক অসাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন ভূপতিছিলেন। যিনি মগধ রাজ্যেশ্বর গণের আদি পুরুষ বলিয়া অদ্যাপি বিখ্যাত। সেই গুণিগণগণনাগ্রগণ্য বসুধাপতি অবন্তিনগরে রাজধানী করিয়া দশদিন সহিত শতবর্ষ পর্য্যন্ত লোকলীলা করিয়াছিলেন। এবং বিক্রম কেশরীর সার্দ্ধশতাব্দ পূর্ব্বে "মৃচ্ছকটিক" নামে এক অপূর্ব্ব নাটক বিরচন করেন। অনন্তর বহুকাল পর্য্যন্ত উক্ত নাটক প্রায় দুর্ল্লভ ছিল। কেবল দশরূপকাদি সংস্কৃত গ্রন্থে প্রমাণ স্বরূপে উপন্যস্ত, কোথায় এক শ্লোক কোথায় বা অর্দ্ধশ্লোক পাঠানে তাহার নামমাত্র বিস্মৃত হয় নাই। কিয়-

ৎকাল অতীত হইল, কাশী প্রবাসী মহাত্মা উইল-
সেন সাহেব লল্লদীক্ষিত নামে এক পণ্ডিত সন্নিধা-
ন হইতে একখানি পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া কলিকাতা
নগরে আনয়ন করেন। পরে মুদ্রাক্ষরে তাহার
বহুত্ব এবং বহুকাল স্থায়িত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে।
পুরাকালে ভারতবর্ষীয় মানব গণ যে যে রূপ কা-
র্য্যানুষ্ঠান ও ব্যবহার করিতেন, এই গ্রন্থে সেই স-
কল রীতি নীতি বিলোকিত হইতেছে। এবং নাটকে
যে সমস্ত প্রশংসনীয় গুণ থাকিতে হয়, মৃচ্ছকটিকে
তৎসমুদায়ই সঙ্গৃহীত আছে।

সম্প্রতি আমি উক্ত নাটকের অনুবাদ করিতে
প্রবৃত্ত হইয়া আদ্যোপান্ত বৃত্তান্তমাত্র সুললিত সা-
ধুভাষায় সঙ্কলন করিলাম। ইহা যে কথিত পুস্ত-
কের অনুরূপ অনুবাদ এমন নহে। কেবল উপা-
খ্যান ভাগ অবলম্বন পূর্ব্বক সমুদয় গ্রন্থ রচিত হ-
ইল। ভাষান্তরে অনুবাদ করিতে হইলে পৃথক্
ভাষাতে সমুদায় সৌন্দর্য্য থাকে না। বিশেষতঃ
সংস্কৃত শাস্ত্র অতি সুললিত এবং সুশ্রাব্য বঙ্গভা-
ষায় তাহার চমৎকারিতা সংস্থাপনে অনেক আ-
য়াস ও বহুদর্শিতা আবশ্যক করে, সুতরাং যে যে

বিষয় সাধুভাষায় অনুবাদিত হইলে দুরূহ ও অসং-লগ্ন বোধ হয়, সে সকল স্থল একেবারে পরিত্যাগ করা গিয়াছে। এবং প্রয়োজন বশতঃ কোন কোন বিষয় নূতন করিয়া সন্নিবেশিত হইয়াছে· "মৃচ্ছক-টিক" এই নাম উচ্চারণ মাত্রে সাধারণের অর্থ সংগ্রহে আয়াস-বাহুল্য প্রযুক্ত ইহার নাম "চা-রুচরিত" হইল। চারুচরিত অর্থাৎ চারুদত্তের চরিত্র-খ্যাপক প্রবন্ধ অথবা সুন্দর-চরিত্র সম্পাদক গ্রন্থ। নাটকের রীত্যনুসারে লিখিত হইলে ভা-ষান্তরে তাহার সম্যক্ মনোহারিতা রক্ষা পায় না। এই নিমিত্ত গদ্য প্রবন্ধে রচিত হইয়াছে। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ মৃচ্ছকটিক নাটক পাঠে যদ্রূপ সীমাশূন্য সুধাময় রসাস্বাদ করিয়া থাকেন এতৎ পাঠে তাহার বিন্দুমাত্র রসাস্বাদনের বিষয় কি? তবে যাঁহার পড়িতে ইচ্ছাহয় পড়িবেন, ফ-লতঃ আমি তাদৃশ অভি সন্ধিতে ইহা রচনা করি নাই। ইদানীং অস্মদ্দেশে প্রায় অনেকেই সং-স্কৃতানভিজ্ঞ হইয়াও দেশীয় ভাষার মর্ম্মাববোধে নিতান্ত উৎসাহ ও অভিলাষ প্রকাশ করেন। আমি তাঁহাদিগেরই মহীয়সী আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী

হইয়া এই গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হই। সম্প্রতি সাধুসমাজে হাস্যাস্পদহেতু ঈদৃশ বৃহদ্ব্যাপারময় মহাপদবীতে পাদ নিক্ষেপ করিতে নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়াছি। কিন্তু কি করি বন্ধুজনের উত্তেজনা জন্য নিরস্ত থাকিতেও পারি না। এক্ষণে কেবল বিদ্যোৎসাহী, গুণগ্রাহী, মহাত্মা গণের অপার দয়ার প্রতি নির্ভর করিয়া এই "চারুচরিত" পুস্তকখানি প্রকাশিত করিতে বাধ্য হইলাম। গুণগ্রাহক মহোদয় সমুদয় যদি কদাপি নবপ্রবন্ধ পাঠ বাসনায় হউক অথবা গ্রন্থকারের প্রাণপণ পরিশ্রমের অনুরোধেই বা হউক, একবার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অনুগ্রহ করিয়া পাঠ করেন তাহা হইলেই আমার শ্রম ও আয়াস সকল সফল জ্ঞান হয়।

শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধি।

চারুচরিত।

অবন্তীনগরে চারুদত্ত নামা অলোকসামান্য সুচরিত-সম্পন্ন এক ব্রাহ্মণ-কুমার বসতি করিতেন। পুরুষ পরম্পরায় বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা অতুল ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জিত হইত এই হেতু সার্থবাহ বলিয়া চারুদত্তের খ্যাতি ছিল। যিনি সুধাকর সম প্রিয়দর্শন হইয়া দিনকর সদৃশ সর্ব্বজন হৃৎপদ্মকে প্রকাশিত করিতেন। রতিরমণোপমরূপ-সম্পন্ন এবং গুরু তুল্য অগণ্য গুণে ভূষিত ছিলেন। বিদ্যা বিশারদ বিষয়ের অপর উপমার কথা কি, বোধ হয় সরস্বতী সতত তাঁহার কণ্ঠদেশে বসতি করিতেনবলিয়া চপলা কমলা সপত্নী ঈর্ষ্যা-জন্য তৎস্থানে চির স্থিরা হয়েন নাই।

কালক্রমে অসাধারণ দানশক্তি বশতঃ যাচকগণের মনোরথ সিদ্ধি সাধনে সমুদয় সম্পত্তি বিনষ্ট

হইলে গুণনিধান দীনভাবে দিনপাত করত জীবিত কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

এক দিবস চারুদত্ত তদীয় মিত্র মৈত্রেয় সহিত কামদেবায়তন নামে এক অপূর্ব্ব উদ্যানে উৎসব দর্শনার্থে সমাগত হইয়া অশেষবিধ মনোরমা ব্যাপার বিলোকন করিতে করিতে প্রিয় বয়স্য সহ রহস্য কথা কহিতেছিলেন। সহসা উদ্যানের এক ভাগে উৎসব-বিলোকনে উৎসুকমনা মহিলা-মণ্ডলী-তে তাঁহার নয়ন-যুগল নিক্ষিপ্ত হইল। দেখিলেন যেন, বিস্তৃত তড়াগমধ্যে একদা শত শত শতদল প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। কামিনীকলাপের বদনারবি-ন্দগত মধু-গন্ধ-লুব্ধ-মধুকরবৎ যুবক সকল ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। চারুদত্ত পরনারী নিরীক্ষণে পরম পাপাশঙ্কায় নয়ন-দ্বয় বিষয়ান্তরে উপন্যস্ত করি-লেন। কিন্তু এই অল্প কাল মধ্যে বসন্ত-শোভাসম ফলতঃ সাদৃশ্য-শূন্য-রূপলাবণ্য-সম্পন্না বসন্তসেনা নামে এক বেশবালার নেত্রযুগল চারুদত্তের সুচারু দৃক্‌পথের পথিক হইল। অনন্তর উভয়ে উভয়ের অসামান্য লাবণ্যময় শরীর সৌষ্ঠব সন্দর্শনে মনে মনে আপনাকে কৃতার্থম্মন্য এবং দিবসের সফলতা

বোধ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে দিনমণি পশ্চিমাচলচূড়া সন্নিহিত হইলেন। পশ্চিমা দিক্ দিনকর-করগৌরবে রক্তিমা ধরিল। বোধ হইল অমর-জননী অদিতি যেন রক্তবসন পরিধান করিয়া সূর্য্য সন্তানকে অঙ্কে করিতে কর প্রসারণ করিলেন। কমলিনী কান্ত বিচ্ছেদ-জনিত-তাপে মলিন হইতে লাগিল। উৎসব দর্শনার্থি মানবগণ নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাগমনে প্রবৃত্ত হইল। পথিমধ্যে মৈত্রেয় প্রিয়বয়স্যের সহজ সুন্দর এবং সহাস্য আস্যকে সহসা সায়ংকালীন সরসীরুহের সাদৃশ্য ধরিতে দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, সম্প্রতি প্রিয় বন্ধুর বদন-কমল কিজন্য মলিন হইল। কেন কোন লোকে ত কিছু অবমাননা করে নাই। আমি ও এমন কোন অনুচিত পরিহাস বা অপরাধ করি নাই; তবে যে মুখপদ্ম দিনযামিনী প্রসন্ন থাকে অকস্মাৎ তাহা কেন বিষণ্ন দেখিতেছি? যাহা হউক্ সখাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিতে হইল। মনে মনে এই রূপ কল্পনা করিয়া সশঙ্ক সম্বোধনে কহিলেন, বয়স্য! "অদ্য কি জন্য তোমার বিকসিত বদনারবিন্দকে বিস্মিত দেখিতেছি? এই মহামহোৎসব

নিরীক্ষণান্তে আপামর সাধারণ সকলেই কৌতূহল ক্রান্ত মানসে অশেষবিধ কথোপকথন করিতেছে। মনে ছিল তুমি এই আনন্দ দিনে কতরূপ আমোদ প্রকাশ করিবে; কিন্তু সম্প্রতি তাহার সমুদয় বিপরীত দেখিতেছি। কেন, আমি কি কোন অপ-রাধ করিয়াছি; না, অন্যবিধ কোন আন্তরিক চিন্তা শরীর-লতাকে ম্লান করিতেছে ?" সার্থবাহ-বর বয়স্যের ঈদৃশ অন্তরঙ্গ বাক্য শ্রবণে চকিত ও বিস্মিত হইয়া সস্মিত বদনে কহিলেন। "সখে! তুমি আমার মনের ভাব অববোধ নিমিত্ত এতদূর পর্য্যন্ত অনুধাবন করিয়া থাক, ইহা আমি এপর্য্যন্ত জানিতাম না। যাহা হউক্, ইহা না হইলেই বা কেন 'চিরমিত্র' শব্দে তোমার নাম প্রকাশিত হইবে। সম্পত্তি সময়ে কত শত ব্যক্তি সৌহৃদ্য সম্পাদনে নিযুক্ত ছিল। সম্প্রতি তুমি ভিন্ন আর কোন্ জন আমার সুখ দুঃখের অংশগ্রহণ করিয়া থাকে? কোন্ ব্যক্তি বা মদীয় মুখ মালিন্য বিলো-কনে বিষণ্ণ হইয়া তৎপ্রতীকারে প্রবৃত্ত হয়? সখে! তোমার এপ্রকার সপ্রণয় সম্ভাষণে আমার সন্তপ্ত অন্তঃকরণ যে কি পর্য্যন্ত সুস্নিগ্ধ হইল, তাহা বাক্য

দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না।” এই কথা কহিতে কহিতে চারুদত্তের বদনাম্বুজ ঈষৎ অবনত হইল। অনন্তর সনির্ব্বেদ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, “বয়স্য! অন্যবিধ কোন চিন্তা আমার চিত্তকে আচ্ছন্ন করে নাই, সম্প্রতি ইহাই ভাবিতেছি যে এবম্বিধ দীনভাবে আর কতকাল যাপিত হইবে। দেখ, চিরকাল তিমিরময় গৃহে অবস্থিত জনের মনে সহসা আলোক দর্শনে যেমন এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দোদয় হয়, তেমনি দুঃখাবসানে সুখানুভব সাতিশয় আহ্লাদজনক হইয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি অপরিসীম সুখাস্বাদন করিয়া দীনভাব লাভ করে সে জীবন্মৃতসম দেহ বহন করত কালাতিপাত করিতে থাকে। অনন্ত দুঃখজনক দারিদ্র্য অপেক্ষা অল্প-ক্লেশকর শরীর পরিত্যাগও মঙ্গলকর বোধ হইতেছে।” মৈত্রেয়, বয়স্যের এবম্ভূত সবিষাদ বাক্য শুনিয়া কহিতে লাগিলেন। “সখে! ভবাদৃশ ধী-শক্তি-সম্পন্ন বিচক্ষণ জনের অকিঞ্চিৎকর অর্থ হেতু অনুতাপ করা উচিত নহে। দেখ, প্রণয়িজন-সংক্রামিত সম্পত্তি হেতু প্রতিপদের চন্দ্রমা সমান তোমার পরিক্ষয়ও রমণীয় বোধ

হইতেছে। বয়স্য! সম্পত্তি নিমিত্তে সন্তাপ করিও না। ভাগ্যক্রমে ধন কখন আসিতেছে, কখন বা যাইতেছে; ঐশ্বর্য্যাদি সকলই অকিঞ্চিৎকর, কাহার নিকটে চিরস্থির হয় না।"

প্রিয়সুহৃদের ঈদৃশ সান্ত্বনাভাষে ধীমান্ মনকে ক্ষণকাল নিমিত্ত শান্ত করিলেন। কহিলেন "বয়স্য! আমি বিভব বিনাশ হেতু ক্ষণকাল নিমিত্তেও চিন্তা করি না; কেবল ইহাই আমার অনুতাপের কারণ যেমন শরৎ কালীন জলদ দর্শনে চাতক পক্ষী, মদ-শূন্য করিকপোল বিলোকনে মধুপ-মালা, এবং সলিল-শূন্য সরোবর দেখিয়া তৃষিত ব্যক্তি পরাঙ্মুখ হন, তেমনি মদীয় নিকেতনের হীন-দশা দর্শনে অতিথি সকল যে অন্যত্র গমন করে ইহা অপেক্ষা আর আক্ষেপের বিষয় কি আছে? আর দেখ, সখে! মনুষ্য দৈন্য জন্য সতত জন-সমাজে লজ্জিত থাকে। লজ্জান্বিত জনের প্রতিভা হ্রাস হয়। প্রতিভা-বিহীন পুরুষ নিন্দনীয়। নিন্দা হইতে আত্মাবমাননা জন্মে। আত্মাবমানী শোক পায়। শোকাকুল হইলে বুদ্ধি আর আশ্রয় করে না। এবং নির্ব্বুদ্ধি লোক বিনষ্ট হয়। অতএব নির্ধনতা,

সকল আপদের আস্পদ। দুর্গত জন অশেষ-গুণ সম্পন্ন হইলেও মানব-সমাজে সমুচিত প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় না, দারিদ্র্য রূপ মহাপাপ যে শরীর তরুকে আশ্রয় করিয়া সন্থাপিত করে তাহাতে আর সু-খ্যাতি-সৌরভ-সম্ভ্রান্ত-প্রসূন-প্রলব কি সম্ভব হয়? দৈন্যদহন দেহ-বৃক্ষকে দাহ করে না; নিয়ত সন্তা-পিত করিতে থাকে। নির্ধন হইলে পৌরুষহ্রাস হয়, শীল-শশীর কান্তি প্রতিক্ষণে ম্লান হইতে থাকে চির সুহৃদও বিমুখ হয়, প্রণয়াস্পদ পুত্রকলত্র সন্নি-ধানে পরিভব হইতে হয়। দীন জন কোন ধনি-গৃহে উপস্থিত হইলে সম্ভাষণ দূরে থাকুক অবজ্ঞা সহকারে সকলে তাহাকে অবলোকন করে। মলিন পরিচ্ছদ পরিধান হেতু মহাজন সন্নিহিত না হইয়া দরিদ্র ব্যক্তি লজ্জিত ভাবে দূর প্রদেশে বিচরণ করিয়া থাকে। অধিক কি, অপরে কোন পাপ কর্ম্ম করিলে নির্ধনের উপর সেই দোষ সম্ভব হয়। সখে! সম্প্রতি আমার এই চিন্তা যে দরিদ্রতা এপর্য্যন্ত বন্ধুবোধে আমার দেহে অধিবাস করিল, কালক্রমে এই শরীর বিপন্ন হইলে সে আর কাহা-কে আশ্রয় করিবে?” সার্থবাহবর এইরূপে দৈন্য

কথা কহিতে কহিতে বয়স্য সহ নিজ নিকেতনে উপস্থিত হইলেন।

এদিকে বসন্তসেনা সহচরীগণ সমভিব্যাহারে কামদেবায়তন উদ্যান হইতে গৃহাভিমুখে আসিতেছিলেন। তদানীং অবন্তী নগরাধিপতি পালক ভূপালের শকার সংস্থানক নামা এক দুর্দ্দান্ত পুরুষ প্রিয়ম্বদ নামধেয় সহচর সঙ্গে রাজপথে বিচরণ করিতেছিল। সহসা বসন্তসেনার অলোক-সামান্য রূপলাবণ্যময়ী মোহিনী মূর্ত্তি নেত্র নিকেতনের অতিথি হওয়াতে সংস্থানকের হৃদয়-পটে বিষম শরের বিষময় শর সকল বিদ্ধ হইল। একে কার্য্যাকার্য্য বিবেক বিরহে অদূরদর্শি নরগণের চিত্ত স্বভাবতঃ সাতিশয় চঞ্চল, তাহাতে আবার ভগবান্ মকরকেতনের আজ্ঞাবহ পুষ্পময় শরলীলা সমধিক বিচিত্র। অতএব লোলমতি সংস্থানক মদন-বেদনা অসহিষ্ণু হইয়া বসন্তসেনার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। বেশবালা ধূমকেতু তুল্য দস্যুকে পশ্চাদ্বর্ত্তী দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, সম্প্রতি প্রদোষ সময়ে রাজপথে জন সমাগম বিরল দেখিতেছি। সঙ্গে কোন পুরুষ নাই। মহামূল্য

রত্নাভরণে আমাদিগের শরীর বিভূষিত আছে। পশ্চাদ্ভাগে যে মনুষ্যটি আসিতেছে উহার বিসঙ্কট মূর্ত্তি দর্শনে অনুমান হয় সজ্জন না হইবে। আর গতি-বেগ বিলোকনে বোধ হয় আমাকে লক্ষ্য করিয়াই অবগামী হইয়াছে। অতএব আর মন্দ গতি বিধেয় নহে। মনে মনে এইরূপ কল্পনা করত সঙ্গিনীগণকে সত্বর হইতে আদেশ করিলেন। এবং আপনি ব্যাধানুসরণে চকিতা হরিণীর ন্যায় সভয় চিত্তে পাদ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেম। মন্দমতি সংস্থানক দূর হইতে মরালগামিনী সেই কামিনীকে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিল, "বসন্ত-সেনে! স্থির হও, তুমি চঞ্চল কটাক্ষে দৃষ্টি বি-ন্যাস করত রাবণ-ভীতা সীতা, নিষাদ-ভয় বিহ্বলা দময়ন্তী, এবং দুঃশাসন হস্তগতা পাঞ্চালীর অনু-করণ কি জন্য করিতেছ? কি জন্যই বা কম্পমান্ কলেবরে খগ-পতি ভয়াভিভূতা-ভুজঙ্গী এবং মৃগরাজ ভয়-চকিতা মাতঙ্গী সদৃশী হইয়াছ? হে গজ-গামিনি! স্থির হও; আমি তোমার সুধাকর বিনি-ন্দিত মুখারবিন্দ বিলোকনে কুসুম শরের শরব্য হইয়াছি। অতএব বিষ ক্ষয়ে বিষই পরমৌষধি,

এই জন্য আর এক বার তোমার অমল মুখ-কমল নিরীক্ষণে ইচ্ছা করি। নহিলে তোমার নিগ্রহে আমার প্রয়াস নাই।” সংস্থানকের কণ্ঠবিনির্গত কথা শুনিয়া ঘনগর্জ্জনে ভয়াকুল সারসী সমান বসন্তসেনা সচকিত ও সশঙ্কিত চিত্তে স্থিরভাবে রহিলেন, এবং মনে করিলেন, হা! অদ্য কি অশুভ-ক্ষণে রজনী প্রভাত হইয়াছিল! এই দুরন্ত দস্যু হস্ত হইতে কিরূপে রক্ষা পাইব? কোন্ ব্যক্তি বা রাহু-করাল-কবল নিপতিত-শশিকলা সদৃশ আ-মাকে অদ্য পরিত্রাণ করিবে? এইরূপে মুহুর্মুহু শঙ্কা করিতে লাগিলেন।

নিবিড়তম তিমিরে মহীমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। নভোমণ্ডল হইতে যেন পুঞ্জ পুঞ্জ অঞ্জন বৃষ্টি হইতে লাগিল। এদিকে প্রিয়ম্বদ সহচরের অস-ম্ভাবিত আচরণ দর্শনে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া দেখিলেন, সংস্থানক বসন্তসেনার সম্মুখে বদ্ধাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান থাকিয়া স্বাভিমত সাধনে বহুবিধ বিনয় করিতেছে। ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মপরায়ণ প্রিয়ম্বদ উভয়ের সন্নিহিত হইলেন। বসন্তসেনা তদ্দর্শনে মনে সাহস পাইয়া সংস্থানকের প্রতি

কহিতে লাগিলেন, "আর্য্য! আপনি কি নিমিত্ত প্রমদা-প্রয়াস-পরবশ হইয়া সহজ চঞ্চল চিত্তকে উদ্দীপ্ত করিতেছেন? এই সংসার কাননে বিচরণ করিতে আসিয়া যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের অনুগত হইয়া কার্য্য করে, ইহলোকে নিন্দা এবং পরলোকে তাহাকে অশেষ ক্লেশ উপভোগ করিতে হয়। বিশেষতঃ কামরিপুর বশীভূত হইয়া যখন যে ব্যক্তি যে কর্ম্ম করিয়াছে, তাহাদিগের তৎপ্রতি-ফল তৎক্ষণেই ঘটিয়াছে। রাক্ষস-রাজ রাবণ প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত মহীপালগণও কেবল কন্দর্পের আজ্ঞাবহ হইয়া সবংশে ধ্বংস হইয়াছিল। আর আমি সার্থবাহবর চারুদত্তকে মনে মনে আত্ম মনঃ সম্প্রদান করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি অপর পুরুষের মুখাবলোকন করিব না। অতএব আমার প্রতি অন্যের অনুরাগ কেবল অনুতাপের কারণ।" সংস্থানক বসন্তসেনার এই সকল কথা শুনিয়া হাস্যমুখে কহিল, "সুন্দরি! আমি উপদেশ শিক্ষা করিতে আসি নাই। তোমার এপ্রকার অমূলক বাক্যে কোন্ জন ভ্রান্ত হইবে? একের প্রতি অনুরাগ বশতঃ অপর পুরুষে উপহাস করা বেশ-বনিতার

ধর্ম্ম নহে। দেখ, যে নিম্নগাতে বিচক্ষণ ব্রাহ্মণগণ স্নান করেন, বর্ণাধম মুর্খজনেও তাহাতেই অবগাহন করিয়া থাকে। ময়ূরভরে যে লতা অবনত হয় বায়সগণও সেই বল্লীকে নামিত করে। মহাজনগণ যে তরণী আলম্বনে পার হয়েন, নিকৃষ্ট লোকে তাহাতেই তরিতেছে। অতএব তুমি নদী, লতা, ও তরণী তুল্যা; সুতরাং সকলের মনোরথ পূর্ণ করা এক প্রকার তোমাদিগের ধর্ম্ম বলিতে হইবেক। আর দেখ, বেশ-কামিনী কলাপের কলেবর অর্থ-গম্য; অতএব তুমি সেই দরিদ্র চারুদত্তের প্রতি অনুরক্তা হইয়া কি সুখ সম্ভোগ করিবে? আমি শপথ বাক্যে কহিতেছি তুমি আমার প্রণয়িনী হইলে আমার সমুদয় ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী হইবে। সুন্দরি! আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষায় এই সকল কথা কহিলাম যদ্যপি আত্ম কল্যাণ ইচ্ছা কর তবে আমার অভিপ্রেত সাধনে অনুরাগিণী হও; অন্যথা অশেষ অমঙ্গল ঘটিবে।”

সংস্থানকের ঈদৃশ বি।।জ্ঞ বাক্যে ভয়বিহ্বলা বসন্তসেনা বিবেচনা করিলেন আমার বহুমূল্য ভূষণ গ্রহণে লোলুপ হইয়া পাপপুরুষগণ উৎপাত উপস্থিত

করিতেছে। হা! নীচকুলে জন্ম কি পরিতাপ! প্রাক্তন পাপহেতু অধম বংশে জন্মিয়াছি বলিয়া দুরাত্মা বারম্বার আমাকে অসৎ উক্তি করিতেছে। জন্মকাল হইতে পুরুষ-মুখ নিরীক্ষণ করি নাই, অদ্য সেই চিত্তচোরকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছি; কিন্তু এই অসৎ সন্নিধানে অপমানিত হইয়াছি, শুনিলে না জানি সে মহাত্মা আমার প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করিবেন। গুণবতী মনে মনে এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে শনৈঃ শনৈঃ পাদ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। প্রিয়ম্বদ সংস্থানককে তাদৃশ ভাবাপন্ন দর্শনে নানা প্রকার প্রিয়বাক্যে বুঝাইলেন। দুরাত্মা কোনক্রমে নিরস্ত হইল না।

পরিশেষে প্রিয়ম্বদ বসন্তসেনাকে সন্নিহিত চারুদত্তের পুর মধ্যে প্রবেশ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। সংস্থানক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। কিন্তু ঘোরতর অন্ধকার বশতঃ বসন্তসেনা কোথায় যাইলেন, দেখিতে পাইল না। প্রিয়ম্বদ কহিলেন, "সখে! সন্ধ্যাসময় উত্তীর্ণ হইয়াছে। ঘনতম তমোরাশি অবনীতল আচ্ছন্ন করিল। আলোক-বিশালাদৃষ্টি উন্মীলিত হইয়াও গাঢ় তিমিরে যেন নিমীলিত

হইতেছে। বসন্তসেনা আর নয়নগোচর হয় না। তাহার সহচরী সকল কোথায় গমন করিল, দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব তাহার আশা পরিত্যাগ করিয়া চল আমরা স্বস্থানে প্রস্থান করি। অনর্থ এস্থানে থাকিয়া কি হইবে?” সংস্থানক প্রিয়ম্ব-দোক্ত বাক্য সকল শ্রুতমশ্রুত করিয়া সহচরী সহ বসন্তসেনাকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিন্তু কোন স্থানে তাহার অনুসন্ধান করিতে না পারিয়া পরিশেষে চারুদত্তের দ্বার দেশে দণ্ডায়মান রহিল। বসন্তসেনা যূথভ্রষ্টা ও ব্যাধানুসরণে চকিতা হরিণীবৎ প্রাণেশ্বরের পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু জীবন-শূন্য কলেবর এবং সলিল-শূন্য সরোবর সম জন-মানবশূন্য পুরাতন প্রাসাদ পংক্তি বিলো-কনে চিন্তিত চিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এদিকে সংস্থানক বসন্তসেনার আর উদ্দেশ না পাইয়া প্রিয়ম্বদকে ইহার মূলকারণ বোধে তৎপ্রতি ভয়-ঙ্কর আস্ফালন করিতে লাগিল। রাজপথে এই জন্য একটা মহা কোলাহল উপস্থিত হইল। প্রতিবেশি গৃহপতিগণ গৃহের বাহিরে আসিল। এদিকে রদনিকা নামে চারুদত্তের পরিচারিকা ও

মৈত্রেয় কোন কার্য্যব্যপদেশে দ্বার দেশে আসিতে-ছিল সংস্থানক দূর হইতে এক স্ত্রী দর্শনে হৃষ্ট ও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বসন্তসেনা ভ্রমে রদনিকাকে আক্রমণ করিতে উদ্যুক্ত হইল। রদনিকা তারস্বরে "আর্য্য মৈত্রেয়! রক্ষা কর," এই বলিয়া পুর মধ্যে প্রবেশ করিল। মৈত্রেয় ঈদৃশ ভয়াবহ ব্যাপার বিলোকনে বিষণ্ণ হইয়া সংস্থানককে অশেষবিধ তিরস্কার করিলেন। প্রিয়ম্বদ তদ্দর্শনে মৈত্রেয়কে সানুনয় বাক্যে কহিলেন, "আর্য্য! বসন্তসেনা নামে কোন কামিনী আর্য্য চারুদত্তের প্রতি অনুরাগিণী হইয়া আমার সহচর সংস্থানকের অসদভিসন্ধিতে আস্থা না করিয়া সসাধ্বসমনে এই ভবনে প্রবেশ করিয়াছেন। সংস্থানক বসন্তসেনা ভ্রমে এই কা-মিনীর অবমাননে উদ্যুক্ত হইয়াছিল। ফলতঃ চারুদত্তের পুরবাসিনী জানিলে এপ্রকার অকার্য্য সাধনে সাহসী হইত না। আপনি সার্থবাহবরকে কহিবেন কামদেবায়তন উদ্যানে তিনি যে কামিনীর অনুপম রূপ নয়নগোচর করিয়াছিলেন সম্প্রতি তিনি তাঁহার শরণাগত; আর এই সকল বৃত্তান্ত যেন তাঁহার শ্রবণগত না হয়। কারণ দারিদ্র্য-পীড়িতজনের

অপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক পরিজন পরিভব কথায় দ্বিগুণ-তর দুঃখ উপস্থিত হয়।” সংস্থানক প্রিয়ম্বদের বাক্যে রাগান্ধ হইয়া কহিল, “বয়স্য! কি নিমিত্ত তুমি দরিদ্র চারুদত্তের অনুগত হইয়া বারম্বার বিনয় করিতেছ?” প্রিয়ম্বদ কহিলেন “চারুদত্ত দীনভাবাপন্ন বলিয়া কি তদীয় গুণে অবন্তীপুরী অলঙ্কৃতা নহে? নিদাঘকালে সলিল-পূর্ণ সরোবর যেমন তৃষিত ব্যক্তির পিপাসা নাশ করত স্বয়ং শুষ্ক হয় তাদৃশ দরিদ্রজনের দারিদ্র্য দূর করিয়া যিনি স্বয়ং দরিদ্র-ভাবাপন্ন হইয়াছেন সেই স্বগুণ ফলবৎ কল্পতরু তুল্য পুরুষের অগণ্য গুণে কোন্ জন অনুগত না আছে? সখে! সম্প্রতি বসন্তসেনা নেত্র-পথের অতীত হইয়াছে; অতএব চল স্বস্থানে প্রস্থান করি।” এই কথা বলিয়া উভয়ে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। দুরাত্মা সংস্থানক তদবধি কি প্রকারে বসন্তসেনার সহিত চারুদত্তকে বিনাশ করিব, এই উপায় চিন্তনে কালযাপন করিতে লাগিল। মৈত্রেয় রদনিকার সহিত পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে চারুদত্ত নিজ পুত্র রোহসেনকে ক্রোড়ে করিয়া প্রদোষকালীন সমীরণ-সেবন করিতে করিতে

উদ্যানে যে কামিনীর মনোমোহিনী মূর্ত্তি অবলোকন করিয়াছিলেন মনে মনে তাঁহাকেই ধ্যান করিতে লাগিলেন। আহা! অদ্য কি অনুপম রূপ নয়নগোচর হইয়াছে, সেই কাঞ্চন-চম্পক-সদৃশ কান্তি, ইন্দীবর-তুলিত কটাক্ষচ্ছটা, এবং শরদিন্দু সদৃশ বদনারবিন্দ সন্দর্শনে মন অনুক্ষণ তাহারই চিন্তায় একাগ্র হইতেছে! দিনযামিনী সেই কামিনীর মোহিনী-মূর্ত্তি যাহার নয়নে আনন্দ বিতরণ করে সেই ব্যক্তিই ধন্য এবং তাহারই নেত্রদ্বয় যথার্থ দৃষ্টিসুখ অনুভব করিয়া থাকে! এইরূপে চিন্তা করিতে করিতে দেখিলেন রোহসেন নিদ্রিত হইয়াছে। অত-এব দূর হইতে বসন্তসেনাকে নয়নগোচর করিয়া রদনিকা বোধে কহিলেন, “রদনিকে! রোহসেন নিদ্রিত হইয়াছে অতএব ইহাকে অন্তঃপুরে লই-য়া যাও।” বসন্তসেনা একথায় কোন উত্তর প্রদান করিলেন না। ভাবিলেন গুণনিধান নিজ পরিজন বোধে আমাকে আহ্বান করিলেন, সম্প্রতি আমি কি প্রকারে নিকটে গিয়া আত্ম-পরিচয় নিবেদন করিব? এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় মৈত্রেয় এবং রদনিকা সেই স্থানে উপস্থিত হইল। অনন্তর

মৈত্রেয় বলিলেন, "বয়স্ত! তুমি কামদেবায়তন উদ্যানে কটাক্ষবাণবর্ষণে যে কামিনীর মনোহরণ করিয়াছিলে, সেই সুধাংশুমুখী বসন্তসেনা দস্যু-ভয়ে ভীতা হইয়া তোমার শরণাগতভাবে ঐ দণ্ডায়মানা আছেন।" চারুদত্ত এই বাক্য শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র আগ্রহের সহিত সুমধুর সম্ভাষণ বাক্যে বসন্তসেনাকে নিজ সন্নিধানে আনয়ন করিলেন। এবং কহিলেন "সুন্দরি! তুমি এই ঘোরতর অন্ধকারাবৃত তামসীতে একাকিনী এস্থানে কি প্রকারে আগমন করিলে এবং অসূর্য্যম্পশ্যরূপা রমণী হইয়া কেনই বা রাজপথের পথিক হইয়াছিলে? এই অসম্ভাবিত কার্য্য পর্য্যালোচনায় আমার চিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে। আমি তোমাকে পরিজন বোধে যে অনুচিত সম্বোধন করিয়াছি সেই অপরাধ ক্ষমা করিয়া আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে উৎকণ্ঠা নিবৃত্তি হয়।" যুবকবরের সুমধুর বাক্য শ্রবণে অবনতমুখী বসন্তসেনা গদগদ বচনে কহিতে লাগিলেন, "গুণনিধান! আমি স্বীয় সহচরীগণ সঙ্গে কামদেবায়তন উদ্যান হইতে গৃহাভিমুখে গমন করিতেছিলাম। পথিমধ্যে সায়ং-সময় অতীত হইল। ঘোরতর অন্ধ

কারে ভূমণ্ডল আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। জন-মানব-শূন্য রাজপথে আমরা কতিপয় কামিনী নিঃসহায়ে আসিতেছিলাম, এজন্য মনোমধ্যে সাতিশয় ভয়সঞ্চার হইল। এমন সময় পূর্ব্বদিক্ হইতে "বসন্তসেনে! স্থির হও" এইমাত্র এক কঠোর ধ্বনি আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হওয়াতে একেবারে মনঃপ্রাণ স্তব্ধ হইয়া উঠিল, কিন্তু আমি মনে মনে ভীত হইয়াও পশ্চাদ্ভাগে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, এক দীর্ঘাকার কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ আরক্ত বিশাল লোচনে আমার প্রতি এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করত দ্রুতবেগে আগমন করিতেছে। এই ভয়াবহ ব্যাপার বিলোকনে সখীগণকে সত্বর হইতে কহিলাম। ক্রমে ক্রমে সেই দুর্জ্জন যত নিকটে আসিল আমার মন ততই উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল। সহচরী সকল অগ্রে২ গমন করিতেছিল অতএব তাহারা এই ভয়ে কে কোন্ দিকে পলায়ন করিল, দেখিতে পাইলাম না। ক্রমশঃ ঐ পাষণ্ড আমার অঙ্গস্থিত বহুমূল্য আভরণ অপহরণ মানসে কত প্রকার প্রলোভ দেখাইতে লাগিল। এবং মধ্যে ২ কর প্রসারণ পূর্ব্বক নানা প্রকার ভয় দেখাইতে-ছিল এমত সময় ভাগ্যক্রমে এক মহাত্মা আমার

সন্নিহিত হইলেন, বোধ হয় ঐ দস্যুর সহিত পূর্ব্বে তাঁহার পরিচয় ছিল। তিনি উহাকে বহুবিধ উপদেশ বাক্যে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। দুরাত্মা দস্যু কোনমতে নিরস্ত না হইয়া আমার অবমাননে উদ্যত হইল। পরিশেষে সেই মহাপুরুষ এই পুর মধ্যে আমাকে প্রবেশ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। আমি সত্বরভাবে এই সদনে প্রবিষ্ট হইয়া বিপদ হইতে মুক্ত হইলাম। সম্প্রতি প্রার্থনা করি আমার অলঙ্কার সকল আপনি রক্ষা করেন। যেহেতু আভরণ আশয়ে এই সকল পাপ-পুরুষ আমাকে এতাধিক দুঃখদান করিল"। বেশাঙ্গনার দুরবস্থার কথা শ্রবণে কাতরচিত্ত চারুদত্ত অশেষবিধ আশ্বাস বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। এবং মনে করিলেন হা দারিদ্র্য কি দুঃখকর! আমার পূর্ব্বমত সম্পত্তি থাকিলে সম্প্রতি বরবর্ণিনীকে যানবাহনে নিজালয়ে প্রেরণ করিতাম। কিন্তু এক্ষণে সে সকল মনোরথ কাপুরুষের ক্রোধের ন্যায় হৃদয়ে উদিত হইয়া হৃদয়েই লীন হইতেছে। মনে মনে এইরূপ অনুতাপিত হইয়া কহিলেন, "সুন্দরি! এক্ষণে আমার ঈদৃশ শূন্য সদনে তোমার

মহামূল্য মণিময় আভরণ সকল কিরূপে রক্ষিত হইবে ?”—চারুদত্ত এই বলিতে না বলিতে বিষণা-বতী বসন্তসেনা স্মেরমুখে বলিলেন “আর্য্য! গৃহেতে অলঙ্কার ন্যাস এক প্রকার অলীক কথা, সজ্জনগণ যদি বনমধ্যে তরুতলে ফল মূল এবং সরোবর সলিল সেবন করত কালাতিপাত করেন তথাপি তাদৃশ জনে কাহার অবিশ্বাস বা আস্থার ত্রুটি হই-য়া থাকে ?” “নাথ!”—এই বাক্যে সম্বোধন করিয়া ভাবিলেন একি অনুচিত কথা সহসা প্রকাশিত হইল ? প্রথম পরিচিত প্রিয় দর্শনে প্রিয় সম্বোধন কেন করিলাম ? মনে২ লজ্জিত হইয়া পুনর্ব্বার কহিলেন,—“আর্য্য ! যামিনী ক্রমে অধিক হইতেছে অতএব অদ্য আমার আর বিলম্ব বিধেয় নহে ।” অনন্তর যুবকবর সস্মিতাননে মৈত্রের প্রতি আভরণ গ্রহণের আদেশ করিলেন। বসন্তসেনা নিজ নিকে-তন গমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে সবয়স্ত চারু-দত্ত তাঁহার অনুগত হইলেন। গগনমণ্ডলে যো-ষিদ্গণ গণ্ডস্থল সম পাণ্ডুবর্ণ ভগবান্ হিমদীধিতি তারকা নিকরে কর প্রসারণ করিলেন। ক্রমশঃ সুধা-করের কিরণ ধারা তমোমণ্ডলীতে মিলিত হওয়াতে

বোধ হইল যেন তোয়-বিরহিত পক্ষান্তরে পয়োধারা পতিত হইতে লাগিল। পরিশেষে তমোহরী গৌরী চন্দ্রিকা জলে স্থলে বনে উপবনে নিবিষ্ট হওত অখণ্ড ভূমণ্ডলকে ধবলবর্ণে পিহিত করিল। আকাশ মণ্ডলে লঘুতমা মেঘমালা দাক্ষিণ্য পবন ভরে বিচলিত হইয়া কুবেরপালিত দিকে গমন করিতে লাগিল। বোধ হইল অমন ঘনগণের অনিত্য আবরণে সুধাকর শশধর নাম প্রকাশ করিতে কৌতুকী হইলেন। অথবা রোহিণীনাথ নিশাকর বসন্তসেনা সহ গুণাকর চারুদত্তের অমল আস্য-কমল বিলোকনে যেন লজ্জিত হইয়া ধবল বলাহকচ্ছলে আপন আকৃতি আবৃত করিতে লাগিলেন। এই সুখময় সময়ে প্রেমবিচেতন চারুদত্ত সতৃষ্ণ নয়নে সুন্দরীর সমুদয় অবয়ব অবলোকন করত মনে মনে বিতর্ক করিতে লাগিলেন, বিধাতা বুঝি এই বরবর্ণিনীর বদনারবিন্দ বিরচন বাসনায় প্রথমে বিধুমণ্ডল এবং রাজীব রাজির সৃজনচ্ছলে মনোরম বস্তু সৃষ্টির শিক্ষা করিয়া থাকিবেন। নিশাবসানে শশিকলাকে বিকলা দেখি এবং দিননাথ তরণি অস্তাচলে অধিরোহণ করিলে কমলিনীর কান্তি

মলিন হইয়া উঠে। অতএব অহর্নিশ স্থির-সুন্দর এই বামলোচনার বদন বিধানে বিধাতার শিল্প-নৈপুণ্য প্রকাশিত হইয়াছে। যামিনীকান্ত চতুর্দ্দিক্ বেষ্টিত তারা রাশির সম্মুখে যাদৃশ উজ্জ্বল দ্যুতি-মত্তা ধরিয়াছেন, বোধ হয় এই নয়নামোদ-দায়িকা নায়িকার মুখ সুধাকর নয়ন তারা প্রভা দ্বারা তদধিক শোভায় সমুজ্জ্বল হইয়াছে। আহা! ইহার আয়ত লেখাকৃত চারু দর্শন ভ্রূযুগল বিলোকনে অনুমান হয়, কুসুমচাপ কন্দর্প নিজ চাপের সৌন্দর্য্য জনিত অহঙ্কার অবশ্যই পরিহার করিয়া থাকিবেন। এই ললনার অমৃতনিস্যন্দি সুমধুর স্বর শ্রবণে কোকিল কলাপের কলনাদ কিম্বা বাদ্য-বান বীণাধ্বনি কর্ণে কর্কশ রস বৃষ্টি করে। আহা! কি অলৌকিক সৌন্দর্য্য! এই বারণ-বিনিন্দিত মন্দগতি বিলোকনে, কি মরালমালার গতিগর্ব্ব সর্ব্বথা খর্ব্ব হয় নাই? এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরীর সর্ব্বশরীর-গত নিরুপম সৌষ্ঠব সন্দর্শনে অনুমান করি বিশ্ব-সবিতা পিতামহ বিধি বুঝি সমুদয় রমণীয় বিষয় একত্র দেখিতে অভিলাষী হইয়া মনো-মোহিনী এই কামিনীর কমনীয় কান্তিময় কলেবর

সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন্। আহা! এই নিরুপমান লাবণ্যময় অঙ্গলতা যখন তাদৃশ বিসদৃশ ভূষণ কুসুমে সুশোভিত হয়, না জানি তখন কেমন শোভা প্রকাশ পায়। মনে মনে এবম্বিধ বিচার করত সকলে বেশবালার আলয়ের সন্নিহিত হইলেন। বসন্তসেনা বিনয় বচনে বিদায় লইয়া সতৃষ্ণ নয়নে চিত্তচোরের প্রতি একান্ত দৃষ্টি রাখিয়া চারুদত্তের মনের সহিত স্বসদনে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে ক্রমে শর্ব্বরী এক অনির্ব্বচনীয় স্তব্ধীভাব ধারণ করিল। রাজবর্ত্মে প্রহরিগণ ঘন ঘন ঘোরতর কঠোর নি-র্ঘোষে অবন্তীনগর আচ্ছন্ন করিল। জন মানব বিরহিত রাজপথে ঝিল্লী-রব-বাদি কীট পুঞ্জের ঝিল্লী-রবে কর্ণকুহরে কেমন এক প্রকার অপূর্ব্ব রস প্রবেশ করিতে লাগিল। অভিসারিকা নায়িকা নিকরে বিচিত্র বেশভূষায় ভূষিত হইয়া নায়ক নিকেতনে যাইতে লাগিল। এই সময় গুণনিধান চারুদত্ত বয়স্য সমভিব্যাহারে নিজালয়ে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বসন্তসেনার চিন্তা-শয়নে শয়ন করত যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর উষা সময় সমাগত হইল। প্রাচীদিগের পাণ্ডুরতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। যামিনীকান্ত সাম্রাজ্য কার্য্য পর্য্যালোচনা পরিশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া চরমাচল চূড়াময় সুচারু সিংহাসনে সমারোহণ করিলেন। কুমুদিনী প্রফুল্লভাব পরিহার পুরঃসর প্রিয়-বিচ্ছেদ তাপে তাপিত হইয়া অমৃত মধ্যে মৃতবৎ রহিল। জগজ্জীবন পবন বনোপবন কুসুম কদম্ব মকরন্দ ভরে মন্দ মন্দ গতিতে অভিনব লতাবলী নর্ত্তন-পরবশ হইয়া মলয়াচল হইতে আসিতে লাগিল। কাক কোকিলাদি বিহঙ্গগণ কণ্ঠ-বিগলিত কলনাদরূপ রোদন ছলে যেন বিভাবরীর অচিরজাতাসুতা সমান পূর্ব্ব সন্ধ্যা জননীর পশ্চাৎ গমনে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে ২ অখিল-লোক-প্রকাশক ধ্বান্তরাশি-বিনাশী ভগবান্ সহস্রাংশু পূর্ব্ব পর্ব্বত শিখরোপরি পাদ নিক্ষেপ করিলেন। প্রভাকরের লোহিতাকার বিলোকনে বিরহ-বিধুর-বিধু যেন পরপ্রেমদা-প্রণয়াসক্ত পুরুষের ন্যায় এককালীন দৃষ্টির অগোচর হইলেন। অন্ধকার বিনাশে কৃতসঙ্কল্প দিবাকরের উদয়ে নক্ষত্রগণ অদৃশ্য হইতে লাগিল, যেহেতু শত্রু সম্পর্কে শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তিরা

অরি-নিরাসির হন্তব্য পক্ষে নিপতিত হইতে থাকে। কমলিনী প্রিয়-সমাগম-জনিত সন্তোষ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া মন্দ মন্দ সমীরণ হিল্লোলে নৃত্য করত আম্রকে হাস্যভাজন করিল। কুসুম কানন পুষ্পময় আনন বিস্তার করিয়া নির্লীন মধুপায়ি পুঞ্জকৃত গুঞ্জ২ গুঞ্জিত চ্ছলে ভগবান্ ভাস্করের অনন্ত গুণ গান করিতে লাগিল। চক্রবাক্ মিথুন আলোক দেখিয়া পুলক-পূর্ণ কলেবরে পরস্পরে মিলিত হইয়া বিচ্ছেদ জনিত দারুণ দুঃখ দূর করিল। কেবল প্রৰূঢ় যৌবনা বামলোচনা প্রিয়-সঙ্গম বিরহে মলিন হইয়া তপনের অস্তাচল গমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে২ তিমিরারির চরৰূপ কর নিকর জলে স্থলে জঙ্গলে গিরিগুহাভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক তিমিরময় করিযূথ বিনাশে প্রবৃত্ত হইল। বসন্তসেনা সুখশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া উৎকলিকাকুলচিত্তে অবস্থিতি করিতেছেন, ইত্যবসরে মদনিকা নাম্নী কোন সখী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। মদনিকা দূর হইতে বিবেচনা করিতে লাগিল, অদ্য প্রিয় সখী মনে মনে কি চিন্তা করত যেন উৎকণ্ঠিতভাবে বসিয়া আছেন।

যাহা হউক নিকটে বসিলে জানিতে পারিব। ইহা ভাবিয়া প্রিয় সখী সন্নিধানে উপবেশন করিল।

বসন্তসেনা অন্যান্য দিনে তাহার সহিত যে প্রকার হাস্য কৌতুকে রহস্যালাপ করিতেন সে দিবস আর তাদৃশ প্রণয় সম্ভাষণ না করিয়া কিয়ৎ-কাল পরে কহিলেন, " সখি! তারপর,—তারপর "। মদনিকা কহিল "প্রিয়সখি! পূর্ব্বে কোন কথার উত্থাপন হয় নাই, তবে তুমি সহসা এই অসঙ্গত কথা কেন কহিলে? আমি অনুমান করি তুমি হৃদয়গত কোন প্রিয় পদার্থে মনোনিবেশ বশতঃ অন্যমনস্ক হইয়া থাকিবে।" বসন্তসেনা সহচরীর অন্তরঙ্গ উক্তি আকর্ণনে আনন্দিত হইয়া বলিলেন "মদনিকে! তুমি পর-হৃদয়-গ্রহণ-চতুরা বলিয়া আমার মনোগত ভাব অবগত হইয়াছ।" মদনিকা বসন্তসেনার কথার আভায বুঝিয়া কহিল। " প্রিয় সখি! আমি তোমার নিকটে আছি বলিয়া একথার উত্থাপন করি নাই। তবে আমার মনো-মধ্যে কেমন এক প্রকার স্নেহভাবের সঞ্চার হও-য়াতে না বলিয়া নিরস্ত থাকিতে পারি না। দেখ সখি! রতিপতি যৌবন-রাজ্যে আরোহণ

করিলে কি নারী কি পুরুষ সকলেরই প্রকৃতি যেন বিকৃতি ভাব লাভ করে। বিশেষতঃ অবলাজাতির এই বয়সে হাব ভাব হেলা লীলাদি অলঙ্কার সকল অঙ্গলতিকাকে অলঙ্কৃতা করিতে থাকে। আজন্ম-বিকারশূন্য চিত্তপটে সহসা কেমন এক প্রকার উদ্বুদ্ধ মাত্র ভাবের উদয় হয়। দেখ, সেই সুরভি সময়, সেই মলয়াচলের মন্দ অনিল এখনও বহিতেছে, এবং তুমিও সেই ; প্রিয় সখি! কিন্তু তোমার মনকে যেন অন্যমত দেখিতেছি। অতএব আমি ভাবিয়াছি কোন বন্ধু সহ বিহার বাসনায় তোমার চিত্ত-মন্দির শূন্য হইয়াছে। সখি! যৌবন অতি বিষমকাল। যে ব্যক্তি যৌবরাজ্যেশ্বর ভগবান্ কন্দর্পের দুর্নিবার্য্য কুসুম শরাসনের ও দুঃসহ পুষ্পবাণের শরব্য হইয়াছে তাহার আর কুল মান লজ্জাভয়ের অনুরোধ থাকা অতি কঠিন। সখি! দেখ শৈশব দশায় যে সমুদয় সন্তোষকর মঙ্গল-ময় সুন্দর স্বভাব থাকে শরীর-মন্দিরে তারুণ্যের প্রবেশ পূর্ব্বে তৎতৎ সুচরিত সমুদয় বিপরীত ভাবে পরিণত হয়। দেখ, বাল্য কালের সেই সরলতা, তারুণ্যের কপটতা গ্রাসে নিপতিত হইয়াছে। হৃদয়-

সৌধে সতত সদাশয় সমীরণ বহন করিত, এখন যেন প্রলয় মারুত প্রবল হইয়া ইন্দ্রিয় সকলকে সবল করিতেছে। তৎকালের কেমন এক বিশুদ্ধ প্রীতি প্রায় প্রতিজনে সন্নিবেশ করিত, সম্প্রতি তাহার আর চিহ্ন মাত্র দেখিতে পাই না। ব্যক্তি মাত্রের বাল্যাবস্থায় উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট সগুণ নির্গুণাদি ভেদে ব্যবহারের তারতম্য থাকে না; কিন্তু ক্রূর মদন মনোমধ্যে রাজ্য বিস্তার করিলে যথার্থ জ্ঞানের পরিবর্ত্ত হয়। দেখ, সখি! পূর্ব্বে আমাদের কোন কর্ম্মে গুরুজনের গোপনে প্রয়োজন ছিল না, অধুনা আর সে সংস্কার সার বলিতে পারি না। সম্প্রতি সভয়-চিত্তে নিবেদন করি, সখি! এক্ষণে তোমার আর প্রিয়-সঙ্গ-সম্পাদনে ক্ষণকালও বিলম্ব করা বিধেয় নহে। অতএব স্বয়ম্বর কারণ ঘোষণা কর। কিম্বা তোমার এই সখীর প্রতি বিবাহের ভার প্রদানে কৃপণতা পরিহার কর; তোমার মদনিকার অসাধ্য কার্য্য কি আছে? প্রিয় সখি! তুমি কি রাজা বা, রাজ-বল্লভ জনের সহবাসে বাসনা কর, না, বিদ্যাবিশারদ ব্রাহ্মণ যুবা, অথবা সুসমৃদ্ধ বাণিজ্য-যুবা কামনা করিতেছ?"

গুণগণ্যা বেশ-কন্যা সখীবচনে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া মতিমতী মদনিকার বুদ্ধি কৌশলের প্রশংসা করত কহিলেন, “সখি! তুমি এমত অসঙ্গত ও অসম্ভাব্য কথায় কেন আমার চিত্ত-পতঙ্গকে প্রজ্জ্বলিত জ্বলন মধ্যে নিক্ষেপ করিলে?” মদনিকা এই কথা শ্রবণ মাত্র অন্তঃকরণগত ভয় বিস্ময়ে একেবারে বিহ্বল হইয়া উঠিল। এবং কাতর নয়নে প্রিয় সখীর অবিকচ আনন তামরসে চঞ্চল চক্ষুতে নিরীক্ষণ করিয়া কহিল “ভর্ত্তৃ দারিকে! এ অপরাধিনীর কোন্ কথাটি অসম্বদ্ধ হইয়াছে?” বসন্তসেনা মদনিকার অনুপম চতুরতার আভাষ বোধে বলিলেন “সখি! তুমি আমার উপকার বাক্য ভিন্ন একটিও অন্যায় কথা বল নাই। সম্প্রতি আমি ভাবিতেছি ভূপতি পিতৃতুল্য, ব্রাহ্মণজন পূজ্য, এবং বাণিজ্য-যুবা বন্ধু-স্নেহ-প্রিয়-জন-প্রেম বিচ্ছেদ করিয়া দেশান্তর-গমন-জনিত দারুণ দুঃখ-সম্পাদক হয়, সুতরাং এপ্রকার ত্রিবিধ জনে কি রূপে পরিণয় বিধি সঙ্গত হইতে পারে?” মদনিকা হাস্য বদনে বলিল “নৃপ নয়, বণিক যুবা নয়, তবে অবন্তীপুরে কে এমন অনঙ্গ সুন্দর রূপ-লাবণ্য ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন যুবা আছে যে

তোমার মনোমোহনে যোগ্য হইবে?" বসন্তসেনা কহিলেন "মদনিকে! তুমি ত আমার সঙ্গে কাম-দেবায়তন উদ্যানে গিয়াছিলে, তবে আর আমাকে উদাসীন-হৃদয়া দেখিয়া বারম্বার নানা প্রকার কথার আড়ম্বর কেন করিতেছ? সখি! মন যে এত চঞ্চল তাহা এ পর্য্যন্ত জানিতাম না। যে অবধি সেই গুণনিধির সহাস্য চন্দ্রাস্য নয়ন-পথের পথিক হইল, অন্তঃকরণও দৃষ্টির সঙ্গে তৎক্ষণে আমাকে ছাড়িয়া সেই চিত্ত-চোরের চরণ সেবনে আসক্ত হইয়া উপাসনা করিতে গিয়াছে। অতএব বুঝিলাম বিসিনীদল পতিত জল-বিন্দু সম হৃদয়ের গতি অতি তরল। আহা! সেই মন্মথ মন্মথ যুবক রাজের নির্ম্মল আনন সুধাকর, আমার হৃদয়াকাশে নিরন্তর সমুদিত রহিয়াছে! তাঁহার অমৃতায়মান বাক্য সকল এখনও যেন আমার কর্ণকুহরে প্রতি-ধ্বনিত হইতেছে। আহা! তাদৃশ করুণানিধান পুরুষ পুঙ্গব বিধি বুঝি আর সৃজন করেন নাই। যিনি তাদৃশ তামসী নিশীথিনীতে একাকিনী নিঃসহায়িনী এই মন্দ-ভাগিনী কামিনীর পরমোপকার করিয়া-ছেন, প্রাণান্তেও কি তাঁহার অপার কৃপার কণা মাত্র

ভুলিতে পারিব ? মদনিকে ! তদীয় নিরুপম করুণা ও সৌজন্য জন্য সদ্ব্যবহার সকল মানসের অন্তরে প্রতিভাসমান হওয়াতে অধুনা আমার অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র হইতেছে। মনোবাক্যে ঐক্য করিয়া কহিতেছি চিরকাল স্থিরভাবে তাঁহার দাসী হইয়া চরণ সেবন করিলেও বিন্দু মাত্র উপকার ঋণের পরিশোধ করিতে পারিব না। শুন সখি ! অনুপম রূপ এবং অসদৃশ গুণ গৌরবের সামানাধিকরণ্য কখনই সম্ভব হয় না। দেখ, দুর্দ্দান্ত রতি কান্ত নিতান্ত স্বরূপ সম্পন্ন হইয়াও নির্দ্দয়, অবিবেকী, ও অহঙ্কৃত বলিয়া ভুবনতলে বিখ্যাত। বৃহস্পতি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অশেষ বিদ্যাবিশারদ বটেন, কিন্তু রমণীয় রূপবান নহেন। এই অখ্যাতি এবং আক্ষেপ মোচন মানসে বোধ হয় বিধি যেন রূপ গুণ একত্র সন্নিবেশিত করিতেই আমার মনোরমণের কমনীয় কান্তিময় কলেবর ও সুন্দর স্বান্ত-সম্পন্ন স্বভাব সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। সখি ! তুমি ত তাঁহাকে দেখিয়াছ এবং তাঁহার সদ্ব্যবহার সম্বলিত সুচরিত কথা শ্রবণ করিলে, অতঃপর, অপর পুরুষের সঙ্গতি বা সহবাস বিষয় আমার কর্ণে

আনিও না। আমি প্রাণ মন তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছি, সম্প্রতি কি প্রকার সঙ্গতি অবলম্বন করিয়া তাঁহার প্রণয়িনী হইব এই উপায় লাভে চিত্ত নিতান্ত চঞ্চল হইয়া তাহারই চেষ্টা করিতেছে।”

এই সমস্ত কথাবসানে সুচতুরা বসন্তসেনা নিজ সখীর মানসিক অভিপ্রায় অবগতি জন্য ছলক্রমে কহিলেন, “অয়ি বুদ্ধিমতিকে! যে জন আমার মনের উপর তস্করতা করিয়াছে তাহার নাম কি জান?” মদনিকা কহিল “প্রিয় বয়স্যে! আমি তাঁহার সমুদয় বৃত্তান্ত বিশেষতঃ জানিয়াছি, নাম বুঝি চারুদত্ত।” বসন্তসেনা প্রাণকান্তের সুচারু সুশ্রাব্য সংজ্ঞা শুনিয়া মনে করিলেন সুখাকর গুণাকরের সুললিত শব্দ-গর্ভ অভিধান শ্রবণেও আমার সন্তাপিত চিত্তক্ষেত্র যেন বারিদ বদন বিগলিত সলিল সিক্ত ভূমিকার সাদৃশ্য ধরিল। মদনিকা বিনয় বচনে বলিতে লাগিল, “ধনিতনয়ে! তুমি তাঁহার যে সকল রূপ গুণের কথা কহিলে সমুদয়ই সত্য এবং তাদৃশ তরুণ নায়কে ভবাদৃশী যোষিৎগণের অনুরাগ অবশ্যই সম্ভব হয়। কিন্তু সম্প্রতি শুনিয়াছি চারুদত্ত অত্যন্ত দীনদশাপন্ন

হইয়াছেন—পূর্ব্বোপার্জ্জিত সমস্ত বিত্ত বিতরণে নিঃশেষিত হওয়াতে ক্লেশাদি আধি সহকারে সময়াতিপাত করিতেছেন। অতএব শঙ্কা করি নির্ধনী নায়কের প্রণয়িনী হইয়া তোমার কি সুখ সম্ভোগ সমৃদ্ধি হইবে? আরও শুন সখি! কুসুমশূন্য সহকার তরুকে মধুকরীরা কখন আশ্রয় করে না। সুতরাং তোমার কল্যাণ কথায়ও আমার মন সহসা সন্দিহান হইল।” বসন্তসেনা সহচরীর অসম্মতি-সূচক ভারতীভাবে অসূয়াপরবশ না হইয়া বরং সহাস্য আস্যে উত্তর করিলেন, “সখি! আমি যেন সেই ধনহীন বল্লভের সম্পত্তি-সাধন হইয়া মধুকরী নামের অনুকরণ করি।” মদনিকা প্রভু তনয়ার কথার ভাবে তাঁহাকে চারুদত্তের প্রতি একান্ত অনুরাগিণী বোধে আর কোন প্রতিকূল ব্যাহার ব্যবহার করিল না। যেহেতু প্রবল বেগে প্রবাহিত সর্ব্বতোমুখ সলিলরাশির গতি ভঙ্গ করা কি সামান্য তৃণ পত্রাদির সাধ্য? কহিল “প্রিয় সখি! যদি তিনিই তোমার নিতান্ত মনোমত হইয়াছেন তবে কৌশলক্রমে তদীয় গোচরে আত্ম বিবরণ নিবেদনে কিজন্য অপেক্ষা কর?” বসন্তসেনা কহিলেন “মদনিকে! তোমার

সকল কথাই সঙ্গত বটে; কিন্তু সখি! এ বিষয়ে সমধিক বুদ্ধিমত্তা আবশ্যক করে। সম্প্রতি তাঁহার ইদানীন্তন অবস্থা দেখিয়া সহসা স্বাভিপ্রায় প্রকাশে সাহস হয় না। যেহেতু তিনি যদি প্রত্যুপকার-কাতরতা বশতঃ আমার অভিপ্রেত সাধনে অসম্মত হয়েন তাহা হইলে আমার পক্ষে তাঁহার দর্শন ও দুর্লভ হইবে। এই ভাবিয়া অকস্মাৎ কোন কথার প্রস্তাবে অন্তঃকরণ সত্বর হয় না" মদনিকা সাবেগ বচনে বলিল "অয়ি! ভর্তৃদারিকে এই জন্যে তুমি মণিময় আভরণ ভার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছ।"

বসন্তসেনা ও মদনিকার এইরূপ কথোপকথন হইতেছে ইত্যবসরে রাজপথে মহা কোলাহল হইতে লাগিল। বেশ-বাসা নিজ নিকেতন নি-কটে সহসা কলকল-কলরব শুনিয়া সহচরীসহ দ্বার দেশের অভিমুখে আসিতেছেন এমন সময়ে দাবানল দগ্ধ মৃগ-শিশু তুল্য পরিক্ষত-শরীর এক পুরুষ, "আর্য্যে! রক্ষা কর, আমি তোমার শরণাগত" উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিতে বলিতে পুর মধ্যে প্রবেশ করিল। বসন্তসেনা বিপন্ন ও শরণাগত জনে অভয়দানে কৃপণতা করিলে ধর্ম্ম হানি

জানিয়া সখীর প্রতি দ্বারাবরোধের অনুরোধ করিলেন। অনন্তর আসন দান এবং তালবৃন্ত বীজনে বিপন্ন জনের শ্রান্তি দূর হইলে মদনিকার প্রতি অভ্যাগতের পরিচয় জিজ্ঞাসার আকারণা হইল। মদনিকা প্রিয় সখীর ইচ্ছানুসারে সন্নিহিত ব্যক্তিকে সম্বোধিয়া কহিল, "মহাশয়! আমার প্রিয় সখী আপনকার নাম ধাম এবং কি জন্য আপনাকে এত ভীত ভীত দেখিতেছি ইহা জানিতে বাসনা করেন।" এই কথায় আগন্তুক কহিতে লাগিল, "আর্য্যে! আমার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তারিত ক্রমে নিবেদন করিতেছি, প্রণিহিত চিত্তে অবধান কর।"

পাটলিপুত্র নগরে কোন গৃহপতির গৃহে আমার উৎপত্তি, ভাগ্য দোষে আমার শৈশবদশায় পিতৃমাতৃ বিয়োগ হয়। সুতরাং পরপুষ্টশাবক সমান আমি এক প্রতিবেশি যোষিৎ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হই। ফলতঃ বাল্যাবস্থাতে তাঁহারই অকৃত্রিম স্নেহ ও বাৎসল্য আমার প্রাণপ্রদ বলিতে হইবেক। আমিও জননী জানিয়া তাঁহাকেই মাতৃ সম্বোধন করিতাম। ক্রমশঃ শৈশবকাল অতীত হইলে তারুণ্যের প্রারম্ভে কোন প্রতিবাসী সমীপে সম্বাহক বৃত্তি শিক্ষা করিতে

লাগিলাম। কিয়ৎ কালানন্তর তদ্বিষয়ে আমার বিশেষ নৈপুণ্য জন্মিল। বয়ঃক্রম অধিক হইল, সুতরাং কোন্ উপায়ে অধিক ধনোপার্জ্জন হয়, এমৎ চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু স্বদেশীয় সম্ভ্রান্ত আঢ্য লোকদিগকে কার্য্যোপযুক্ত ভৃতি প্রদানে পরাঙ্মুখ দেখিলাম এবং ক্রমে ক্রমে স্বোপার্জ্জিত অর্থ ভিন্ন জীবিকা নির্ব্বাহ হওয়াও দুষ্কর বোধ হইতে লাগিলল। যিনি আমার শৈশবদশা হইতে লালন পালন করিতেছিলেন, তাঁহার উপকার আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। গৃহস্থ প্রেমীর পরিণয় বিধি নিতান্ত বিধেয়, কিন্তু তাহাও সম্পত্তি সাধ্য, অতএব আমি অর্জ্জনস্পৃহাবশবর্ত্তী হইয়া অশেষ প্রকার উপায় কল্পনা করিতে লাগিলাম। অনন্তর অবন্তী নগর-পর্য্যটক প্রমুখাৎ এই স্থান বহুতর সমৃদ্ধ ও আঢ্য জনের আবাস ভূমি শুনিয়া অপূর্ব্বদেশ দর্শন কুতূহলে এবং উপার্জ্জনেচ্ছার অনুগত হইয়া এই নগরে উপস্থিত হইলাম। পরে কিয়ৎকাল গত হইলে এক মহানুভাবের শুশ্রূষায় আমাকে নিযুক্ত করিলাম। তাদৃশ প্রিয় দর্শন, মধুরভাষী এবং শরণা-

গত বৎসল স্বামী মহীতলে অতি বিরল। যাঁহার সৌজন্যাদি সাত্ত্বিক গুণে অবন্তীপুর বাসি আ বাল বৃদ্ধ বনিতা শুভ স্বস্ত্যয়নে জাগরূক রহি য়াছে। আমি অনেক স্থানের অনেকানেক স মৃদ্ধজনের সংসর্গ করিয়াছি বটে, কিন্তু ঈদৃশ পরদুঃখ কাতর, সর্ব্বজন শরণ্য এবং অহঙ্কার শূন্য পুরুষ কখন নয়নগোচর করি নাই।

এই সময়ে মদনিকা বলিল, প্রিয়সখি! অবন্তী-নগরে আবার কোন্ জন তোমার মনোরমণের গুণগণ হরণ করতঃ কীর্ত্তিপতাকা উড্ডীন করিয়াছে? বসন্তসেনা হাঁসিতে হাঁসিতে বলিলেন, আলি! আমিও ইহাই মনে করিতেছি। এই বলিয়া সম্বাহককে কহিলেন, ওগো, তারপর, তারপর? সম্বাহক কহিতে লাগিল। আর্য্যে! আমি সেই প্রভু সমীপে প্রতিপন্ন হইয়া বহুকাল তাঁহার সেবা করিলাম। সময়ক্রমে তিনি অসম্যক্ ব্যয় শীলতাবশতঃ আপন ঐশ্বর্য্য রাশি বিতরণ করিয়া, এই কথা না বলিতে বলিতে পরম প্রজ্ঞাবতী বসন্ত সেনা কহিলেন, সম্প্রতি তিনি উপরত বিভব বা দীনভাবাপন্ন হইয়াছেন। স-

ম্বাহক একথায় বিস্মিত হইয়া বলিল। আর্য্যে! আমার মুখ হইতে সমুদায় বাক্য নিঃসৃত না হইতেই আপনি কিরূপ কৌশলে বুঝিতে পারিলেন? বসন্ত সেনা কহিলেন, দেখ যে জলাশয়ের বারি কোন জীবে পান না করে, সেই সরোবরই সমধিক সলিল-সম্পন্ন হইয়া থাকে, অতএব দান শৌণ্ডের সম্পত্তি কোথায় অচলা হইয়া আছে? মদনিকা কহিল, সাধো! আপনার পরিপোষকের কি নাম, কোথায় ধাম, বলিতে আজ্ঞা হউক।

সম্বাহক ঐ বাক্যে হাস্য করিয়া বলিল, অয়ি বামলোচনে! তাদৃশ দ্বিজরাজের নামধেয় ও নিবাসভূমি যাহার অবিদিত আছে, তাহার পক্ষে গগন-মণ্ডল-বিহারী সুধাকর সুধাকর সম্পর্কও অজ্ঞাত থাকা অসম্ভব নহে। তিনি শ্রেষ্ঠিচত্বরে বসতি করেন, তাঁহার নাম চারুদত্ত। গুণাকরের নাম শুনিয়া বসন্ত সেনার সর্ব্বশরীব লোমাঞ্চিত ও পুলকিত হওয়াতে যেন কদম্ব কুসুমের অনুকারী হইল। সম্বাহক এতাদৃৎ অসম্ভাবি ভাব বিলোকনে মনে মনে

বিচিকিৎসা করিতে লাগিল। চারুদত্তের নাম মাত্র কীর্ত্তন হওয়াতে এই বরবর্ণিনী ভামিনীর অঙ্গলতিকা কিজন্য পুলকিত হইল, বুঝিতে পারিলাম না। ধন্য চারুদত্ত! অবনীতলে একমাত্র তুমিই কেবল মনুষ্য জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিলে, অপরে আহার বিহার পরবশ পশু সদৃশ। বসন্ত সেনা কহিলেন, ধীমন্' তদনন্তর কি হইল। সম্বাহক কহিতে লাগিল। তদনন্তর তাঁহার চরিত্রমাত্র অবশিষ্ট হইলে আমি স্বদেশ গমনে অভিলাষ করিলাম। পরে প্রভুর নিকটে বিদায় লইয়া জন্ম ভূমির অভিমুখে যাইতে-ছিলাম, পথি মধ্যে আমার কোন পরিচিত পু-রুষ প্রমুখাৎ আমার প্রতিপালিকা, যাহাকে আমি মাতৃ সম্বোধন করিতাম, তাহার লোক লীলা সম্বরণ সংবাদ শ্রবণে নিরতিশয় শোক ও বিষাদ সাগরে অবগাহন করিলাম। মনে ছিল, বহুকাল বিদেশে থাকিয়া অনেক ক্লেশে যে কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিয়াছি তদ্দ্বারা তদী-য় দুঃখ বিমোচন করিয়া অবশিষ্ট অর্থে উ-দ্বাহ সমাধান পূর্ব্বক সংসার ধর্ম্মে আবৃত থা-

কিব। কিন্তু সে সকল মনোরথ সহায় শূন্য গুণবান্ জনের অর্থোপার্জনের মানসিক কল্পনার অনুরূপ হইল। বসন্তসেনা বিষাদ বাক্যে বলিলেন, আহা! দুঃখের উপর দ্বিগুণ দুঃখ, সহজ-তিক্তরস-করলা-ফলের যেমন নিম্বতরু আবলম্বন এবং নির্গুণ পতি কুপিত হইয়া সতী সীমন্তিনীর শাসন করিলে, সেই গুণবতী মহিলার মনোমধ্যে যাদৃশ দুঃখোদয় হয়, অনুমান করি, সে সময় তোমার মন তাদৃশ তাপিত ও উদাস হইয়া থাকিবে। যাহা হউক বিধিবিহিত ব্যাপারে উপায় কি আছে, এই বলিয়া কহিলেন, আর্য্য! তার পর কি হইল, সম্বাহক কহিতে লাগিল, তদনন্তর আমি মনোবেদনায় বিহ্বল হইয়া দেশ যাত্রা রহিত করিলাম এবং পুনর্ব্বার এই অবন্তী-নগরে আসিয়া উপার্জ্জিত ধনে বাণিজ্য বিস্তার পূর্ব্বক বিপুল বিত্ত সংগ্রহ করিলাম।

এই রূপে কিছুদিন গত হইলে আমার গ্রহ বৈগুণ্য বা বুদ্ধিভ্রংশ বশতঃ দ্যূত ক্রীড়াতে অত্যন্ত অনুরাগ জন্মিল। অল্পকাল.

মধ্যে মাথুর ও সভিক নামা দুই ব্যক্তি, যাহারা আমার অন্বেষণার্থ পথি মধ্যে এখনও এত কোলাহল করিতেছে, উহাদিগের সংসর্গেই হউক কিম্বা আপন অদৃষ্ট দোষেই করুক, জানি না, কি কুগ্রহে আমি প্রাণ-পণে-সঞ্চিত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইলাম। এসকল ভাব বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু দৈবগতি কেমন বিচিত্র, তথাপি আমার পাষণ্ড মনকে পাশক্রীড়ায় পরাঙ্মুখ করিতে পারিলাম না। সম্প্রতি আমি ঐ দুর্জ্জন দুঃশঙ্কন দুজনের নিকটে কুৎসিত কূর্দ্দনে পরাজিত হইয়া ধন হীনতা প্রযুক্ত সুতরাং প্রতিজ্ঞাত দশ সুবর্ণদানে অক্ষম, এজন্য বিবিধ রূপে লাঞ্ছিত, আহত এবং লজ্জিত হইয়া আছি ক্ষমাপ্রার্থনায় অনেক বিনয় বচনে স্তুতি করিলাম, কিন্তু উহারা কোনমতে আমাকে ছাড়িলনা, পরিশেষে আমি উহাদের পদতলে উপঢৌকন ব্যপদেশে আত্মশরীর পর্য্যন্ত সমর্পণ করিলাম। হায়, ইহা বলিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। হা, নিষ্ঠুরতার কি চমৎকার শক্তি! ঐ নির্দ্দয় লোক দ্বয় অর্থ আদান হেতু আমার সর্ব্বাঙ্গে অসহ্য ও

অনিবার্য্য বেতসীলতার আঘাত করিতে লাগিল। এই বলিয়া সম্বাহক অশ্রুকলুষিত নয়নে বসন্তসেনার মুখপানে চাহিয়া বলিতে লাগিল, অয়ি সুবিনীত হৃদয়ে! এখন আমি অনুমান করি প্রজাপতি বুঝি প্রজাপুঞ্জের সৃষ্টিকালে কারুণ্যাদি গুণ বিতরণে পাত্র ভেদে পক্ষপাতী হয়েন। নতুবা উহাদের হৃদয় কোষ কেন একান্ততঃ দয়া শূন্য হইল। দেখ আর্য্যে! দস্যুকৃত বেতসীলতার আঘাত চিহ্ন এপর্য্যন্ত আমার দেহে কলঙ্কভাবে ব্যাপিয়া আছে। মহামায়াবী, অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন, নিষ্ঠুর পুরুষেরা আমার সর্ব্বস্বান্ত করিল। ইহাতেও দুরাকাঙ্ক্ষার পরিপূরণ না করিয়া পরিশেষে আমার প্রাণ বিনাশে স্থির প্রতিজ্ঞা করিয়াছে।

বসন্ত সেনা এই সকল হৃদয় বিদারিকা ও শোকানল বর্দ্ধনে প্রচণ্ড পবন দেশীয়া কথা শুনিয়া কাতর বচনে কহিলেন, আহা, দুর্জ্জনের সৌজন্যে পৃথিবীসতী জর্জ্জরিত হইতেছেন। মন্দমতি মূঢ় জনের অসাধ্য কিছুই নাই, দেখ, দুরাত্মা দুর্য্যোধন পাণ্ডবকুল তিলক সাক্ষাৎ ধর্ম্মরূপী ভগবান রাজরাজেশ্বর যুধিষ্ঠিরের সাম্রা-

ন্ত্য আত্ম আয়ত্ত করিয়াও স্বতুষ্পূরণায় বা-
সনা পিশাচীর দুশ্ছেদ্য পদ শৃঙ্খল ছেদ করিতে
পারে নাই, পরিশেষে তাদৃশ মহাপুরুষকে পরি-
বারবর্গ সঙ্গে অরণ্যানী মধ্যে বহুকাল বাস করা-
ইয়াছিল। অতএব নিষ্ঠুরের অকর্ত্তব্য কি আছে,
এই বলিয়া কহিলেন, তারপর কি হইল।

সম্বাহক বলিতে লাগিল, এই সময়ে প্রিয়বন্ধু দ-
র্দ্দুরক আমার বিপদ্বার্ত্তা শুনিয়া সত্বর রাজ পথের
পথিক হইলেন এবং আমাকে পলায়ন করিতে
ইঙ্গিত করিয়া ঐ দুরাত্মাদিগের সহিত মি-
থ্যাবাদানুবাদ করিতে লাগিলেন। সম্প্রতি আমি
অনন্যগতি, বিপন্ন, ও অচৈতন্য হইয়া আপনাকে
শরণ্য বোধে নিবেদন করিতেছি, অদ্য আপনি
আমার প্রাণ দান করুন, আর্য্যে! একথা কহিতেও
যদি আমি আপনার সাক্ষাতে অসম্বদ্ধভাষী, উন্মত্ত,
বা অপরাধী বলিয়া পরিচিত হই, ভাবিয়াছি সে দো-
ষ মোচন বিষয়ে আপনারই অলোক সামান্য করু-
ণাশক্তি আমার জন্য পক্ষপাতিনী হইবে। সংস্থা-
নকের মুখ বিগলিত বিপদ বাক্যের অভ্রান্ত বর্ষণে,
বসন্তসেনার সহজ সরল এবং মার্দ্দবময় মনোভু-

মি একেবারে আদ্র্র হইয়া উঠিল। গুণবন্তী বারম্বার অনুলাপ ও বিলাপ করিতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ কাতর নয়নে সম্বাহকের ম্লান মুখপানে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন এবং শিরীষ কুসুমসম কর কমলে তাহার অঙ্গ বেদনা নিরাকরণে মনঃস্থ করিলেন। অনন্তর মদনিকার প্রতি ভঙ্গীভাবে কহিলেন, সখি! আবাস বৃক্ষের বিঘটন ঘটিলে পক্ষিগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকে। সম্প্রতি তুমি আমার এই কণ্ঠস্থিত কণকহার লইয়া ইহাঁকে ঋণপাশ মুক্ত করিয়া আইস। এই বলিয়া আপনার গললগ্ন হার তৎক্ষণাৎ কণ্ঠ হইতে উন্মোচিত করিয়া মদনিকার করে সমর্পণ করিলেন।

মদনিকা প্রিয় সখীর আদেশে তদ্দত্ত হার হস্তে গোপুরের বাহিরে আসিল। দেখিল, তুরন্তদর্শন দুই জন পুরুষ বসন্ত সেনার গৃহাভিমুখে দৃষ্টি রাখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িতেছে। এবং মধ্যে মধ্যে উভয়ের মধ্যে এক জন অপরকে কহিতেছে, সখে! চল, আমরা এজন্য রাজা পালকের অধিকরণ মণ্ডপে গিয়া আবেদন করি। মদনিকা এই সমস্ত ভাবভঙ্গী দেখিয়া

উহাদিগকে সম্বাহকের উত্তমর্ণবোধে ক্রমে ক্রমে নিকটে আসিল। কহিল ওগো, তোমাদিগের মধ্যে কাহার নাম সভিক। সভিক একথায় অনাবিধ কোন উত্তর না দিয়া ব্যস্ত বাক্যে কহিল। অয়ি চন্দ্রমুখি চকোর নেত্রে! তুমি পুষ্পবাণের বাণের মত কটাক্ষ দৃষ্টির বৃষ্টি করতঃ কেন আমার অন্বেষণ করিতেছ? যাও যাও রসজ্ঞ নায়কের অনুসন্ধান কর, আমার নিকটে তোমার কি প্রয়োজন? শুদ্ধমতি মদনিকা একথায় সমধিক ক্রুদ্ধ এবং লজ্জিত হইয়া কহিল। জিজ্ঞাসা করি তোমাদের কেহ ঋণী আছে, কি না। সভিক কহিল, হঁ, সম্বাহক আমাদের নিকটে ঋণ দায়ে ভীত হইয়া এই পুর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তুমি তাহার কোন বৃত্তান্ত বলিতে পার? মদনিকা কহিল, তাহার পরিশোধার্থে আর্য্যা বসন্তসেনা, এই কথা বলিয়া না, না, সেই সম্বাহক এই সুবর্ণহার পাঠাইয়াছেন, লইয়া যাও। সভিক ও মাথুর ধন লাভে প্রসন্ন ভাবে স্বস্থানে প্রস্থান করিল। মদনিকা প্রিয় সখী গোচরে তৎকথা নিবেদন করিল। স্বভাব সুন্দরী বসন্তসেনা সম্বাহককে সমুচিত সম্বোধনে কহিলেন, বৎস! সম্প্র-

তি তুমি ঋণ হইতে মুক্ত হইলে, অতএব তোমার পরমমিত্র দর্দ্দুরকের সহিত এখন একবার সাক্ষাৎ করা উচিত হইতেছে। সম্বাহক অশ্রুপূর্ণ এবং দীন নয়নে গুণবতী সতীর চরণ যুগে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া কহিল। হে করুণাময়ি! কাতর বৎসলে! আমি আপনকার অপার কৃপার সাহায্যে অদ্য পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইলাম। সম্প্রতি ধনহীন এবং দুর্জ্জন নিকটে পরাভূত হইয়া মনোমধ্যে স্থিরনিশ্চয় করিলাম, সন্ন্যাসিবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিব। অতএব আমার স্বজন গণের সাক্ষাতে লজ্জিত হইবার কি প্রয়োজন? হে প্রাণ দায়িকে! আমি অতি কাতর বচনে নিবেদন করি; শরণাগত সম্বাহক সন্ন্যাসী হইয়াছে, এই কএকটি অক্ষরমাত্র আপনি মনে রাখিবেন। এই বাক্য বলিয়া বিদায় লইয়া প্রস্থান করিল।

বসন্তসেনা আহ্নিক কার্য্য সমাপনান্তে শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে ক্রমে দিবাকরের প্রখরকর সকল হীনবল হইল। আতপদল ধরাতল হইতে বৃক্ষোপরি, বৃক্ষ হইতে অট্টালিকা, অট্টালিকা হইতে গিরি শিখরে আরোহণ ক-

রিল। বসন্তসেনা একাকিনী চিন্তিত-চিত্তে ব-
সিয়া আছেন, ইত্যবসরে কর্ণপূরক নামা এক
হস্তিপক আসিয়া প্রসন্ন বদনে বলিতে লাগিল,
আর্য্যে! আমার এই পরাক্রম তোমার নয়ন গোচর
হইল না, অদ্যকার ব্যাপার যাহার অদৃষ্ট রহিল,
তাহার পক্ষে এদিন প্রভাত হয় নাই। বসন্তসেনা
কহিলেন, কর্ণপূরক! আজ্ কি এমন সাধু কার্য্য স
মাধা করিয়াছ? কর্ণপূরক কহিল, আর্য্যে! শ্রবণ
কর। তোমার স্তম্ভভঞ্জক নামে দুষ্ট হস্তী আজ্
শৃঙ্খলচ্ছেদ এবং আলান ভেদ করিয়া যন্তৃবরকে পৃষ্ঠ
হইতে ভূমিতলে নিক্ষেপ করতঃ ভয়ানক চীৎকার
ও বৃংহিত করিতে করিতে রাজপথে উপস্থিত হই-
য়াছিল। "ঐ দুরন্ত হস্তী আসিতেছে," এই ব-
লিয়া গৃহপতি গণে শিশু সকলকে গৃহ মধ্যে আবদ্ধ
করিল। প্রাণ ভয়ে কেহ বৃক্ষে, কেহ বা ছাদে,
কেহ নগর প্রাচীরে আরোহণ করিল। অনন্তর
মত্ত মাতঙ্গ তড়াগতুল্য এই নগরে অবগাহন ক-
রতঃ কর দ্বারা এক সন্ন্যাসিকে আক্রমণ করিল।
করিবরের ভয়ে ভিক্ষু, দণ্ড কমণ্ডলু ছাড়িয়া
ভূমিশায়ী হইল। গজরাজ ভীত পরিব্রাজককে

আপন অপন সন্নিহিত ভয়ানক দন্তদ্বয়ের মধ্যভাগে নিক্ষেপ করিল, দেখিয়া সকলে, হা পরিব্রাজক! হা পরিব্রাজক! বলিয়া ভূয়োভূয়ঃ উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। বসন্তসেনা বিষাদ বাক্যে "কি প্রমাদ, কি প্রমাদ," এই কথা না বলিতে বলিতে কর্ণপূরক সগর্ব্ব বাক্যে বলিল। আর্য্যে! অনুতাপ করিওনা, তার পর কি হইল শুন. তদনন্তর বীরবর এই কর্ণপূরক শর্ম্মা, না না, তোমার অন্নজীবী এই দাস, লম্ফদিয়া করিস্কন্ধে উঠিয়া, পদদ্বয় তাহার কর্ণমূলে ঘষিতে ঘষিতে প্রমত্ত মাতঙ্গকে আপন বশে আনিল। পরিশেষে ভূধর শিখরোপম সেই বারণের দন্তমূলে শাণিতাঙ্কুশ প্রহার দ্বারা দন্তান্তরিত পরিব্রাজককে উদ্ধার করিল। বসন্তসেনা প্রফুল্ল বদনে বলিলেন, কর্ণপূরক! ভাল বীরত্ব প্রকাশ করিলে বটে। কর্ণপূরক পুর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণতর পুলকিতচিত্তে বলিতে লাগিল। আর্য্যে! তারপরেই বিষম ভারাক্রান্তা নৌকা যেমন একদিকে সহসা অনুস্থতা হয়, তেমনি এই নগরী, "সাধুরে কর্ণপূরক সাধু." অনবরত এই কথায় আমাকে ধন্য ধন্য বলিতে লাগিল। তদনন্তর কোন

মহাত্মা স্বীয় অঙ্গুলি প্রভৃতি অভরণ স্থান শূন্য দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করতঃ স্বহস্তস্থিত এই অপূর্ব্ব চিত্র-পট খানি আমাকে পুরস্কার দিলেন, এই বলিয়া কর্ণপূরক বসন্তসেনার হস্তে চিত্রফলক সমর্পণ করিয়া কহিল। দেখ আর্য্যে! ইহাতে কি লেখা আছে। বসন্তসেনা নিজ জীবিত সর্ব্বস্বের নামাঙ্কিত তদীয় প্রতিকৃতি বিলোকনে মোহিত ও বিস্মিত হইলেন, মদনিকা বলিল, কর্ণপূরক! এই চিত্র পট খানি আমার প্রিয় সখীর হস্তে থাকাতে কেমন অপূর্ব্ব শোভা বিকীর্ণ করিতেছে দেখ। কর্ণপূরক একথার কোন উত্তর না দিয়া নতবদন হইল। সুচতুরা বসন্তসেনা অমনি হস্তস্থিত কণককঙ্কন লইয়া ভৃত্যকে পারিতোষিক দিলেন। তখন কর্ণপূরক প্রসন্ন বদনে বলিল, মদনিকে! এখন এই চিত্রফলক ভর্ত্তৃদারিকার করগত কিরণে সমুজ্জ্বল দ্যুতিমত্তা ধরিল, এই বলিয়া প্রস্থান করিল। তদবধি যোষিৎ বৃন্দারিকা যুবতী চিত্তচোরের চিত্র মূর্ত্তি আপনার শয়ন গৃহে রাখিয়া ছিলেন, এবং নিত্য নিত্য সেই চিত্রিত প্রিয়দর্শনে নয়নযুগল ও মন সমর্পণ পূর্ব্বক দিন যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন।

এই রূপে কতিপয় দিন গত হইল। ঐনগরে শর্ব্বিলক নামা এক ব্রাহ্মণ কুমার সদ্বংশ সম্ভব হইয়াও প্রাক্তন দুষ্কৃতি বশতঃ চৌর্য্য বৃত্তিতে নিতান্ত অনুরক্ত ছিল। এক দিন নিশীথ সময়ে চারুদত্তের পুরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পৌরজন সুখ নিদ্রা প্রাপ্ত হইলে সন্ধি খনন করিয়া গৃহ মধ্যে উপস্থিত হইল। দেখিল, এক সুকুমার দ্বিজকুমার পর্য্যঙ্কোপরি শয়ান আছে। শর্ব্বিলক সুপ্তজন দর্শনে মনে মনে কল্পনা করিতে লাগিল। এব্যক্তি ব্যাজসুপ্ত, কি যথার্থ নিদ্রান্বিত হইয়াছে। যাহা হউক উহাকে ভয় দেখাইয়া পরীক্ষা করি। মনে মনে এই পরামর্শ স্থির করিয়া বিকট দন্তে মুখভঙ্গী এবং সানুনাসিক স্বরে শব্দোচ্চারণ করিয়া ভীতি প্রদর্শন করাইল। কিন্তু কোন মতেই সুপ্তজনকে জাগরিত বোধ করিতে পারিল না, সুরতাং মনে করিল, এব্যক্তি সত্যই সংজ্ঞাশূন্য হইয়া আছে বটে। যেহেতু নয়নদ্বয় গাঢ় নিমীলিত, প্রদীপের সাম্মুখ্য সত্ত্বেও নিশ্চল, এবং শয্যা প্রমাণাধিক সর্ব্বশরীরের সন্ধি সকল শিথিল দেখিতেছি, এই রূপে স্থির নিশ্চয় করিয়া গৃহের অভ্যন্তরে সুবর্ণ রজত ও মণিময় অ-

অন্বেষণও পাত্রাদি অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিন্তু অনুসন্ধান দ্বারা কোন স্থানে কিছুই না পাইয়া ভাবিল। হা, আমি আপন সমকক্ষ দুঃখিগৃহে না বুঝিয়া সন্ধি খনন করিলাম, হায়, সকল শ্রম ও আশয় বুঝি বিফল হইল। ইহা ভাবিয়া গৃহদ্বারের কবাট উদ্ঘাটন করিতেছে, ইত্যবসরে পর্য্যঙ্কশায়ী মৈত্রেয় স্বপ্নভাবে কহিলেন, প্রিয়বয়স্য! সম্প্রতি অলঙ্কার সকল তোমার নিকটে রাখ। দুষ্ট তস্কর সুপ্ত জনের এই আকস্মিক বাক্যে বিস্মিত হইয়া মনে করিল, এব্যক্তি কি আমাকে গৃহ প্রবিষ্ট জানিয়া স্বয়ং দরিদ্রতাজন্য উপহাস করিতেছে। অথবা প্রকৃতি-লঘু এপ্রযুক্ত দুঃস্বপ্ন দেখিতেছে। ইহা ভাবিয়া পল্যঙ্ক প্রান্তভাগে অবলোকন করিয়া দেখিল, সত্যই কতকগুলি ভূষণ প্রদীপ প্রভাতে প্রকাশিত হইতেছে। শর্ব্বিলক তদ্দর্শনে জিঘৃক্ষাপরবশ হইয়া দীপ নির্ব্বাণ করিল, এবং শনৈঃ শনৈঃ পাদ নিক্ষেপ করিয়া পর্য্যঙ্কের নিকটে দণ্ডায়মান হইল। মৈত্রেয় পুনর্ব্বার স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে কহিতে লাগিলেন। বয়স্য! সম্প্রতি এই ভূষণভার আপনার নিকটে রক্ষা কর। দুষ্ট তস্কর মৈত্রেয়

মুখে ভূয়োভূয়ঃ এই একাকার কথা শুনিয়া শঙ্কিত-চিত্তে সেই ভূষণ সকল অপহরণ পূর্ব্বক গৃহের বহির্গত হইল। ভাবিল, এই সকল অভরণ দ্বারা প্রেয়সী মদনিকাকে বিভূষিত করিয়া শ্রম সার্থক করিব। মৈত্রেয় স্বপ্ন দশায় দেখিলেন, যেন চারুদত্ত আসিয়া অলঙ্কার সকল লইয়া গেলেন।

শর্ব্বিলক এই রূপে চৌর্য্যবৃত্তি সমাধান করতঃ পলায়ন করিতেছে। ইত্যবসরে রদনিকা বাহিরে আসিয়া দেখিল, সন্ধিচ্ছেদ করিয়া তস্কর যাইতেছে, এই ভয়ানক ব্যাপার বিলোকনে রদনিকা ভয় বিস্ময়ে ব্যাকুল হইয়া মুক্তকণ্ঠে, হে আর্য্য মৈত্রেয়! গাত্রোত্থান কর, গৃহ হইতে চোর পলাইল, এই বাক্যে বারম্বার আহ্বান করিতে লাগিল। মৈত্রেয় সহসা রদনিকার কণ্ঠ বিনির্গত কথা শুনিয়া সত্বর-ভাবে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কাকুস্বরে কহিলেন, কি রদনিকে! গৃহে চৌরছেদ করিয়া সন্ধি পলাইল। রদনিকা কহিল, আর্য্য! সম্প্রতি পরিহাসের সময় নহে, অবিলম্বে গৃহের বহির্গত হও। মৈত্রেয় "কৈ কোথায় চোর কোন্ দিকে পলাইল" এই বলিয়া, দ্বারদেশের অভিমুখে আসিয়া দেখিলেন। গৃহ ক-

বাটি উদ্ঘাটিত আছে, এবং সূর্য্য মণ্ডল সদৃশ গো-লাকার সন্ধিস্থলে যেন চতুঃশালার হৃদয় প্রদেশ বিদীর্ণ ও স্ফুটিত হইয়া আছে। মৈত্রেয় তদ্দর্শনে হতাশ ও স্তব্ধ হইয়া " হাহতোস্মি হাহতোস্মি " বলিয়া কপালে করাঘাত করিতে লাগিল, এবং মুক্ত কণ্ঠে কহিতে লাগিল। হা বিধাতঃ! তোমার লীলা কি বিচিত্র, যে গৃহ মণিমুক্তা প্রবাল মালা মণ্ডিত থাকিয়া পরম রমণীয় ও কমনীয় কান্তি প্রকাশ করিত, সম্প্রতি তাহার শরীর মাত্র সজীব থাকিয়া পূর্ব্বসঞ্চিত বিবিধ অলঙ্কারে বঞ্চিত হইয়াছে, সুতরাং সে শোভা নাই সে নয়ন মনোমোহকর সৌন্দর্য্য নাই বলিয়া এই মহাগৃহ যেন দারুণ দুঃসহ শোকে আত্মঘাতী হইব বলিয়া প্রথমে হৃদয়কে বিদীর্ণ করিল। এই প্রকার কাতর নিনাদ ভূয়োভূয়ঃ আন্দোলিত হওয়াতে গুণাকর চারুদত্তের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। গুণ নিধান এই সকল ব্যাপার বিলোকনে বিষণ্ণ হইলেন না, বরং সহাস্য আস্যে বলিলেন। বয়স্য! তুমি নিতান্ত ব্যাকুলচিত্তে কেন এত বিষাদ ও কাতরতা প্রকাশ করিতেছ? মূর্খেরাই গতানুশোচনা করে, ভ্রমা-

স্ব জনেরাই শোকে মুহ্যমান হইয়া শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া থাকে, এবং আকাঙ্ক্ষাপরবশ ব্যক্তিরাই দুরাকাঙ্ক্ষ্য বিষয় সিদ্ধি বিরহে আপন অদৃষ্টের প্রতি নিন্দা করতঃ হাহাকার করিতে থাকে। অতএব তুমি ধীর ও শান্তস্বভাব হইয়া অতি সামান্য বিষয়েও কেন আক্ষেপ ও অনুতাপ করতঃ নেত্রনীরে স্নান করিতেছ? প্রিয়বয়স্যের মধুর ভাবে মৈত্রেয় মনকে সুস্থির ও নিশ্চিন্ত করিলেন। কহিলেন, বয়স্য! এই সন্ধি আগন্তুক, বা শিশিক্ষিষু জন কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে, অন্যথা অবন্তী নগরে আমাদিগের ইদানীন্তন ঐশ্বর্য্যের বিষয় কাহার অবিদিত আছে? চৌর চূড়ামণি এই রম্য অট্টালিকাময় পুর দর্শনে মনে করিয়াছিল কত প্রকার মণিমুক্তা রত্নময় দ্রব্য লাভ করিবে, কিন্তু তাহার সম্যক উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে। সম্প্রতি স্বজন সমীপে কিরূপে মুখ দেখাইবে, তাহাই ভাবিতেছি। এই বলিয়া বিষণ্ণভাবে ভাবিলেন, আমার নিকটে যে ভূষণ ভার ছিল কি হইল, পুনর্ব্বার অনুস্মরণ করিয়া কহিলেন, সখে! তুমি আমাকে সদাকাল বলিয়া থাক মৈত্রেয় মুর্খ, মৈত্রেয় অবিবে-

চক, এখন সেই অলঙ্কার সকল তোমার হস্তে স-মর্পণ করাতে আমার মূর্খতা ও অবিবেক শক্তি জন্য অপবাদ দূরে গেল। যদি গত রাত্রিতে অ-লঙ্কার সকল তোমার নিকটে না রাখিতাম তবে অনায়াসে দুষ্ট তস্করে হরণ করিত। চারুদত্ত ইহা রহস্য বোধে বলিলেন, সখে! স্বভাবতঃ উপহাস রসিক পুরুষেরা বিপত্তি কালেও আপন প্রকৃতির অনুযায়ি ব্যবহার করিয়া থাকে। সহজেই দানশীল ব্যক্তিরা আপনি বিপদ গ্রস্ত হইয়াও সাধ্যানুসারে পরোপকারে বিরত হয় না। গুণাকর সুধাকর স্বয়ং রাহুর করাল কবলের অন্তর্হিত হইয়াও মানবগ-ণকে পুণ্য রাশি বিতরণে কিছুমাত্র কৃপণতা করে-ন না। এই ক্ষণে তোমার কথায় আমার এই সকল বাক্যে গাঢ় ব্যুৎপত্তি জন্মিল।

মৈত্রেয় ইহাতে বিস্মিত ও শঙ্কিতচিত্তে কহিলেন, আমি মূর্খ বলিয়া কি পরিহাসের দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিতে পারি না। আ-পনিই বা কেন এরূপ অসম্বদ্ধ ও অসঙ্গত কথা কহিলেন। মনে করিয়া দেখুন দেখি, যৎকালে আমি মুহুর্মুহুঃ মুক্ত কণ্ঠে কহিলাম, বয়স্য! স-

প্রভৃতি এই ভূষণ ভার আপনকার সমীপে রক্ষা কর, তখন আপনি লইয়াছিলেন কি না, সয়াবাদি চারুদত্ত এই বাক্য শ্রবণ মাত্র বিষণ্ন বদনে বহুক্ষণ চিন্তা করিলেন। কৈ, কদাপি এপ্রকার অসম্ভব ঘটনা হয় নাই। অলঙ্কার সকল অপহৃত হইয়া থাকিবে, মনে মনে এই রূপ দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া কহিলেন, সখে! আমি অনুমান করি তুমি ভ্রান্তি বশতঃ আমার হস্তে অভরণ ন্যাস কথা কহিতেছ। ফলতঃ আমার বিশ্বাস হয়, নিশ্চয় সে ভূষণ চয় তস্করের করে গিয়া থাকিবে। যাহা হউক চোর আপন শ্রম সকল বোধ করিয়াছে। অতএব সে জন্য আর বৃথা চিন্তার প্রয়োজন কি? মৈত্রের একথায় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, বয়স্য! তোমার ঈদৃশী সদ্বিবেচনাই ধনপতি তুল্য অক্ষয় ঐশ্বর্য্য নাশের পক্ষপাতিনী হইয়াছে। গৃহগত দুষ্ট তস্কর যদি রিক্ত বা শূন্যহস্তে গমন করে, তাহাতেও যাহার অন্তঃকরণ নিতান্ত কাতর হয়, তাহার নিকটে একান্ত চঞ্চলা কমলা কি ক্ষণকালও স্থির হইতে পারেন? যাহা হউক, এখন বসন্তসেনার বিশ্বাসকৃত ন্যস্ত বস্তু যে একেবারে বিসর্জ্জিত হইল, ইহাতে তোমার চিত্তে

চিন্তার সঞ্চারও হয় না। বসন্তসেনার এই কথা শ্রবণ মাত্র চারুদত্ত একেবারে বিস্ময় এবং বিষাদ সমুদ্রে অবগাহন করিলেন। অনন্তর যেমন রজনী প্রভাত হইতেছে দেখিয়া গুণাকর নিশাকর আপন কমনীয় কান্তির হ্রাস বিলোকনে কাতর হইয়া একেবারে পাণ্ডুবর্ণ হইতে লাগিলেন। তেমনি কিরূপে বেশবালার ন্যাস-প্রতি-বিধান দ্বারা অক্ষয় ধর্ম্ম ও সম্মান সম্ভ্রম রক্ষা হইবে, এই অনুতাপ ও আক্ষেপ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে চারুদত্তেরও চন্দ্রাস্য মলিন হইতে লাগিল। রদনিকা ও মৈত্রেয় প্রভৃতি আর আর সকলে চন্দ্রিকা ও নক্ষত্র গণের সঙ্গে সঙ্গে যেন নিতান্ত কাতর হইয়া লোক সমাজে গোপন ভাবে থাকিতে বাসনা করিল। পক্ষি গণ গগন এবং মহীমণ্ডলে এককালে এই অলৌকিক আশ্চর্য্য চন্দ্রদ্বয়ের অস্তদশা দেখিয়া, কেহবা নূতন সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আনন্দভরে বিশ্বেশ্বরের অসীম ও অনন্ত মহিমা সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিল। কেহ কেহ এই অসম্ভব বিশ্বভাব দর্শনে অমঙ্গল বোধে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া মুক্তকণ্ঠে ধ্বনি করিতে লাগিল। ফলতঃ এই সময়ে যাহারা গুণাকরের

চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়াছিল তাহারা কলঙ্কাল জন্য চারুদত্তের উপমাশূন্য বদনের সহিত বোধ হয় শশধরের তুলনা করিয়া থাকিবে, কিন্তু অনুমান করি, সুধাকর মৃগ লাঞ্ছনের সহিত গুণাকর চারুদত্তের চারু মুখের সাদৃশ্য দেখিয়া অসম্ভাবিত উপমেয় ভাব দৃঢ় নিশ্চয় জ্ঞানে নিরানন্দ সলিলে ভাষিয়াছিল।

অনন্তর রদনিকা বিষণ্ণ বদনে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল এবং চারুদত্তের ধর্ম্ম-সীমন্তিনী মনোরমার গোচরে কাতর বচনে কহিল, আর্য্যে! বসন্তসেনা নামে বেশ বণিতা বিশ্বাস হেতু আমাদিগের গৃহে যে সকল অমূল্য অভরণ রাখিয়াছিল, নিদারুন তস্করে তাহাই হরণ করিয়াছে। পরম করুণাময়ী মনোরমা পরিচারিকা প্রমুখাৎ অকস্মাৎ এই বজ্রপাত সন্নিভ বাক্য শ্রবণে " রদনিকে! কি কহিলে," এই বলিয়া সহসা মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। রদনিকা সহসা মোহদশা দর্শনে দ্বিগুণতর দুঃখ সাগরে ভাষিতে লাগিল। অশ্রুজলে অবলিপ্ত হইয়া " আর্য্যে! স্থির হও, চিন্তা কি?" এই বাক্য বলিতে বলিতে তালবৃন্ত বীজন করিয়া গৃহ স্বামিনীকে সচৈতন্য করিতে তৎপর হইল। মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্বে সার্থবাহ ব-

ধূর্ত অপেক্ষাকৃত চেতনা জন্মিলে অল্পে অল্পে উঠিয়া বসিলেন এবং অশ্রুপূর্ণ ও কলুষিত নয়নে রোদন বদনে বলিলেন, সখি! সম্প্রতি আর্য্য পুত্র বিভবহীন হইয়াছেন বটে, কিন্তু এপর্য্যন্ত অবনীমণ্ডলে তাঁহার সম্মান সম্ভ্রম এবং সত্য পরায়ণতা প্রভৃতি সুচরিত গৌরবের বিন্দুপরিমাণও বিচলিত হয় নাই।

অধুনা অবন্তীপুরে অনেকে ইহাই মনে করিবে, দৈন্যতা বশতঃ আমার জীবিতেশ্বর গুণাকর, পরধন-বঞ্চন-বাসনা-বশম্বদ হইয়া ঈদৃশ অকার্য্যের অনুষ্ঠানে অনুরক্ত হইতেছে। হা বিধাতঃ! তুমি পদ্মপত্র পতিত জলবিন্দু তুল্য তরলতর নর ভাগ্যের সহিত কি অভিপ্রায়ে লীলা করিয়া থাক, বুঝিতে পারি না। যে জন বনপতি-সন্নিভ-পুরুবরাজের পত্নী ছিল, সম্প্রতি তাহার আর দীনহীন জায়ার ইতর বিশেষ বা তারতম্য নাই। যাহারা এত দুঃসহ দুঃখভার শিলাতল তুল্য দারুণ কঠিন হৃদয়ে বহন করিত, যাহারা কুলমান ধন সম্পত্তির প্রতি বৈরনির্য্যাতনবৎ ব্যবহার করতঃ কেবল একমাত্র অক্ষয়কীর্ত্তি জনিত সুখ্যাতি প্রসবিত তুলনা রহিত

ধর্ম্ম পথে বিচরণ করিতে বাসনা করিত, তাহাদের যে তাদৃশ মনোরথ সুসম্পন্ন না হয়, তাহা সামান্য দুরদৃষ্টের কার্য্য ও পরিমিত বাক্যের বর্ণনীয় নহে, এবং সাধারণ জনগণেরও বোধগম্য নহে। যে ব্যক্তি যাচকজনে প্রার্থনাতীত অর্থ দান করিয়া শত শত অধন মানবকে স্বধন সম্পত্তিতে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়াছেন, সেই নিষ্কলঙ্ক সুধাকর সুধাকর, আজ বুঝি বৃথাপবাদরূপ দুরপনেয় কলঙ্কে অঙ্কিত হইল। এইরূপে মুহুর্ম্মুহু মুক্তকণ্ঠে অনুলাপ ও বিলাপ করিতে লাগিলেন, রোদন জনিত অশ্রু জলে বক্ষস্থল ভাসিতে লাগিল। বোধ হয় নেত্রসঞ্চারি করুণাবারি অশ্রু ভাবে পরিণত হইয়া গুণবতী সতীর চিত্তক্ষেত্রকে যেন আশ্রয় করিল। রদনিকা প্রভৃতি পরিবার বর্গ অশেষ বিধ সান্ত্বনাবাক্যে বুঝাইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে মনোরমার হৃদয়স্থিত হৃতবস্ত্র জনিত দুঃসহ শোকানল নিরন্তর পতি নেত্রনীর বর্ষণে নির্ব্বাণ হইল। তখন গুণবতী সতী প্রিয় পতিকে আসন্ন অসম্ভ্রম হইতে উদ্ধার করিবার আশয়ে মাতৃলব্ধ মহামূল্য রত্নাবলী বসন্ত সেনার বিশ্বাস পুরস্কার হেতু সমর্পণ করিতে মনস্থ করি-

লেন, এবং মনে ভাবিলেন, আমার প্রাণকান্ত নিতান্ত শৌণ্ডীর স্বভাব সম্পন্ন, সুতরাং স্ত্রীধন গ্রহণে কোনমতেই অভিমত হইবেন না। অতএব জীবিতে-শ্বরের প্রিয়মিত্র মৈত্রেয় হস্তে ইহা সম্প্রদান করি। মনে মনে ইহা নিশ্চয় করিয়া দূতী দ্বারা মৈত্রেয়কে আহ্বান করিলেন। মৈত্রেয় বয়স্য বনিতার কথা-ক্রমে তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলে, মনো-রমা অতিমৃদুস্বরে কহিলেন।

আর্য্য! অদ্য আমি রত্নষষ্ঠী ব্রত করিয়াছি, ইহাতে সন্তানের কল্যাণার্থ সম্পত্তি অনুসারে ব্রাহ্মণকে কিছু দান করিতে হয়, অতএব আপনি আমার রোহ-সেনের মঙ্গল হেতু এই রত্নাবলী গ্রহণ করুন। মৈত্রেয় কর প্রসারণ করিয়া মহামূল্য রত্ন মালা গ্রহণ করিলেন এবং মনে মনে মনোরমার মহানুভাবতার বিষয়ে অগণ্য ধন্যবাদ করিতে করিতে বয়স্যের নিকটে উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, সখে! বসন্ত সেনার অলঙ্কার বিনিময়ে প্রতিপ্রদান হেতু এই রত্নাবলী গ্রহণ কর। গুণাকর প্রণয়িনী ভামিনীর কণ্ঠশোভা কর সেই অলঙ্কারে দৃষ্টি পাত মাত্র মুক্ত কণ্ঠে আক্ষেপ ও অনুতাপ করিতে লাগিলেন। বিশেষত এইভূষণ

মনোরমার মাতৃলব্ধ ধন বলিয়া দ্বিগুণতর শোক সাগর উথলিত ও আন্দোলিত হইতে লাগিল। কিন্তু মহাসত্ত্ব মহাত্মাগণ দুঃখ বা শোক উপস্থিত দেখিয়া একেবারে বিহ্বল ও মুহ্যমান হয়েননা, চারুদত্তের সেই সদ্গুণ এই সময়ে আপনাহইতে সাক্ষ্য প্রদান করিল। পরিশেষে তিনি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! মৈত্রেয় লোকে আমাকে কি নিমিত্ত দরিদ্র বলিয়া সম্বোধন করে বুঝিতে পারিনা। আমি অনুমান করি মাদৃশ সর্ব্বসুখ সম্পন্ন সদা সন্তোষপূর্ণ পুরুষ পৃথ্বীতলে অতিবিরল। দেখ, দরিদ্র দশাতে দুর্লভ যে সমুদায় বিষয়, তৎতৎ সমস্তই আমার বিদ্যমান বা জাজ্জল্যমান আছে। জায়া যদি বিভবানুসারে সুখ দুঃখ সহিষ্ণু হয়, তদপেক্ষা আর সন্তোষ কারণ কি আছে। সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী সুহৃদ ধর্ম্ম, তোমার দ্বারাই প্রতিপালিত হইতেছে এবং সত্য পথ হইতে অদ্যাপি মনকে বিচলিত হইতে দেখি নাই। অতএব আমি আর কেন বারম্বার ভ্রান্তি বশতঃ মহামোহের ও আশাপিশাচীর দাস ও অনুগত হইয়া অনর্থ অর্থনাশ জনিত শোকসাগরে মগ্ন হই। আমি

ভ্রমক্রমেও আর বিষয় বাসনা জনিত বৃথাব্যাপারে চিত্ত সমাধান করিবনা। সম্প্রতি অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করা বিধেয়। সখে! তুমি এই রত্না-বলী লইয়া, বসন্তসেনার সন্নিধানে গমন কর। তাঁ-হাকে আমার অনুনয় বাক্যে বলিবে। সুন্দরি! আমার বয়স্য পাশক্রীড়ায় আত্মবোধে আপনকার অলঙ্কার সকল পরাজিত হইয়াছেন। কিজানি তস্করে অপহরণ করিয়াছে শুনিয়া যদি তিনি ইহা গ্রহণ নাকরেন, তৎপ্রযুক্ত ছলক্রমে এই রূপ কথা-কহিবে। এবং আরও বলিবে, হে রুচির চরিত্রে! যদিও এই রত্নহার আপনকার নানাপ্রকার অল-ঙ্কার রাশির সদৃশ নহে তথাপি তদীয় অপূর্ব্ব ও সাদৃশ্যশূন্য বিশ্বাসের পুরস্কার স্বরূপ এই রত্নাবলী প্রেরণ করিয়াছেন। অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ কর এই কথা বলিয়া হার সমর্পণ করিবে; তিনি গ্রহণ নাকরিলে তুমি কদাচ প্রত্যাগমন করিওনা। দেখ সখে! ইহার কিছু মাত্র যেন অন্যথা নাহয়। এই সকল কথোপকথন সমাপ্ত হইলে, মৈত্রেয় বয়স্য-বচনে প্রসন্ন বদনে বসন্ত সেনার নিকেতনে তৎ-ক্ষণাৎ যাত্রা করিলেন।

এদিকে বসন্ত সেনা চারুদত্তের চিত্রমূর্ত্তির প্রতি চিত্ত সমাধান করিয়া অলোলনয়নে প্রাণেশ্বরের উপমাশূন্য রূপলাবণ্য নিরীক্ষণ করিতেছেন। ইত্যবসরে মদনিকা আসিয়া সহাস্যবদনে বলিল। প্রিয় সখি! তোমার চিত্তচোরের অনুরূপ চিত্রপটে চিত্রিত হইয়াছে। বসন্ত সেনা সস্মের মুখপদ্ম প্রকাশ পূর্ব্বক মধুর স্বরে উত্তর করিলেন। অয়ি চতুরমতিকে! তুমি ইহা কি রূপে বুঝিতে পারিলে। মদনিকা পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক সানন্দিত বদনে বলিল। ভর্তৃদারিকে! সম্প্রতি তোমার স্বভাব সুন্দর সুস্নিগ্ধ অলোল নয়ন দ্বয় চিত্রফলকে একান্ততঃ অনুরাগ প্রকাশ পূর্ব্বক মনের সহিত স্থিরভাবে অনুলগ্ন রহিয়াছে দেখিয়া আমার মনে উক্তভাবের উদয় হইল। ফলতঃ তৎকালে বেশবালার অন্তঃকরণ চারুদত্তের প্রতি এরূপ অনুরক্ত ও পক্ষপাত পরবশ হইয়াছিল, পূর্ব্বরাগ সমবেত স্মরদশা জনিত ঈদৃশ চিত্ত বিকার ঘটিয়াছিল, যে চারুদত্তের চিত্রমূর্ত্তিতে প্রকৃত জীবিতবৎ প্রাণেশ্বর যেন স্মিত বদনে সানুরাগ নয়নে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান আছেন, ও যেন পরস্পরের নবানুরাগ সম্ভব লজ্জা-

ভয় ও প্রীতি প্রবাহ প্রবল হইতেছে। সেই সময় সহসা মদনিকা তথায় উপস্থিত হওয়াতে প্রবল বেগ প্রবহমান সলিল পুঞ্জ যেমন পথি মধ্যে গিরি-মূলে আবদ্ধ হইয়া আত্ম গতিভঙ্গ করে, বসন্তসেনাও সেই রূপ প্রাণ প্রিয়তমের প্রতি একান্ত আসক্ত ও অনুরাগসঙ্গিত নেত্রভঙ্গী চিত্র ফলক হইতে আকর্ষণ করিয়া কহিলেন, সখি মদনিকে! আমি সেই গুণাকরে প্রাণ মন সম্প্রদান করিয়াছি বলিয়া সহচরী সকলে কি উপহাস করিয়া থাকে? মদনিকা চকিতচিত্তে কহিল। প্রিয়সখি! সহচরী সকল প্রিয়-বয়স্যারই চিত্তানুবর্ত্তী হইয়া থাকে। তোমার সঙ্গিনীগণ কিরূপে তোমার অভিপ্রেত বিষয়ে অন্যথা ভাবিতে পারে। অয়ি প্রজ্ঞাবতি! মধুকরীরা কি কখন মাধবী লতার মূলচ্ছেদে অনিলতা ধরিতে মনস্থ করে। উভয়ের এইরূপ রহস্যকথা সমাপনান্তে বসন্ত সেনা কহিলেন, মদনিকে! এই চিত্রপটখানি আমার পল্যঙ্কশয্যায় রাখিয়া অবিলম্বে তুমি তাল-বৃন্ত লইয়া আইস। মদনিকা তৎক্ষণাৎ বসন্ত সেনার চিত্রফলক লইয়া শয়ন মন্দিরে গমন করিল এবং অচিরাৎ সেই চিত্রপট তথায় রাখিয়া তালবৃন্ত

হস্তে সখীর সমীপে আসিতেছে, ইত্যবসরে শর্ব্বিলক মদনিকার প্রণয় পাশে বদ্ধহেতু সার্থবাহ নিকেতনে গতরজনীতে তস্করতা সম্পাদন পূর্ব্বক প্রাণেশ্বরীর সহিত সাক্ষাৎ বাসনায় সে স্থানে আসিয়া উপগত হইল। দেখিল, মদনিকা তালবৃন্ত হস্তে করিয়া গৃহহইতে গৃহান্তরে যাইতেছে। শর্ব্বিলক সেই সময় নিজ প্রণয়িনীর মোহিনী মূর্ত্তি বিলোকনে মনে মনে বিতর্ক করিতে লাগিল। আহা! এই কাঞ্চনময়কান্তি সমুজ্জল নিতম্ব, ভ্রূভঙ্গ সঙ্গিত ও নয়নেন্দীবর বিনিঃসৃত কটাক্ষচ্ছটা, এবং মুক্তাফল তুলিত দন্তাবলীবিকাশি হাস্য সন্দর্শনে তরুণ বয়স্কযুবা হইয়া আমিত মোহিত হইতেই পারি। অশীতিবয়া জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্ম পরায়ণ প্রাচীন জনেও যদি এই নিরুপমা মনোরমা কামিনীর কমনীয় কান্তিময় কলেবর অনুপম সৌন্দর্য্য জনিত ভাবভঙ্গী কখন একবার প্রতিকৃতিতেও বিলোকন করে, বোধ হয় তাহাহইলে আমার মত শত শত অসৎ কার্য্য সাধনে অনুরক্ত চিরকাল স্থির ভাবে এই প্রমদার পদানত থাকে। মনে মনে শর্ব্বিলক এবম্বিধ কল্পনা করিতেছে, এমন সময়ে মদনিকার নেত্র

যুগল শার্দ্দলকের উপরি নিক্ষিপ্ত হইল, দেখিল যেন নিশাবসানে গত দীধিতি ও পাণ্ডু শরীর চন্দ্রমাগমমান শর্ব্বিলক দণ্ডায়মান আছে। মদনিকা অসময়ে সহসা প্রাণেশ্বরের আগমন হেতু নাজানিয়া ব্যাকুল ও আনন্দিত মনে নিকটে গিয়া স্বাগত জিজ্ঞাসা করিল।

এদিকে বসন্ত সেনা সহচরীর আসিতে বিলম্ব বোধে তথ্যানুসন্ধানার্থ বাতায়ন প্রদেশে আসিয়া দেখিলেন। মদনিকা কোন পুরুষের সহিত যেন কি মন্ত্রণা করিতেছে। এই অসম্ভাবিত ব্যবহার বিলোকনে মনে করিলেন, ইহারা যখন নিশ্চল ও সানুরাগনয়নে অন্যোন্যে অবলোকন করিতেছে এবং সসম্ভ্রমভাবে স্মেরবদনে মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছে, ইহাতে অনুমান করি পরস্পর প্রণয় বা অনুরাগ থাকিতে পারে। আহা! উভয়ে মুহূর্ত্তকাল মনের কথা প্রকাশ করুক, বিধাতা-করুন কাহার যেন প্রীতিবিচ্ছেদ নাহয়। অতএব আমি এখন মদনিকাকে আকারণা করিবনা, ইহা বিবেচনা করিয়া কৌতুক দর্শন বাসনায় গবাক্ষ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন। এদিকে শর্ব্বিলক

সাশঙ্কভাবে দশদিক্ নিরীক্ষণ করত কহিল, মদ-
নিকে গতনিশাযোগে তোমার জন্য অত্যন্ত সাহসের
কর্ম্ম করিয়াছি। এস্থল যদি বিরল হয় আর তুমি
যদি কোন কথা প্রকাশ নাকর তবে কহিতে পারি।
মদনিকা প্রণয়ের্ষ্যাঘটিত বাক্যে বলিল, নাথ ! যাহার
প্রতি জীবন যৌবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়াছি তা-
হার কোন রহস্য কথা কি জীবিত থাকিতে আমার
মুখ হইতে ভ্রমক্রমেও প্রকাশিত হইতে পারে, হা !
যে ব্যক্তির পদে পদে এত সন্দেহ তাহার প্রতি প্রাণ
মন কুল শীল সমর্পণ করা অত্যন্ত অবোধের কার্য্য।
শর্ব্বিলক প্রিয়তমার বিশ্বাস বাক্যে হৃষ্ট হইয়া
কহিল। প্রিয়ে ! গতযামিনীতে তোমার নিমিত্তে নানা-
প্রকার অভরণ অপহরণ করিয়া আনিয়াছি। বিশেষ
পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলাম এই সকল অভরণ
যেন তোমার অঙ্গপ্রমাণেই নির্ম্মিত হইয়াছে। দেখ-
দেখি মনোমত হয় কিনা। এই বলিয়া সেই ভূষণ
সকল মদনিকার হস্তে সম্প্রদান করিল। মদনিকা
অভরণ দেখিয়া মনে করিল আমি পূর্ব্বে যেন
কখন এইরূপ অলঙ্কার সকল দেখিয়াছিলাম।
যাহাহউক জীবিতেশ্বরকে জিজ্ঞাসাকরিলেই জা-

নিতে পারিব । মনে মনে এইরূপ বিতর্ক করিয়া কহিল, হে প্রাণ প্রিয়! তুমি কোথা হইতে এই সকল মহামূল্য অলঙ্কার আনিয়াছ ? শর্ব্বিলক বলিল, প্রাণেশ্বরি ! প্রভাতে কিম্বদন্তী দ্বারা শ্রুত হইল, শ্রেষ্ঠি চত্বরে চারুদত্তনামা এক সার্থবাহ আছেন, গত-রাত্রিতে তাঁহারই গৃহে সন্ধি হইয়াছে। কিন্তু এপর্য্যন্ত চোরের অনুসন্ধান হয় নাই, আমি সেবিষয়ের নিদান কারণ, ইহা কেবল তুমি জানিলে দেখিও যেন আর কাহারও নিকটে ব্যক্ত হয়না। বসন্ত সেনা বাতায়ন-দেশে দণ্ডায়মান থাকিয়া উভয়ের এই সকল রহস্য কথা শুনিয়া চমকিত ও বিস্মিত চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। হা ! বিধাতা প্রতিকূল হইলে সকলই বিপরীত হয় । যেমন বিধু যদি প্রতিকূলাচরণ করেন তাহা হইলে পতনোন্মুখ দিবাকর সহস্র কর সত্ত্বে নিরবলম্ব হয়েন। তেমনি বিধি প্রতিকূল হইলে আসন্নপাত মনুষ্যের সহস্র কর থাকিলেও নিরাশ্রয় হইতে হয়। অতএব দুরবস্থা দেবীর কি বিচিত্র লীলা ?. যাহার প্রতি একবার কৃপাদৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার আর কোন প্রকারে নিস্তার নাই। যে ব্যক্তি ন্যায়োপার্জ্জিত ধনে জীবন যাপন করত জগতী-

পুরে পরম প্রতিষ্ঠা ভাজন হইয়া থাকে, নিদারুণ পাপিষ্ঠ নিষ্ঠুর পুরুষেরা তাহারই অপকারে অনুরক্ত হয়! হা এই দুরাত্মা ব্রাহ্মণ পুত্র অর্থলালসাবশম্বদ হইয়া আমার যদি জীবন সর্ব্বস্বের সদনে কোন জনের প্রাণবিনাশ করিয়া থাকে নাজানি তবে কি বিষম উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে। এই রূপে মুহু মুহু অনুতাপ ও আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

মদনিকা অতি প্রভুপরায়ণা ছিল, সুতরাং আপন প্রাণবল্লভের কুব্যবহার কথা শ্রবণে নিরানন্দনীরে ও অসন্তোষ সাগরে অবগাহন করত শর্ব্বিলককে অশেষ প্রকার তিরস্কার করিতে লাগিল। অরে প্রমদা-প্রেমপরবশ নিষ্ঠুর! তুমি এতাদৃশ অকার্য্য সাধনে আসক্ত হইয়া গুণাকর চারুদত্তকে কি জন্য বিষাদ সাগরে নিমগ্ন করিলে? কি জন্যই বা ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া চণ্ডাল সমান আচরণ করিতে অনুরক্ত হইলে? হা! বিধাতা ঈদৃশ মাংস পিণ্ড সমান মানবগণের সৃষ্টিকরিয়া কেবল বসুন্ধরার ভার গৌরব করিয়াছেন। যাহাদিগের কার্য্যাকার্য্য বিবেক নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই, ইন্দ্রিয়

সুখে বিরতি নাই, তাহারা আর পুচ্ছ বিষাণ শূন্য পশু সকলে তারতম্য কি আছে? এইকথা বলিতে বলিতে রোদন করিতে লাগিল। শর্ব্বিলক এই অসম্ভাবিত ভাব দর্শনে অসূয়া পরবশ হইয়া মুক্ত কণ্ঠে বারম্বার কহিতে লাগিল, হা! আমি সদ্বংশ-সম্ভব দ্বিজ রাজ তনয় হইয়া কামিনীর কৃত্রিম প্রেম অনুরাগ হেতু যাহার জন্য অসৎ কার্য্যানুষ্ঠানেও প্রবৃত্ত হইলাম, যাহার কারণ কুল শীল, মান, সম্ভ্রম, ও গুরুগঞ্জনায় একেবারে জলাঞ্জলি দিলাম, যাহার নিমিত্তে সত্য, ধর্ম্ম, দয়া তিতিক্ষা, উপরতি, প্রভৃতি সাত্ত্বিক পথে কণ্টক দিতে বাধ্য হইলাম, সে ব্যক্তি মাদৃশ পরমপ্রিয় জনের অনুগত নাহইয়া অপর উদা-সীন লোকের নিমিত্তে অনুতাপ করিতেছে। নাহবে কেন, চারুদত্তের তুলনাশূন্য রূপলাবণ্য বিলোকনে বুঝি তাহার সহিত কোন আন্তরিক সম্বন্ধ ঘটিয়া থাকিবে। হা, স্ত্রী ও শ্রীতে যাহারা বিশ্বাস করে তাহাদের সমান নরাধম বর্ব্বর মনুষ্য আর কেহই নাই। কামিনীরা অর্থ হেতু কখন হাস্য কখন বা রো-দন করে। এবং স্বয়ং বিশ্বাস নাকরিয়া পুরুষের বিশ্বাস ভাজন হয়। অধিক কি পুরুষ যদি ধ

হীন হয়, তবে তাহাকে নিপীড়িত অলক্তের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া থাকে। সহজচঞ্চলা কমলার মত কুলটারা পুংযোগ বাসনায় পতির অন্তিকে থাকিয়াও ছল ক্রমে অন্য নায়ককে নিরীক্ষণ করে। অতএব কেহ যেন আমার মত ভ্রমান্ধ ও মুগ্ধ হইয়া অবিশ্বস্তা বনিতা জাতির সংস্রবও করে না। শ্মশান জাত কুসুমসম নারী কলেবর স্পর্শ করিলেও পাপ সঞ্চার হয়। এই কথা বলিয়া প্রস্থানে উদ্যত হইল। মদনিকা প্রথমতঃ ক্রোধভরে অনেক কটু বাক্য কহিয়াছিল বটে, কিন্তু বিশুদ্ধ প্রীতির কি চমৎকার ব্যাপার। সম্প্রতি শর্ব্বিলককে রাগ প্রকাশ পূর্ব্বক গমনোদ্যত দেখিয়া আর ক্ষণকাল জন্য রোষ পরবশ হইয়া থাকিতে পারিল না। পরিশেষে সহাস্য আস্যে ও সুমধুর ভাষে প্রাণকান্তের কর ধারণ করিয়া আপন অন্তিকে বসাইল, এবং কহিল, নাথ! আমি কি ক্রোধ করিয়া তোমার মনে কোন বেদনা দিতে বাসনা করি? সে জন্য তুমি কেন এত বিষণ্ণ হইতেছ। সম্প্রতি যাহা ভাবিতেছি প্রণিহিত মনে অবধান কর। কতিপয় দিন অতীত হইল, আমার প্রিয়সখী ভর্ত্তৃদারিকা বসন্তসেনা ঘটনা

ক্রমে চারুদত্তের নিকেতনে গমন করিয়া এই সকল অলঙ্কার রাখিয়া আসিয়াছিলেন। গুণাকর চারুদত্তও আপন ভবনে ইহা অতিশয় যত্ন সহকারে রক্ষা করিতেন। কিন্তু এক্ষণে তুমি অজ্ঞানতা হেতু এই সকল মহামূল্য বস্তু হরণ করাতে সেই মহাত্মা সম্প্রতি ধন হীন সুতরাং বসন্তসেনার ন্যাস প্রতিবিধানে সক্ষম হইবেন না। অতএব তাঁহাদিগের পরস্পরের পূর্ব্বরাগ ও নবীন প্রেমের সঞ্চারকারী এই আভরণ সকল হস্তান্তরিত হওয়াতে বোধ হয়, তাঁহাদিগের পবিত্র প্রেম বদ্ধমূল না হইতেই প্রথমেই বিচ্ছেদ হয়। এই ভয়াবহ ঘটনা উদয়োন্মুখ হইয়াছে বলিয়া আমার চিত্ত নিতান্ত চিন্তিত ও দুঃখিত হইতেছে। শর্ব্বিলক তখন মদনিকার কথার তাৎপর্য্য ও সারমর্ম্ম বুঝিয়া ক্রোধ সম্বরণ করিল,এবং মনে মনে আত্মাকে অশেষবিধ ধিক্কার ও তিরস্কার করিতে লাগিল। পরিশেষে কাতর বচনে কহিল, মদনিকে! আমি ভ্রান্তি বশতঃ যে অসৎ অনুষ্ঠান করিয়াছি, তুমি তৎবিষয়ের সুযুক্তি স্থির কর। দেখ,স্ত্রী লোকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব স্বভাব সিদ্ধ। আর পুরুষ সকল নানা শাস্ত্রালোচনা এবং

সজ্জন সংসর্গে থাকিয়া নানা রূপ উপদেশ বাক্য শুনিয়া দূরদর্শী ও বিবেচক হইয়া থাকে। অতএব এবিষয়ে সৎপরামর্শ কি? এবং কি করিলে ধর্ম্ম রক্ষা হয় ও পরাপকার পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, তুমিই তাহার স্থির নিশ্চয় কর। মদনিকা একথায় সানন্দচিত্তে কহিতে লাগিল, নাথ! আমার বিবেচনানুসারে এই সকল আভরণ চারুদত্ত সন্নিধানে প্রতিপ্রদান করা বিধেয় বোধ হয়। যেমন চন্দ্রমা হইতে আতপ উৎপত্তি, নবনীরদ হইতে অগ্নিবৃষ্টি এবং বিধাতা হইতে পক্ষপাত সৃষ্টির আশঙ্কা নাই, তেমনি গুণাকর চারুদত্ত এই অপরাধ হেতু কদাপি তোমাকে রাজ দ্বারে দণ্ডী করিবেন না। পক্ষান্তরে যদি তোমার এবিষয়ে লজ্জা বা ভয় বোধ হয় তবে এই রূপ কর। দেখ, তুমি যেন চারুদত্তের প্রেরিত লোক, এই ভান করিয়া কৌশল ক্রমে বসন্তসেনার নিকটে গিয়া এই সকল আভরণ সমর্পণ কর। এপ্রকার করিলে আমার প্রিয় সখীর কোন হানি হইবে না, তুমিও দুষ্কর্ম্ম জনিত দুষ্কৃতি হইতে বিনা আয়াসে মুক্ত হইতে পারিবে। এই দ্বিবিধ উপায়ের মধ্যে তোমার বিবেচনাতে যাহা সঙ্গত ও

মনোমত হয় তাহাই কর। শর্ব্বিলক শেষোক্ত পরামর্শে সম্মত হইল। মদনিকা তাহাকে সেই স্থানে থাকিতে অনুরোধ করিয়া অগ্রে আপনি তালবৃন্ত লইয়া প্রিয়সখী সমীপে গমন করিতে লাগিল।

গুণবতী বসন্তসেনা গবাক্ষ দ্বারে অবস্থিতি পূর্ব্বক উভয়ের কথোপকথন ঘটিত আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া আশ্চর্য্য ও আহ্লাদ সমুদ্রে ভাষিতে লাগিলেন। এবং মনে মনে মদনিকার প্রভু পরায়ণতা ও উভয়ের প্রগাঢ় প্রীতির বিষয়ে বারম্বার প্রশংসা ও ধন্যবাদ করিতে করিতে স্বস্থানে গিয়া বসিয়া রহিলেন।

অনন্তর মদনিকা আসিয়া সহাস্য বদনে বসন্তসেনার গোচরে নিবেদন করিল। আর্য্যে! দেখিলাম, সার্থবাহ কুমারের সন্নিধি হইতে এক বিপ্রকুমার আসিয়া দ্বার দেশে দণ্ডায়মান আছে। বসন্তসেনা এ কথায় বদন কমলে নিঃসৃতপ্রায় হাস্য রাশি সম্বরণ করিয়া কহিলেন। সখি! আমার প্রিয়তমের প্রেরিত লোক তুমি দেখিয়া কিরূপে জানিতে পারিলে? মদনিকা প্রিয়সখীর ব্যঙ্গ বাক্যে সঙ্কিতচিত্তে বিবেচনা করিল, সুচতুরা ভর্ত্তৃদারিকা

বুঝি কোন সূত্রে আমাদিগের গোপনীয় ব্যবহা-রের কোন সঞ্চার পাইয়াছেন। অন্যথা এরূপ পরিহাস উক্তি কেন করিলেন। যাহা হউক আর গোপন করিয়া কি হইবে, আদ্যোপান্ত অ-বিকল বৃত্তান্ত বিস্তারিত রূপে নিবেদন করি। ভ-স্মাচ্ছন্ন বহ্নি তুল্য মিথ্যা কথন গোপন করিয়া রাখা যায় না, এবিষয়ে যদি অনুযোজ্য হই, ভাবিয়াছি গুণবতীর অসাধারণ দয়া শক্তি আ-মার পক্ষে সহায়তা করিবে। আবার মনে করিলেন, প্রাণেশ্বরের সমীপে স্বীকার করিয়াছি, এসকল কথা কাহার নিকটে ব্যক্ত করিব না। অ-তএব প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ও প্রিয়তমের চিত্তভঙ্গ উভয়ই একেবারে আমাকে পরাস্ত করিবে। সুতরাং সেই মত কহিতে হইল। মনে মনে এই রূপ নিশ্চয় করিয়া কহিল, প্রিরসখী! আত্মীয় জনে ও গুণাকরের লোকে ইতর বিশেষ বা তারতম্য কি আছে? আমি আকার ও ভাবভঙ্গী দেখিয়া অনুমান করিয়া এরূপ কহিলাম, সম্প্রতি তোমার অনুমতি হয় তিনি আসিয়া আপন পরিচয় নিবেদন করেন। বসন্ত-সেনা কুতূহলাক্রান্ত মনে আন্তরিক হাস্যের সহিত

বলিলেন, সখি! অবিলম্বে তাহাকে আমার নিকটে আসিতে বল, মদনিকা তৎক্ষণাৎ প্রত্যাগতা হইয়া শর্ব্বিলক সঙ্গে বসন্তসেনার সন্নিধানে আগমন করিল। ভীতমতি চঞ্চল নেত্র ক্ষুব্ধ ও অপ্রসন্নাস্য শর্ব্বিলক সশঙ্ক বাক্যে নিবেদন করিল, আর্য্যে! সার্থবাহের নিজ নিকেতন শূন্য ও চিরন্তন এজন্য আপনকার ন্যস্ত অলঙ্কার সকল আমার দ্বারা প্রদান করিয়াছেন গ্রহণ কর। এই কথা বলিয়া সত্বর ভাবে প্রস্থানে উদ্যোগী হওয়াতে বসন্তসেনা সস্মের বদনে বলিলেন, আর্য্য! আমিও তাহার সম্মানার্থে কোন বস্তু প্রেরণ করিব; অতএব তুমি কিয়ৎকাল স্থির হইয়া লইয়া যাও। শর্ব্বিলক এই বাক্য শুনিয়া মনে করিল, সম্প্রতি বিষম বিপদ উপস্থিত। আমি কি প্রকারে অপরিচিত চারুদত্তের সহিত সাক্ষাৎ করিব। এই রূপ নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে বসন্তসেনার অভিমুখে দণ্ডায়মান রহিল। বসন্ত সেনা হাস্য বদনে বলিলেন, মহাশয়! আমার প্রিয় বল্লভের সহিত এই রূপ কথা আছে, যে ব্যক্তি এই সকল অলঙ্কার ভার একেবারে আমার হস্তে সমর্পণ করিবে, আমি তা-

হার সহিত এই সুন্দরী সহচরীর যৌবন সুখাস্বাদন জন্য পরিণয় কার্য্য সমাধান করিব। এই কথা প্রকাশিত না হইতে হইতে শর্ব্বিলক চতুরা বেশবালার মনোগত ভাব বিশেষ পর্য্যালোচনা না করিয়া অবিরত আত্ম কর্ম্মের প্রতি নিন্দা করিতে লাগিল। অনন্তর আপন অপরাধ মোচন মানসে বসন্তসেনার পদতলে শরীর সমর্পণ পূর্ব্বক রোদন বদনে বলিল। আর্য্যে! আমাকে ক্ষমা কর। তুমি কত শত অপরাধি ব্যক্তির শত শত দোষ মার্জ্জনা করত অবন্তিনগরে অক্ষয় ও অনন্ত কীর্ত্তি সন্ততি বিস্তার করিতেছ। আমি অজ্ঞান সুতরাং মোহপরবশ হইয়া যে অপরাধ করিয়াছি। তোমার অপার কৃপাভিন্ন আর কে আমাকে সে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিবে। হে করুণাময়ি কাতর বৎসলে! এই নিতান্ত কাতর ও একান্ত শরণাগত জনের প্রতি কৃপা কটাক্ষে দৃষ্টি না করিলে আমি এই দণ্ডেই আপনার সাক্ষাতে জীবন ধন বিসর্জ্জন করিব। তারস্বরে বারম্বার এই কথা বলিতে বলিতে অশ্রুকলুষিত নয়নে বসন্তসেনার মুখ সুধাকর পানে এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া রহিল। লোচন যু-

গল বিগলিত জল ধারার সহিত তাহার লজ্জা ভয় মান মর্য্যাদা বিচলিত হইল। বসন্তসেনার স্বভাব সহজেই পরদুঃখ কাতর। তাহাতে আবার ঈদৃশ ন্যায় পরায়ণ অবোধ ও মূর্খ জনের অবিশ্রান্ত দুঃখোক্তিতে অবশ্যই তাঁহার সরল মন আর্দ্র হইতে পারে। পরিশেষে সস্মিত ও কাতর বদনে বলিলেন, হে প্রভুপরায়ণ! আমি তোমাদিগের অলোক সামান্য এবং উপমা শূন্য সাধু ব্যবহার বিলোকনে উভয়ের প্রতি সাতিশয় প্রীতিপর ও পরিতুষ্ট হইয়াছি সম্প্রতি আমি অভিলাষ করি তুমি মদনিকাকে লইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে থাক। মদনিকা এই কথা শুনিবামাত্র একেবারে চিন্তা ও দুঃখময় সাগরে, বিষাদময় পঙ্কে, এবং শোকময় হ্রদে নিমগ্ন হইল। এবং মুহুর্মুহু মুক্ত কণ্ঠে বিলাপ করিতে করিতে বলিল। অয়ি প্রিয়সখি! আমার অদৃষ্টে কি বিধাতা ইহাই লিখিয়া ছিলেন, যাহা জ্ঞানাবচ্ছিন্নে জানিনা, স্বপ্নেও মনে ছিল না, ভ্রান্তিক্রমেও ভাবিতাম না, অদ্য সেই প্রিয় সখীর সঙ্গ বিরহিত হইয়া বনবাসিনীর ন্যায় কোথায় যাইব। আমি বহুকাল হইতে তোমার আশ্রয়ে প্রতিপা-

লিত হইতে ছিলাম। শৈশব দশা হইতে সতত ছায়া সমান তোমার সহচরী ভাবে সেবা করিতাম। তুমিও আমাকে সখীর ন্যায় সহোদরার ন্যায় পরম প্রেম দায়িনীর ন্যায় জ্ঞান করিতে। ভাগ্য দোষে আমি কি সেই সমুদায় অনুকম্পা হইতে একেবারে বঞ্চিত হইলাম। বসন্তসেনা সখীর কাতর কথায় বিস্মিত ও অসন্তুষ্টচিত্তে বলিলেন, অয়ি শোকাকুল হৃদয়ে বিচারবর্জ্জিতে! তুমি কি দুঃখে আপন অদৃষ্টকে নিতান্ত হতভাগ্য বোধে বারম্বার নিন্দা করিতেছ। আমি যে অভিপ্রায়ে এই রূপ বলিলাম অবহিত মনে শ্রবণ কর, দেখ সখি! পরাধীন জনের মানস যথার্থ দাম্পত্য সুখ সম্ভোগে সমর্থ হয় না, তুমি বহুকাল আমার সেবাতে আবদ্ধ থাকিয়া মানব জন্মের সাফল্য সম্পন্ন করিতে পার নাই, এজন্য আমি পরিতুষ্ট হইয়া অদ্যাবধি তোমার দাসত্ব মোচন করিলাম। পূর্ব্বাপর যে প্রকার প্রীতি এবং স্নেহ সহকারে তোমাকে আমি যত্ন ও প্রতিপালন করিতাম, এক্ষণে তাহার বিন্দুমাত্র বিচলিত হইবে না। সম্প্রতি তোমার প্রাণেশ্বর সদনে হৃষ্ট মনে সময় সম্বরণ কর। এই রূপ নানা প্রকার

আশ্বাস বাক্যে বুঝাইতে লাগিলেন। অনন্তর শর্ব্বিলক বসন্তসেনা সন্নিধি হইতে বিনয় বচনে বিদায় লইয়া বাঞ্ছিত ফল স্বরূপ মদনিকার সঙ্গে নিজ গৃহে গমন করিল।

এদিকে মৈত্রেয় রত্নাবলী লইয়া বসন্তসেনার নিকেতনে উপস্থিত হইলেন। বসন্তসেনা মদনিকাকে বিদায় করিয়া বিষণ্ণ বদনে বসিয়া আছেন, ইত্যবসরে চিত্রলেখা নামে সৈরিন্ধ্রী আসিয়া বলিল, আর্য্যে! চারুদত্ত প্রেরিত এক ব্রাহ্মণ কুমার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন। বসন্তসেনা এই বাক্য শ্রবণমাত্র সাতিশয় সানন্দ মনে তদ্দিনের সাফল্য জ্ঞান করিলেন, এবং কহিলেন চিত্রলেখে! তুমি অবিলম্বে সমাদর করিয়া তাঁহাকে আমার নিকটে লইয়া আইস। চিত্রলেখা অচিরাৎ পুরদ্বারে প্রত্যাগত হইল। পরে মৈত্রেয়কে পুরঃসর করিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশে একে একে আরামের অনুপম রমণীয়তা দেখাইতে দেখাইতে পুরমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। মৈত্রেয় হর্ষোৎফুল্ল এবং অলোল লোচনে দেখিলেন। কোন স্থানে নানা জাতীয় কুসুমতরু বিকসিত পুষ্প পুঞ্জে সুশোভিত

গুঞ্জ গুঞ্জ রব কর মধুলুব্ধ মধুকর নিকরে পরিবে-
ষ্টিত। মল্লিকা প্রভৃতি প্রসূন সৌরভে চতুর্দ্দিক্
আমোদিত। কোন স্থানে কোকিল কপোত শুক
শারিকাদি বিহঙ্গ গণে পৌরজনের মন হরিতেছে।
ময়ূর সকল যেন মণি বিচিত্রিত পক্ষ বিক্ষেপ ক-
রিয়া শত শত শশধরের সুশমা হরিতেছে, কোন
স্থলে বীণাদি বিবিধ বাদ্য যন্ত্রোত্থিত সন্তত তত
ধ্বনি শ্রবণে পৌরজন যে যাহাতে চিত্ত সমাধান
করিয়াছে তাহা হইতে আর বিন্দু মাত্র বিচলিত
না হইয়া স্থির ভাবে দণ্ডায়মান আছে। নর্ত্তকীর
নৃত্যে গাথকীর সঙ্গীতে এবং বাদ্যযন্ত্র পরিচালকের
অনবদ্য বাদ্যে দর্শক ও শ্রোতৃবর্গ একেবারে যেন
মোহিত হইয়াছে। এই প্রকার চমৎকার ব্যা-
পার সকল বিলোকন করিতে করিতে মৈত্রেয় আ-
সিয়া বসন্তসেনার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

বেশ বালা প্রিয়তম প্রেরিত পুরুষ বিলোকনে
সীমা শূন্য, বাক্যাতীত এবং উপমারহিত সন্তোষ
সমুদ্রে অবগাহন করিলেন। এবং সমুচিত সম্বোধন
পূর্ব্বক মৈত্রেয়ের স্বাগত এবং জীবিতেশ্বরের শিব
সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন। পরিশেষে আপন

প্রয়োজন জিজ্ঞাসিত হইলে মৈত্রেয় কহিলেন। সুন্দরি! আমার প্রিয় বয়স্য পাশক্রীড়াতে আসক্ত হইয়া আত্ম জ্ঞানে আপনার সেই অলঙ্কার সকল পরাজিত হইয়াছেন। অতএব তাহারই বিনিময়ে এই রত্নাবলী পাঠাইয়াছেন, অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ কর। বসন্তসেনা তৎকালে আর অলঙ্কার প্রাপ্তি সমাচার প্রকাশ না করিয়া হাসিতে হাসিতে সৌহৃদ্যের হার পরম প্রীতির পুষ্পমালা এবং সীমাশূন্য সন্তোষের অতুল্য মাল্য জ্ঞান করিয়া সেই রত্নাবলী আপনার কণ্ঠদেশে ধারণ করিলেন। এবং মনে করিলেন, কি আশ্চর্য্য কুসুম শূন্য সহকার বিটপী হইতে সহসা কিরূপে মকরন্দ নিস্যন্দিত হইল। ধন্য অসামান্য সৌজন্য আহা এতাদৃশ ন্যায় পরায়ণতা না থাকিলে কোন্ জন হৃতধন প্রতি বিধিৎসায় মহামূল্য অতুল্য রত্নমাল্য দান করিয়া থাকে। মনে মনে এই রূপ ও অন্যবিধ বাক্যে গুণাকর চারুদত্তের প্রতি অগণ্য ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। মৈত্রেয় গোচরে কোন কথা ব্যক্ত না করিয়া কহিলেন, আর্য্য মৈত্রেয়! সম্প্রতি তোমার প্রিয় বয়স্য পাশক্রীড়াতে নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া

ছেন, অতএব আমি অদ্য সায়ং সময়ে তাঁহার সহিত একবার পাশক্রীড়া করিতে অভিলাষ করিয়াছি। মৈত্রেয় সস্মের বদনে বলিলেন। অয়ি অনুপম রূপ লহরিকে! ইহাতে পরম সৌভাগ্যের সাধন। আমি একথা অবশ্য বয়স্য সন্নিধে নিবেদন করিব। এই কথা বলিয়া বিদায় লইয়া চারুদত্ত গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। এদিকে গুণবতী বসন্তসেনা প্রাণেশ্বর সন্নিধানে প্রথমাগমন বাসনায় বিবিধরূপ বেশভূষা রচনায় তাবদ্দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

গুণনিধান চারুদত্ত মৈত্রেয়ের প্রতীক্ষায় বৃক্ষ বাটিকা মধ্যে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। অসময়ে সহসা আকাশ মণ্ডলে মেঘ মণ্ডলীর উদয় হইল। বোধ হইল যেন ঘনতিমিরে অজ্ঞানি জন মানস ক্ষেত্রসম গগনতল আচ্ছন্ন করিল। সার্থবাহ কুমার বয়স্যের আগমনে বিলম্বহেতু বিষণ্ন বদনে বসিয়া আছেন, এমন সময় মৈত্রেয় মনে মনে বেশবালার প্রতি বিরক্ত হইয়া বৃক্ষ বাটিকা মধ্যে উপস্থিত হইলেন। ভাবিলেন, হা! বসন্তসেনার কি লোভ, কি অনুদারা প্রকৃতি, কি সাহঙ্কার ব্যবহার, আমি বি-

প্রকুলজাত সাধু সন্তান তাহাতে আবার গুণনিধান চারুদত্তের প্রিয় সুহৃৎ। রত্নাকর সার তুল্য সেই অ-মূল্য রত্ন মাল্য তাহাকে সম্প্রদান করিলাম; বিনীত ভাবেই বা বারম্বার কত প্রকার শিষ্টাচার সম্বলিত কথা কহিলাম, তথাপি একবার ভ্রম ক্রমেও আমার সহিত মিষ্টালাপ বা রত্নাবলীর অলৌকিক সৌন্দর্য্য কথা না কহিয়া এই রূপে তাহার কি তাদৃশ রত্ন হার গ্রহণ করা উচিত? হা! অবঞ্চক বণিক, চৌর্য্য বৃত্তি বর্জ্জিত সুবর্ণকার, এবং লোভ বিরহিতা বার-বনিতা কদাচ অবলোকিত হয় না। সম্প্রতি সখাকে এই বারাঙ্গনা প্রসঙ্গ হইতে নিবৃত্ত করা বিধেয়। পরস্পরের প্রণয় প্রবাহ পরিবর্দ্ধিত হইলে তাহার গতি ভঙ্গকরা সুদূর পরাহত হইবে। অবলা জাতির সরলতা বিদ্যুল্লতার ন্যায় নিসর্গতঃ অতি চঞ্চল। বি-শেষতঃ বেশবিলাসিনী বা কুলটা কামিনীর প্রতি বিশ্বাস করা অত্যন্ত মূঢ়ের কর্ম্ম। যাহারা কেবল অর্থলিপ্সার অধীন হইয়া পুরুষের উপাসনা করিয়া থাকে, প্রত্যুত কাহার সহিত বিশুদ্ধ প্রীতি করে না, তাহারা যে কৃত্রিম প্রণয় দ্বারা নায়ককে আত্ম বশ করিয়া প্রণয়িনী সহধর্ম্মিণীর প্রতি অনুরাগ প্র-

কাশে পুরুষের প্রতি প্রতিকূল ব্যবহার করিবে ই-হাতেই বৈচিত্র্য কি আছে? প্রিয় বয়স্য সম্প্রতি বসন্ত সেনার প্রতি যেরূপ একান্ত অনুরক্ত এবং নিতান্ত আসক্ত হইয়াছেন, অতঃপর এক বার উভয়ের সংমীলন হইলে আর তাহার মনকে এবি-ষয়ে নিরস্ত করা অসাধ্য হইবে। এক্ষণে যেরূপ কৌশলে পরস্পরের প্রণয় বিচ্ছেদ হয়, তাহাই আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য হইতেছে। ভ্রান্তি বা মোহ বশতঃ পরম মিত্র যদি পাপ পঙ্কে মজ্জমান হয় সাধ্যানুসারে তাহার উদ্ধার চেষ্টা না করিলে কৃতঘ্ন এবং বৈরি বলিয়া সুহৃদের নাম প্রকাশি-ত হইয়া থাকে।

মৈত্রেয় মনে মনে এই প্রকার বিবেচনা করত চারুদত্তের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সার্থবাহবর প্রিয় বন্ধুর আগমনে সীমাশূন্য সমুৎসুক হইয়া বস-ন্তসেনার কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। মৈত্রেয় সেকথায় কর্ণ পাতও করিলেন না। ক্ষণকাল মৌন-ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া বৈরক্তি ভাবে বলিলেন, বয়স্য! বারবনিতাগণের মনের ভাব অববোধ করা অত্যন্ত সুকঠিন। যে দিবস দস্যু ভয়ে ভীত হইয়া

তাদৃশ তামসী নিশীথিনীতে একাকিনী সেই সীমন্তিনী আমাদিগের শরণাগত হইয়াছিল। তৎকালে তাহার সারল্য সৌজন্য এবং সুশীলতা দেখিয়া মনে করিয়া ছিলাম এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী সুশীলা বসন্তসেনা কোন মহাপুরুষের অভিশাপে বুঝি অবনীমণ্ডলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। ফলতঃ তৎকালে বিশেষ পর্য্যালোচনা দ্বারা তাহার মনের ভাব আমি বুঝিতে পারি নাই। আর বিপদকালে সকলেরই স্বভাবের বৈপরীত্য ঘটিয়া থাকে। সম্প্রতি আমি তাদৃশ মহামূল্য রত্নাবলী তাহার হস্তে সমর্পণ করিলাম, তাহাতে সে সন্তুষ্ট বা প্রসন্ন বদন না হইয়া অসন্তোষ সূচক বাক্যে কহিল, সায়ং সময়ে সার্থবাহ সন্নিধানে সাক্ষাৎ করিতে গমন করিব। অতএব আমি অনুমান করি রত্নহার লাভে তাহার চিত্ত চরিতার্থ না হওয়াতে আবার বুঝি কিছু প্রার্থনা করিতে আসিবে। আহা! কি আশ্চর্য্য! আমি তাহার আলয়ে গমন করিলাম, তাহাতে সম্ভাষণ বা সাদর সম্বোধন দূরে থাকুক, সেই অভিমানিনী আত্মগুণ প্রকাশিনী বেশ কামিনী সখীগণের সম্মুখে পটা-

স্তে আপন লপন আবরণ করিয়া আমাকে উপ-হাস করিল। সখে! আমি তোমার নিকটে কৃ-তাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছি। তুমি এই দণ্ডে সেই গণিকা সংস্রব হইতে অবসর গ্রহণ কর। " পাদুকামধ্যগত শর্করাসমান বহু কষ্টে বারণারী মনো মন্দির হইতে নিরাকৃত হইয়া থাকে " কুল-টা কামিনী, হস্তী, ও ভিক্ষু, যেস্থানে অবস্থিতি করে দুষ্ট ও দুরন্ত দস্যুগণেও সেস্থানে কখন পাদনিক্ষে-প করিতে আকাঙ্ক্ষা করে না।

গুণনিধান চারুদত্ত এই বাক্যে বিস্মিত হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, সখা আমার সহজে মাহা অভিমানী, তাহাতে আবার আমার আদেশে বহুক্ষণ পর্য্যটন পরিশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছেন, এবং অ-নুমান করি গুণবতী বসন্তসেনা বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত ছিলেন, এজন্য সখার সমুচিত সম্মান রক্ষা বিষয়ে কিছু ত্রুটি হইয়া থাকিবে। এই সকল কারণ বশতঃ বয়স্য তাঁহার নানা প্রকার নিন্দাবাদ করিতেছেন, যাহা হউক, সখাকে মিষ্ট বাক্যে সন্তুষ্ট করিতে হ-ইল। মনে মনে এই প্রকার কল্পনা করিয়া কহি-লেন, বয়স্য! বসন্তসেনা গণিকা গৃহে জন্মিয়াছেন

বলিয়া কি তাঁহার সদ্ব্যবহার ও সাধুচরিত্রের প্রতি সন্দেহ বা নিন্দা করিতে আছে। আহা! তাদৃশ ধর্ম্মপরায়ণা শান্ত প্রকৃতি মহিলা ভূমণ্ডলে কদাপি আমি নিরীক্ষণ করি নাই। তিনি যদিও তোমার সমাদর বা সম্মান না করিয়া থাকেন, তাহাতে অভিমান বা অপমান জ্ঞান করা উচিত নহে। রত্নাবলীর প্রশংসা করেন নাই, তজ্জন্যই বা আক্ষেপ কর কেন? আমার নিকটে বিশ্বাস করিয়া তিনি যে মহামূল্য মণিমুক্তাময় অলঙ্কার সকল রাখিয়াছিলেন, আমি সেই বিশ্বাসের পুরস্কার স্বরূপ সেই রত্নহার তাঁহাকে সম্প্রদান করিলাম। ফলতঃ আমি প্রীতি বা প্রণয় প্রয়াসে ত তাদৃশ অলোক সামান্য অদৃষ্টপূর্ব্ব হার উপহার বিবেচনায় প্রদান করি নাই। আর যখন তিনি স্বয়ং আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন বলিয়া স্বাভিপ্রায় প্রকটন করিয়াছেন, তাহাতেই তোমার ও আমার অপর্য্যাপ্ত সম্মান রক্ষা হইয়াছে।

এই রূপে উভয়ে কথোপকথন হইতেছে ইত্যবসরে কুম্ভীলক নামা এক সন্দেশ হারক আসিয়া চারুদত্ত গোচরে নিবেদন করিল। আর্য্য! "গুণবতী বসন্তসেনা

সহচরী সঙ্গে আপনকার সহিত সাক্ষাৎ বাসনায় আ-
সিতেছেন”। চারুদত্ত চিরবাঞ্ছিত ও বহুদিনাকাঙ্ক্ষিত
প্রিয়তমার আগমন সংবাদ শ্রবণে, তৃষিত চাতক
নবজলধর দর্শনে যেমন সন্তোষময় সাগরে অবগা-
হন করে, তেমনি আত্মাকে চরিতার্থ এবং তদ্দি-
নের সুপ্রভাত ভান পরিবোধ করিলেন, এবং
তদবধি কতক্ষণে বসন্তসেনা দৃষ্টি পথের পথিক
হইবেন নয়ন নিকেতনের অতিথি হইবেন ভাবিতে
ভাবিতে পদবীতে চক্ষুর্দ্বয় নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখি-
লেন। মৈত্রেয় প্রভৃতি সহচর গণ সত্বর হইয়া
আরামস্থিত আলয় সকল নানা প্রকার গৃহালঙ্কারে
সুসজ্জিত ও অলঙ্কৃত করিতে প্রবৃত্ত হইল।

এদিকে বসন্তসেনা বিচিত্র বেশভূষায় বিভূষিত হ-
ইয়া নায়ক নিকেতনে আসিতে লাগিলেন। চিত্রলেখা
নামে সৈরিন্ধ্রী কেবল সঙ্গিনী হইল। পথি মধ্যে অ-
কালীন ঘনতর ঘন ঘটাতে দশদিক্ আচ্ছন্ন করিল।
বসন্তসেনা গগনমণ্ডলে সহসা মেঘাড়ম্বর দেখিয়া
সহচরীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সখি চিত্রলেখে!
সম্প্রতি জলদদল গর্জ্জন করুক অথবা অবিরত
বর্ষণই করুক আমি আর রমণাভিমুখ মনকে কান্ত

নিশান্ত গমনে নিষেধ করিতে পারি না। এই কথা বলিতে বলিতে উভয়ে গমন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তামসী নিশীথিনী যেন সপত্নী ভাবে তাঁহার প্রিয়সঙ্গম বিষয়ে প্রতিবন্ধ করিতে লাগিল। সৌদামিনি নীচকূলজাতা যুবতীর ন্যায় নিস্ত্রপভাবে বারিদ রাজির অঙ্কতলে বিহার করিতে লাগিল। বলাহকগণ কখন গর্জ্জন, কখন বর্ষণ, কখন তিমির পটলে মহীমণ্ডল আবরণ করত নবীন শ্রীসম্পন্ন পুরুষের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে নানারূপ রূপ ধরিতে লাগিল। বসন্তসেনা এই অসময়ে অশনিপাত নিনাদে ভীত, এবং অচির প্রভা বিদ্যুতের আলোকে চকিত হইয়া কহিলেন, সখি! নির্দ্দয় নির্লজ্জ জলধর যে আমার মনকে দয়িত সদন গমনে উন্মুখ দেখিয়া ধরাময় কর নিকরে প্রতিষেধ করিতেছে, তাহা কিছু আশ্চর্য্য নহে। যেহেতু পুরুষেরা সহজেই নিষ্ঠুর এবং ভিন্ন জাতির মনোবৃত্তির প্রতি দৃষ্টি না থাকাতে এরূপ ঘটনা অবশ্যই সম্ভব বটে, কিন্তু সৌদামিনি তড়িল্লতে! তুমি স্বয়ং কামিনী সুতরাং অবলা কুলবালা গণের দুঃসহ দুঃখ জানিয়াও যে আমার চিত্তকে নিতান্ত শঙ্কিত এবং নিরুৎসাহ ক-

রিতেছ, ইহাই বিচিত্র বলিতে হইবেক। চিত্র-লেখা বলিল,ভর্ত্তৃদারিকে! সৌদামিনী তোমার পক্ষে অতিশয় সানুকূল আছে। যেহেতু এই প্রগাঢধ্বান্তাবৃত পঙ্ক কণ্টকাকীর্ণ পদবীতে তড়িৎবিনা কে তোমার প্রিয়পতি সঙ্গতির পথ প্রদর্শন করাইতেছে, সখি! আমি অনুক্ষণ মনে করি, অচিরপ্রভা প্রভা তড়িল্লতা তোমার স্থির প্রভা ও কণকময় অঙ্গলতার আশ্চর্য্য আভা দেখিয়া ভয় আশঙ্কা ও লজ্জাভাবে বুঝি আপনাকে শীর্ণ ও বিদীর্ণ করিতে বাসনা করিয়াছে। পরস্পর এই রূপ কথোপকথন করিতে করিতে চারুদত্তের ভবনের সন্নিহিত হইলেন। ঘোরতর বৃষ্টিতে অবনীমণ্ডল প্লাবিত হইল, অবিশ্রান্ত বারিধারাবর্ষণে নদ নদী প্রভৃতি জলাশয় সমুদয় পরিপূর্ণ হইল। সৈরিন্ধ্রীসহ বসন্তসেনা ক্রমে ক্রমে প্রাণেশ্বরের পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দূত দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করিলেন।

চারুদত্ত প্রিয়তমার প্রতীক্ষায় শূন্য মনে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দূত মুখে তাঁহার আগমন সমাচার শ্রবণমাত্র অতিমাত্র আনন্দিত মনে স্বয়ং অগ্রসর হইয়া মন্দির মধ্যে আনয়ন

করিলেন। নিধিপূর্ণ সুবর্ণকলসলাভে দরিদ্র জন যেমন পরম প্রীতি এবং আনন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, সে সময় নায়ক নায়িকা পরস্পরের পক্ষে তাহাই ঘটিয়াছিল। অনন্তর উভয়ে একাসনে অধ্যাসীন হইলেন, মৈত্রেয় ও চিত্রলেখা প্রভৃতি সহচর এবং সঙ্গিনী গণ চতুর্দ্দিকে স্বতন্ত্র শয্যায় উপবেশন করিল, কথায় কথায় শর্ব্বিলক হইতে যে প্রকার ঘটনাতে অপহৃত অভরণ সকল প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং মদনিকার সহিত তাহার প্রগাঢ় সদ্ভাব থাকাতে যে রূপ কৌশলে সেই প্রভুপরায়ণা পরিচারিকার দাসত্বমোচন হয়, বসন্তসেনা সেই সকল আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করাতে চারুদত্ত সবিস্ময় সন্তোষ সমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন। এবং এই সকল বৃত্তান্ত প্রকাশিত হওয়াতে মৈত্রেয়ও আশ্চর্য্য সাগরে অবগাহন করত আত্মকৃত পূর্ব্ব নিন্দার মার্জ্জনা বোধে মনে মনে বসন্তসেনার প্রতি বিবিধ প্রকার স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। এই সকল কথা সমাপ্তির পর বসন্তসেনা কহিলেন, নাথ! এই বাক্যে সম্বোধন করিয়াই আবার বলিলেন, আর্য্যপুত্র! আপনি আমার অলঙ্কার বিনিময়ে যে মহামূল্য

রত্নাবলী প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা যেমন মূর্খ ব্যক্তির শাস্ত্রীয় কবিতা পাঠ, পাপিষ্ঠ লোকের ধর্ম্ম বিচার এবং বিশ্ব নিন্দনীয় জনের মহাপুরুষ নিন্দা, জন সমাজে কেবল হাস্যাস্পদের কারণ হইয়া থাকে তেমনি এই অদৃষ্ট পূর্ব্ব এবং অলোক সুন্দর রত্নহার পরিগ্রহণে আমার কণ্ঠদেশ নিতান্ত অযোগ্য ও অসমর্থ হইয়াছে। অতএব এই রত্নাবলী পূর্ব্বাবধি যাহার গল বিলম্বিনী হইয়া বাক্ পথাতীত সমুজ্জ্বল শোভায় সুশোভিত হইত, সম্প্রতি আমি বাসনা করি এই হার যেন প্রলয় কাল পর্য্যন্ত তাঁহার কণ্ঠ বিরহ জনিত যাতনা ভোগ না করে। এই বলিয়া সেই রত্ন মালা গুণাকরের করে প্রত্যর্পণ করিলেন। চারু দত্ত এই বাক্যে সলজ্জভাবে নম্র বদন হইলেন। বলিলেন প্রিয়ে, তুমি আমাকে অনির্ব্বচনীয় বিশ্বাস ভাজন জানিয়া যে আমার মহত্ত্ব ও সম্মান রাখিয়াছিলে! আমি সেই বিশ্বাসের পক্ষপাতী হইয়া কহিতেছি এই অলঙ্কার তোমার কণ্ঠকে অলঙ্কৃত বা তোমার গলদেশ গলিত প্রভা দ্বারা হার স্বয়ং সমুজ্জ্বল হইলে আমি চিরকাল সীমাশূন্য সন্তোষ সলিলে

স্নান করিয়া লোকাপবাদ কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইব। এই বলিয়া আপনি সস্নেহ নয়নে প্রাণেশ্বরীর মুখ চন্দ্রে নেত্র নিক্ষেপ করত গলদেশে সেই রত্ন মালা পরাইয়াদিলেন।

কুসুম চাপ কন্দর্প বহুকাল অবধি সঙ্গতি বিরহে আপন অভিপ্রেত সাধনে পরাঙ্মুখ ছিল,সম্প্রতি যুবক যুবতীর পরস্পর শিরীষ কুসুম কোমল কর পল্লব স্পর্শ সুখেই হউক কিম্বা উভয়ের ঘন ঘন কটাক্ষ বাণ বর্ষণেই বা হউক বলিতে পারিনা, কোন প্রবল বাণে পঞ্চশর মদন নিজ মনোরথ সিদ্ধি করিয়া পৌরুষ প্রকাশ করিল। একে ঘন ঘন ঘন গর্জ্জনে মন চঞ্চল তাহাতে ক্রূর কন্দর্প অবিশ্রান্ত পুষ্পবাণ বৃষ্টি করাতে একেবারে উভয়েরই স্তম্ভ স্বেদ রোমাঞ্চ স্বরভঙ্গ এবং বেপথু প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হইল। চিত্রলেখা এই চিরবাঞ্ছিত সন্তোষকর ব্যাপার বিলোকনে স্বামি তনয়ার মঙ্গল বিধানে নায়ক এবং নায়িকার প্রতি সম্বুচিত সম্বোধনে কহিল। হে আর্য্য দম্পতি! সম্প্রতি এই কিঙ্করীর কথায় একবার শ্রুতিপাত কর। অদ্য মহাতুর্দ্দিনে গৃহের বহির্গত হইয়া ভর্ত্তৃদারিকার হৃদয় স

ম্পূর্ণ সানন্দিত না থাকিতে পারে এবং রজনী প্রভাত প্রায় হইতেছে। সুতরাং অধুনা গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহমাত্র সম্পন্ন হইল, পরদিন পরম কুতুহলে পরস্পরের পরিণয় বিধি সমাহিত হইলে আমরা আত্মচিত্তকে চরিতার্থ জ্ঞান করি। এই বলিয়া সকলে স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

পরদিন প্রভাত কালে গুণনিধান চারুদত্ত পুষ্প করণ্ডক নামে এক অপূর্ব্ব উদ্যানে গমন করিতে বাসনা করিলেন। বসন্তসেনা পূর্ব্ব রজনী জাগরণ জন্য সুখ নিদ্রাতে অভিভূত ছিলেন, সুতরাং চিত্র লেখার প্রতি তাঁহার পশ্চাৎ গমনের আদেশ করিয়া বয়স্য সহ বিহার কাননে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন স্থানে স্থানে তরুগণ, পুষ্প ময় পণ্য বিস্তার করিয়াছে। মধুকরেরা ক্রেতৃ পুরুষের ন্যায় সকলের সন্নিধানে বিচরণ করিতেছে। সরোবরে বিকসিত সরসীরুহ সকল অঙ্ক তলস্থিত মলিনাত্মক অলি চ্ছলে যেন শত শত শশধরের সৌন্দর্য্য হরিতেছে। নানা জাতীয় পক্ষিগণ শাল রসাল তাল তমাল হিন্তাল প্রভৃতি বৃক্ষ শাখা সমাশ্রয় করিয়া কলরবে কো-

...ল করত কত প্রকার সমবেত ও সুশ্রাব্য ...ধ্বনি বর্ষণ করিতেছে। ফলতঃ এই বিলাস ...পিনে প্রশান্ত চেতাঃ মহাত্মাগণ মুহূর্ত্ত মাত্র অবস্থিতি করিলে মদন বেদনা জনিত চিত্তবিকার সহজেই সম্বরণ করেন। চারু দত্ত বসন্ত সেনার আগমন প্রতীক্ষা পরবশ হইয়া এই রূপ স্বাভাবিক শোভা সন্দর্শনে হৃষ্ট মনে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। এদিকে বসন্তসেনা সুখময় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন পূর্ব্ব-দিকে ভগবান্ দিবাকর খরতর কিরণ ধারা বর্ষণ করিতেছেন। অনন্তর চিত্রলেখার প্রমুখাৎ চারুদত্তের আদেশ বাক্য শ্রবণে পরম পুলকিত হইয়া সৈরিন্ধ্রীকে কবরী বন্ধনের অনুমতি করিলেন। ইত্যবসরে রদনিকা রোহসেনকে, ক্রোড়ে করিয়া সেই স্থানে আসিল। রোহ সেন এক খানি মৃত্তি-কার শকট হস্তে করিয়া রোদন বদনে বারম্বার বলিতেছে, রদনিকে! আমি এই মাটীর শকট লইয়া খেলা করিব না, তুমি আমাকে সেই স্বর্ণ শকট আনিয়া দেও। বসন্তসেনা সুকুমার কুমার সন্দর্শনে আন্তরিক বাৎসল্য ভাবে রদনিকাকে জি-

জ্ঞাসাকরিলেন, ভগিনি! তোমার ক্রোড়স্থিত এই চন্দ্রবদন বালকটি কাহার সন্তান? কোন্ কামিনী এই সন্তান রত্ন জঠরে ধারণ করিয়া রত্ন গর্ভা নামের সফলতা ও নারী জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে; আর জিজ্ঞাসা করি এই সুন্দর শিশু কিজন্য অনবরত রোদন করত নয়নেন্দীবর যুগলকে অশ্রুজলে কলুষিত করিতেছে। রদনিকা সসম্ভ্রম বাক্যে বলিল, আর্য্যে! এই শিশুটি এই গৃহ স্বামীর সর্ব্বস্বধন, ইহার নাম রোহসেন। বসন্তসেনা এই অসম্যক উচ্চরিত অমৃতায়মান ক[illegible] [illegible] পুলকিত কলেবরে আসন হইতে গাত্রোত্থান [illegible]লেন। ভুজলতা প্রসারণ পূর্ব্বক রোহসেনকে অঙ্কে করিয়া বসনাঞ্চলে তাহার অশ্রুবারি মোচন করিয়া দিলেন। এবং পরম মিত্রের পুত্র বলিয়া বারম্বার প্রফুল্ল বদনে তাহার মুখচন্দ্র চুম্বন করিতে করিতে কহিলেন, সখি চিত্রলেখে! দেখ এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আমার রোহসেন মণিমুক্তাময় ভূষণে বিভূষিত না হইয়াও অন্তঃকরণে অসীম সন্তোষ ও অপরিমেয় আনন্দ সন্ততি বিতরণ করিতেছে। চিত্রলেখা রোহসেনের অসামান্য মনোরম্য রূপ লাবণ্য অব-

লোকনে চমৎকৃত হইয়া বলিল, ভর্ত্তৃ দারিকে! এই সুধাংসুবদন সুকুমার কুমার যেন জনকের অনুরূপ রূপের অধিকারী হইয়াছে। রদনিকা কহিল আর্য্যে! কুমার কেবল তাঁহার অনুপম রূপের অনুকরণ করিয়াছে এমন নহে। অগণ্য গুণেরও পরিচয় প্রদানে কুমারের সহজ সুন্দর সন্তোষাকর প্রসন্ন বদনই সাক্ষী দিতেছে। বসন্তসেনা বলিলেন, রদনিকে! তবে রোহসেনের বদন সুধাকর কিজন্য রোদন জনিত চক্ষু জলে আচ্ছন্ন হইয়াছিল? সা- [illegible] বিতরণে কৃপণতা করিয়া এমন [illegible] অনুযোগ, বা তাড়না করিয়াছেন, না অন্যবিধ কোন কারণে কুমার আমার ক্রন্দন করিতেছে? রদনিকা বলিল, না আর্য্যে! সে সকল কিছু নয়। আমি একদিন কুমারকে ক্রোড়ে করিয়া কোন কার্য্যান্তর ব্যপদেশে এক ধনীর গৃহে গিয়াছিলাম। তাহাদিগের একটি বালক একখানি স্বর্ণ শকট লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল। রোহসেন তদবধি আমাকে সর্ব্বদাই বলিতেছে, রদনিকে! আমি মৃণ্ময় শকটে খেলা করিব না। সেই স্বর্ণ শকট আনিয়া দেও। সম্প্রতি গৃহ স্বামীর যে প্রকার অ-

বস্থা, তাহাতে আমাদের স্থবর্ণ ব্যবহারই উঠিয়া গিয়াছে। স্থতরাং স্থবর্ণ শকট নির্ম্মাণ স্থকঠিন জানিয়া আমি এই মৃচ্ছকটিক দিয়া কুমারকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু রোহসেন কোন মতে তাহা ভুলিতে চাহে না। আর্য্যে! এই নিমিত্তে বারম্বার রোদন করিতেছে। বসন্তসেনা রদনিকার মুখে এই সকল কথা শুনিয়া বিষণ্ন বদনে বলিলেন। আহা! যাহার জনকের অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগে কতশত ব্যক্তি শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে, সেই মহাত্মার সন্তান এখন সামান্য একখানি ক্ষুদ্র স্বর্ণ শকটের জন্য লালায়িত হইতেছে। হা বিধাতঃ! তোমার অনন্ত কৌশলের মর্ম্ম কে বুঝিতে পারে? তুমি তোয়রাশি রত্নাকর সমুদ্রকে মরুভূমি তুল্য বিশুষ্ক স্থান, এবং বালুকাময় মরুভূমিকে অগাধ সলিল সম্পন্ন করিতেছ। বনকে নগর এবং নগরকে গহন কানন করিতে পার। স্থমেরু সদৃশ মহীধর পুঞ্জকে রেণু এবং শুষ্ক ধূলিময় মৃৎপুঞ্জকে প্রকাণ্ড পর্ব্বত করিতে পার। এই রূপে আক্ষেপ করত কুমারকে কহিলেন, বৎস! তুমি রোদন করিও না তোমার পিতার পুনর্ব্বার পূর্ব্বমত সম্পত্তি হইলে তোমাকে

কত প্রকার কণক শকট আনিয়া দিবেন। এই কথা বলিতে বলিতে সস্পৃহ হৃদয়ে কুমারের মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। রোহসেন প্রকৃতি মধুর ও অপরিস্ফুট মৃদু বাক্যে বলিল, একে একে? রদনিকা সম্ভ্রমের সহিত কহিল। বাছা! আর্য্যা তোমার মাতা হয়েন। কুমার কহিল, রদনিকে যদি ইনি আমার জননী হয়েন, তবে কেন ইহার সর্ব্বাঙ্গে নানা ভূষণে বিভূষিত? আমার মার অঙ্গে ত অলঙ্কার নাই। রোহসেনের বদনাম্বুজ হইতে এই অমৃত নিস্যন্দিনী এবং বিষাদ বর্ষণী কথা শুনিয়া বসন্তসেনার নয়ন নীরদ হইতে বিষাদের সহিত আনন্দ বারিধারা বর্ষণ হইতে লাগিল। অনন্তর আপন অবয়বের যে স্থানে যত অলঙ্কার ছিল, নিজ গাত্রকে তৎসমুদয় হইতে বঞ্চিত বা অনলঙ্কৃত করিয়া সস্মের বদনে বলিলেন, বৎস! দেখ এখন তোমার জননী হইয়াছি কি না, সম্প্রতি. এই সকল ভূষণ ভার লইয়া কণক শকট নির্ম্মাণ করিয়া খেলা করিও, এই কথা বলিয়া আভরণ সকল মৃণ্ময় যানে পূর্ণ করিয়া দিলেন; রোহসেন! মৃচ্ছকটিকে সেই সকল স্বর্ণালঙ্কার পরিপূর্ণ করিয়া রদনি-

কার সঙ্গে হাস্য বদনে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

বসন্তসেনা পুষ্প করণ্ডক উদ্যানে যাত্রা করিলেন, চিত্রলেখা এবং অন্যান্য সহচরীগণ সঙ্গে গমন করিতে লাগিল। বেলা অধিক হইল, চারুদত্ত সরোবর সলিলে স্নান করিলেন। এবং মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া কলাপ সমাপনান্তে সখার সহিত এক স্বভাব রমণীয় সুশীতল শিলাতলে আসীন হইয়া বসন্তসেনার আগমনে বিলম্ব হেতু মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় পদযুগে নিগড়যুক্ত, আজানুলম্বিত বাহু, এবং অতি বিস্তীর্ণ বক্ষঃস্থল সম্পন্ন এক পুরুষ সহসা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া আর্য্য! রক্ষাকর আমি তোমার শরণাগত, উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিতে বলিতে গুণাকরের চরণ কমলে আত্মশরীর সমর্পণ করিল। এবং তাহার পশ্চাৎপশ্চাৎ এক জন সৈনিক পুরুষ সেই স্থানে আসিয়া চারুদত্তকে দেখিবামাত্র বিস্মিত ও চমকিতচিত্তে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে বারম্বার প্রণতি করিতে লাগিল। গুণনিধান চারুদত্ত অকস্মাৎ এই অদ্ভুত ও অসম্ভব ঘটনার নিদান না জানিয়া ক্ষণকাল মনে মনে সন্দিহান হইয়া নানা প্রকার বিতর্ক

করিলেন। অনন্তর সম্মুখস্থিত সৈনিক পুরুষকে এই সকল বিস্ময়াবহ ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে ঐ সেনাপতি কহিতে লাগিল, আর্য্য আমি রাজা পালকের প্রধান সেনাপতি, আমার নাম চন্দনক। আর এই ব্যক্তি কোন মহাপুরুষ, মনুষ্যাকারে মর্ত্ত্য লোকে অবতীর্ণ হইয়া থাকিবেন। সম্প্রতি অবন্তি রাজ্যেশ্বর পালক রাজা প্রজা পালন বিষয়ে একেবারে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার লোপ করিয়াছেন। এবং দুঃসচিব মন্ত্রণাবশম্বদ হইয়া সদসৎ বিচার পথে একেবারে জ্ঞান শূন্য হইয়াছেন, সাধু জনের অপমান, অসাধুর উন্নতি, ধর্ম্মের নাশ এবং অধর্ম্মের জয় হইয়া উঠিয়াছে। রাজার এই সমস্ত দোষে অবন্তি রাজ্য একেবারে পাপপঙ্কে প্লাবিত ও নিমগ্ন হইতেছে দেখিয়া সিদ্ধাদি দেবগণের আকাশবাণী হইল, আর্য্যক নামা গোপাল তনয় এই রাজ্যের অধীশ্বর হইবেন। দুরাত্মা পালক মহীপাল এই দৈববাণী শুনিয়া ঘোষ প্রদেশ হইতে ইহাকে আপনার অধিকারে আনিয়া কারাগারে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সম্প্রতি আমি রাজার অন্নে প্রতিপালিত ভৃত্য হইয়াও ভু-

য়োভুয় ভূপতির অধর্ম্মাচরণ প্রত্যক্ষ করত এবং এই মহাত্মার বিনাদোষে দুঃসহ কারাবাস দুঃখ দর্শনে অসহিষ্ণু হইয়া পদলগ্ন নিগড়বন্ধন মোচন করিয়া দিয়াছি। অনন্তর আর্য্যক কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছেন, দেখিয়া বীরক, জয় জয় মান, ভদ্রমুখ প্রভৃতি প্রধান প্রধান সেনাপতি সকলে সসৈন্যে চতুর্দ্দিকে ইহাঁর অন্বেষণ করিতেছে, এবং রাজশ্যালক সংস্থানক ইহার তথ্য নির্ণয়ার্থ নানা স্থানে অনুসন্ধান করিতেছেন। কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি অনুসন্ধান দ্বারা কিছুই স্থির নিশ্চয় করিতে পারেনাই। এবং আমি যে এবিষয়ের মূল সূত্র হইয়া এই মহাপুরুষের নিগড় বন্ধন মোচন করিয়াছি, তাহাও এপর্য্যন্ত সকলের অবিদিত আছে। সম্প্রতি আমরা উভয়ে প্রাণরক্ষা হেতু পলায়ন প্রত্যাশায় এই প্রদেশে আসিয়াছি। যাহা স্বপ্নেও মনে ছিল না, জন্মাবচ্ছিন্নে জানিতাম না, এবং বুদ্ধি বৃত্তিরও অগোচর ছিল, সেই সর্ব্বজন শরণ্য এবং অসামান্য কারুণ্য পূর্ণ পুরুষরাজের সন্নিধানে উপস্থিত হওয়াতে বোধ হয়, দৈব আমাদিগের প্রতি অনুকূল হইলেন, ধর্ম্ম রক্ষা হইল এবং আমরা অ-

কালে কালগ্রাসে পতিত হইলাম না, মহাত্মন্! আপনি পবিত্র পদবীতে পদার্পণ করিয়া অনির্ব্বচনীয় পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্যরাশি প্রকাশন দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক অক্ষয় কীর্ত্তি বিকিরণে বাসনা করিতেছেন, অতএব মহাবিপদাপন্ন নিতান্ত সাহস শূন্য এবং একান্ত শরণাগত এই উভয়ের প্রতি অভয় প্রদান করিবেন, ইহা কোন বিচিত্র কথা, হে তত্ত্ববিত্তম! হে সত্তম! হে শরণাগত বৎসল! একবার কণামাত্র করুণা কটাক্ষ বিক্ষেপ দ্বারা এই কাতর জনের প্রাণদান করুন। আমরা জন্মেরমত জীবন সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জনে একান্ত বাঞ্ছা করিয়া রাজ্যেশ্বরের অনিষ্ট সাধনে সাহস করিয়াছি। জ্বলন্ত হুতাশনে আত্মদেহ সমর্পণ করিয়াছি, তুমি কৃপাবারি বিতরণে আমাদিগকে শীতল কর, আমরা অগাধ হ্রদে ইচ্ছা পূর্ব্বক মগ্ন হইয়াছি তুমি করুণাতরণী দ্বারা আমাদিগকে উদ্ধার কর। আমরা ক্রুদ্ধতর ক্রূর সর্পের ফণাতলে আত্মশিরঃ সম্প্রদান করিয়াছি, তুমি দয়াময়ী অসিলতা দ্বারা সেই কাল সর্পের মুণ্ডচ্ছেদ কর। হে গুণাকর! তোমার মাহাত্ম্য কি ব্যাখ্যা করিব। যাহার বিষয় বাসনাবিরতিই যুব-

তী ভার্য্যা, নিত্য সন্তোষই প্রণয়াস্পদ পুত্র, এবং পরোপকারই পরম ধর্ম্ম, তাহার অপার গুণের কথা অনন্ত মুখেও ব্যক্ত করা যায় না, সহস্র করেও লিখিত হয় না। অল্পকাল পর্য্যন্ত মনে মনে এক একটি গুণ পৃথক পৃথক ভাবিতে হইলেও বোধ হয় সময় শেষ হইয়া যায়। সম্প্রতি যাহা তোমার অভ্যাস সিদ্ধ অযত্নসাধ্য এবং অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া দৃঢ় ব্যুৎপত্তি আছে, তাহাই কর, আমি সহজে মূঢ় তাহাতে আবার প্রাণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়াছি, জানি না মুগ্ধচিত্তে আপনাকে কত অন্যায় কথা কহিয়াছি, হে কৃপা নিধান! এখন এই কাতর কিঙ্কর দ্বয়ের প্রাণ রক্ষার উপায় বিধান কর। এই কথা বলিয়া চন্দনক মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া যেমন সেই পাষাণতলে গুণাকরের চরণতলে পড়িবেন মৈত্রেয় তাঁহাকে আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে আকর্ষণ করিয়া লইলেন। এবং সন্নিহিত সরোবর হইতে পত্র পুটে করিয়া পাণীয় আনিয়া উভয়ের মালিন্যময় মুখপদ্মে বিন্দু বিন্দু বারি সেচনে বোধ করিলেন যেন তাহারা পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইল। অনন্তর পরম কারুণিক গুণাকর

চারু দত্ত, আর্য্যকের সমভিব্যাহারী এবং পরমোপকারী চন্দনক সহ একদা উভয়কেই সচৈতন্য দেখিয়া করুণান্বিত কাতর বচনে বলিলেন, মহাত্মন্! ভবাদৃশ অলোক সাধারণ জ্ঞানরাশি সাধুগণের বৃথা মোহে মুগ্ধ হওয়া নিতান্ত ভ্রান্তি মূলক এবং অত্যন্ত অসঙ্গত বলিতে হইবে। পাপিষ্ঠ হইতে ভবাদৃশ, বোধ সূর্য্য পুরুষের ভীতি লাভ কেবল কাল ধর্ম্ম ও ক্রূরাত্মবর্গের পাপের কর্ম্ম ভিন্ন আর কি বলিব? সম্প্রতি শুনিয়াছি, সিদ্ধাদেশে আপনি রাজ্যেশ্বর হইবেন, ফলতঃ সেই মঙ্গলময় দিন সুখময় সময়, এবং জ্ঞানময় ক্ষণ, যাবৎ উপস্থিত না হয় তাবৎকাল সিদ্ধ নিকুঞ্জনামে অতিনিভৃত তত্ত্বরসাভিসিক্ত, এবং জ্ঞান সুধাকরের নির্ম্মল প্রভাতে প্রকাশিত অতি রমণীয় এবং মুনিগণ কামনীয় স্থান আছে। তথায় গিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি করুন। আর যে পর্য্যন্ত সেই শুভ বাসর উদিত না হয় তাবৎকাল আপনার প্রাণ সমপ্রিয়তম, সহোদর সম স্নেহ ভাজন, এবং. পরম বন্ধুসম প্রিয়কারী, এই ধর্ম্ম পরায়ণ চন্দনক কপটবেশে পূর্ব্বমত পালক মহী-পালের আশ্রয়ে আত্ম কার্য্যে

সময় সম্বরণ করুন। যাঁহার নিয়মে সূর্য্যদেব উত্তাপ দিতেছে, বায়ু বহন করিতেছে এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে, অবশ্য! তাঁহারই করুণাদৃষ্টিতে আপনাদের কোন বিপদ ঘটিবে না। এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ যানানয়ন পূর্ব্বক আর্য্যক ও চন্দনককে বিদায় দিতে উদ্যুক্ত হইলেন। উভয়ে গুণাকরের এই শ্রবণাঞ্জলিপুট পেয় বাক্য সুধাপানে পরম পরিতৃপ্ত হইয়া মুক্ত কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, হে আর্য্যবর গুণাকর! আপনি আমার দিগের পদ-লগ্ন লৌহ শৃঙ্খল ছেদ করিয়া, অন্যবিধ অনির্ভেদ্য স্নেহময় শৃঙ্খল যোজনা করিলেন। যাবৎকাল দেহ ক্ষেত্রে প্রাণ পবনের সঞ্চার থাকিবে তাবৎ কি ভবদীয় নিরুপম সুচরিত কথা ভুলিতে পারিব? প্রতিদিন প্রভাতে চারুদত্ত নাম উচ্চারণ না করিয়া কি অন্য কথা মুখে আনিব? মৃত্যুকালেও কি আপনকার নাম বিস্মরণ করিয়া লোকলীলা সম্বরণ করিব? হে জ্ঞান রাশি করুণাসিন্ধো! হে বিশ্ব শরণ্য! এই জগৎ যাবৎকাল থাকিবে তাবৎ যেন তোমার অক্ষয় কীর্ত্তি ক্ষিতিতলে জাজ্জ্বল্যমান থাকে, এই কথা বলিয়া উভয়ে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর গুণাকর এই মহৎ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া মৈত্রেয়কে কহিলেন সখে সম্প্রতি পৃথিবী পতির চর সকল ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে অতএব অচিরাৎ এই নিগড়ময় শৃঙ্খল সকল গভীর কূপে নিক্ষেপ কর। এই কথা বলিতে বলিতে তাহার বামাক্ষি স্পন্দন হইল। গুণাকর এই অশুভ সূচক ঘটনার চিহ্ন দর্শনে তাদৃশ জ্ঞান সম্পন্ন হইয়াও বিষণ্ণ বদনে মনে মনে বহুবিধ কুতর্ক করিতে লাগিলেন। পরিশেষে একেবারে ধন হানি জনিত শোক সাগরে নিমজ্জমান হইয়া মুক্ত কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন। হা বিধাতঃ! তুমি কি এখনও আমার অমঙ্গল স্বস্ত্যয়নে নিযুক্ত আছ। ধন পতিতে ও আমাতে ধন দান বিষয়ে পক্ষপাতী না হইয়া গ্রহণ কালে কি অপরাধ দেখিলে বুঝিতে পারি না। বঞ্চক নাম প্রকাশিত করিবার জন্য তুমি অনেক আয়াস স্বীকার করিয়াছিলে, দরিদ্র করিয়া যত দুঃখদিতে হয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে তাহার কিছুই ত্রুটি কর নাই। এক্ষণে তোমার দত্ত শরীর মাত্র ধারণ করিয়া ধর্ম্ম সঞ্চয়ে মনোরথ করিয়াছি বোধ হয় ইহাও তোমার অসহ্য হওয়াতে এবার আমার জী-

বন্ন সর্ব্বস্ব পরিগ্রহে তোমার কৃপাদৃষ্টির বাসনা হইয়াছে। হা ধর্ম্ম! তোমার মর্ম্ম কে বুঝিতে পারে। কে তোমাকে রক্ষা করে! কেবা তোমাকে বিনষ্ট করে এপর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারিলাম না। এই রূপে অজস্র দৈব এবং আত্মভাগ্যের নিন্দা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে শোকাবেগ সম্বরণ পূর্ব্বক কহিলেন, সখে মৈত্রেয়! বসন্তসেনা কৈ এপর্য্যন্ত এস্থানে আসিলেন না, সম্প্রতি মনুজেশ্বরের অত্যন্ত অপ্রিয় কার্য্য করিয়া আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত ব্যাকুল এবং একান্ত চঞ্চল হইতেছে। অতএব আর ক্ষণকালও এস্থানে থাকা প্রশস্ত নহে, চল আমরা গৃহাভিমুখে গমন করি। এই কথা বলিয়া দুই বন্ধুতে উদ্যান হইতে ভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অনন্তর আর্য্যকের অনুসন্ধানার্থে প্রিয়ম্বদ সঙ্গে সংস্থানক সেই উপবনে আসিয়া উপস্থিত হইল। উভয়ে লতাকুঞ্জ শিলাতল এবং বৃক্ষ বাটিকা প্রভৃতি অরণ্যের প্রত্যেক স্থানে পৃথক পৃথক অন্বেষণ করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। উদ্যানের এক প্রান্তভাগে দেখিল, সরোবরতীরে স্নান পূজা সমাপনান্তে এক যোগী পদ্মাসনে অধ্যাসীন হইয়া

নিমীলিত নয়নে যোগ সাধন করিতেছেন। প্রিয়ম্বদ ভাবিলেন, দুরাত্মা সংস্থানক যে প্রকার দুর্দ্দান্ত এবং চঞ্চল প্রকৃতি, দৃষ্টি মাত্রে এ যোগীর সমাধিভঙ্গ করিবে, সন্দেহ নাই। অতএব এই পাপিষ্ঠ ঐ ধ্যাননিষ্ঠ জনে পাপ কটাক্ষ নিক্ষেপ না করিতেই আমি ইহাকে লইয়া অন্যত্র গমন করি। এই ভাবিয়া সহচর সঙ্গে এক সুশীতল শিলাতলে উপবিষ্ট হইয়া রহস্য কথা কহিতে লাগিলেন। এদিকে বসন্তসেনা চিত্রলেখা প্রভৃতি সঙ্গিনী গণকে প্রত্যাখ্যান করিয়া একাকিনী উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিয়দ্দূর যাইতে যাইতে সহসা তাঁহার দক্ষিণনেত্র নৃত্য করিতে লাগিল, এবং মুহুর্মুহু দক্ষিণ হস্ত স্পন্দন হইতে লাগিল। গুণবতী অকস্মাৎ বজ্রপাত তুল্য এই দুর্নিমিত্ত দর্শনে একেবারে অসীম বিস্ময় ও শোকে ম্রিয়মাণ হইলেন। ভাবিলেন, প্রাণেশ্বর বুঝি আমার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া অভিমান পরবশ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে এই মন্দভাগিনী নীচকুলকামিনীর আর মুখ দর্শন করিবেন না, এই রূপে নানা প্রকার ভাবনাভিভূতচিত্তে দ্রুত গতিতে চলিতে লাগিলেন। পরে আরও কিয়দ্দূর গিয়া দূর

হইতে দেখিলেন, দুই জন পুরুষ সুচারু শিলা-তলে বসিয়া আছে। বসন্তসেনা তদ্দর্শনে সবয়স্ক জীবন সর্ব্বস্ব বোধে পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক সত্বর ভাবে যাইতে লাগিলেন।

এদিকে সংস্থানক দেখিল, একাকিনী বসন্তসেনা যেন তাহারই সমীপে আসিতেছে। অতএব দুরাত্মা মনে মনে সীমাশূন্য সন্তোষ সিন্ধুতে নিমগ্ন হইয়া বেশবালার অভিমুখে আসিতে লাগিল। গুণবতী সতী তখনি মনে করিলেন, হা! অনিমিত্ত দর্শনের ফল প্রত্যক্ষ ঘটিল। কোথায় জীবিতেশ্বরের অভিমান ভঙ্গে মনোরথ করিয়া দ্রুতবেগে আসিতেছিলাম, সম্প্রতি এই সম্মুখস্থিত দস্যু হইতে পরিত্রাণ হেতু কোথায় যাইব? এই জনমানব শূন্য অরণ্যে কে আমাকে মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ করিবে? প্রাণাধিক প্রিয়তম বুঝি এই হতভাগিনীর আসিতে বিলম্ব দেখিয়া এস্থান পরিত্যাগ করিয়াছেন। আহা! বিপদকালে সকলই যেন সঙ্গত হয়, আমি কি বুঝিয়া সঙ্গিনী গণকে প্রত্যাখ্যান করিলাম? কি জন্যই বা কামিনী হইয়া একাকিনী এই অরণ্যানী মধ্যে পদ

সঙ্কলন করিতে চাহিলাম। হা বিধাতঃ! বুঝিলাম আজ্ আর আমার প্রাণ বায়ু দেহ মন্দিরে ক্ষণকাল ও বাস করিবে না, ক্ষিতি ক্ষিতিতলে সমবেত হইবে। অগ্নি গিয়া মহাগ্নিমধ্যে মিলিত হইবে। বারিভাগ জলরাশিতে মিশ্রিত হইবে; এবং আমার শরীর নিষ্ঠ আকাশ পদার্থ আজ্ মহাকাশের পুষ্টিবর্দ্ধক হইবে। এখন পলায়নের পথ নাই, প্রাণ রাখিতেও মনোরথ নাই। দেখি বিধি, আমার কপালে কোমল-করে কিরূপ নিদারুণ নিষ্ঠুর অক্ষর সকল বিন্যাস করিয়াছেন। এই রূপে মুহুর্মুহু চিন্তা করিতে করিতে বসন্তসেনার চরণ স্খলিত হইতে লাগিল। মুখপদ্ম মনঃপীড়ায় মলিন হইতে লাগিল, সুতরাং সন্নিহিত এক অশোকতরু ছায়া মণ্ডপে উপবেশন করিলেন। সংস্থানক কামাকুলচিত্তে ম্রিয়মাণা বসন্তসেনার অভিমুখে আসিল।

প্রিয়ম্বদ সশঙ্কচিত্তে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং সত্বর হইয়া সংস্থানককে পশ্চাৎভাগে রাখিয়া কহিলেন, অয়ি সুলোচনে! তুমি এই প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণ সন্তপ্ত মধ্যাহ্ন সময়ে একাকিনী এই জনমানব

শূন্য অরণ্য মধ্যে কিজন্য প্রবেশ করিয়াছ, হে বুদ্ধিমতিকে! অসময়ে ঈদৃশ নির্জ্জন বনে নিঃসহায়ে আগমন করা আপনার মত মহাসত্ব জনের অতিগর্হিত, বোধ হয় দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ সংঘটিত হইয়া থাকিবে, বসন্তসেনা পরমকারুণিক প্রিয়ম্বদের কথা শুনিয়া সভয়, শঙ্কিত এবং চমকিতচিত্তে কহিলেন, আর্য্য! আমার প্রাণকান্ত গুণাকর চারুদত্ত এই উপবনে আমাকে আসিতে আদেশ করিয়া স্বয়ং অগ্রে আসিয়াছিলেন। অধুনা কোন কার্য্য ব্যপদেশে আমার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া বোধ হয় প্রাণেশ্বর নিজপুরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। আমি তৎসঞ্চার না জানিয়া সহচরী সকলকে প্রত্যাখ্যান করিলাম। এখন এখান হইতে কি উপায়ে গৃহে যাইব, কি প্রকারে সন্তপ্ত অন্তঃকরণ শীতল করিব, কোন উপায় স্থির করিতে পারিলাম না।

দুরাত্মা সংস্থানক এই সকল কথা শ্রবণমাত্র বিকৃত মুখে ব্যঙ্গ করিয়া অতি কর্কশ স্বরে কহিল, আ পাপীয়সি! দরিদ্রপ্রিয়ে এখনও তুমি সেই নির্ধন নায়ককে ভুলিতে পার নাই, যে দিন সায়ং কালে আমি রাজপথ মধ্যে তোমাকে কত প্রকার স্তব স্তুতি

করিলাম, সেদিন সন্নিহিত সেই সার্থবাহ সদনে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলে। অদ্য সেই চারুদত্ত কি প্রকারে তোমাকে রক্ষা করে দেখিতেছি। এই বলিয়া করস্থিত শানিত খড়্গ প্রহার করিতে উদ্যত হইল। গুণবতী সতী তখন জীবন রক্ষার আশাপথে জলাঞ্জলি দিয়া পরমপ্রিয় প্রাণের ভয় না রাখিয়া, জন্মের মত জগতীপুর হইতে বিদায় হইব, বলিয়া শোক মোহে মূর্চ্ছিত না হইয়া মুক্তকণ্ঠে কেবল, হা গুণনিধে! হা শরণাগত বৎসল! হে ধর্ম্মরূপিন্, প্রাণবল্লভ! হে জীবিত সর্ব্বস্ব! হে কাতর সখে! হে সর্ব্বজন শরণ্য! হে বিশ্বমান্য! হা প্রাণকান্ত! হা আর্য্য চারুদত্ত! হা তাত! হা মাত! হা প্রাণনাথ। এই মন্দভাগিনী, পরমপাপিনী, অসময়ে অসম্পন্ন মনোরথে বিপক্ষ, পাষণ্ড দস্যুহস্তে জীবন সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিতেছে। হে নাথ! হে কৃপানিধান! হে কাতর বৎসল! এই সময় একবার কাতর কিঙ্করী প্রতি করুণাকটাক্ষ বিক্ষেপে কৃপণতা পরিহর। হে দয়াকর দীননাথ! এই দুর্দ্দিনে একবার আমার অন্তিম দুঃখে দৃষ্টিপাত কর। আমার জীবন যায় তাহাতে ভয় করি না,

জন্মেরমত পৃথিবী হইতে বিদায় লইলাম বলিয়া দুঃখ করি না। মহাদুঃখ আসন্ন মৃত্যুকেও পরম বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করিতেছি। কিন্তু হে প্রাণাধিক প্রিয়তম। হে মদীয় রাজেশ্বর! তোমার অধিকৃত এই দেহ রাজ্য জন্মেরমত জগৎ হইতে বিচলিত হইল। হে রাজরাজেশ্বর মনুজেশ্বর! এখন একবার আপন রাজ্যের দশা দেখিতে তোমার আসা উচিত। হে দীননাথ! হে প্রাণনাথ! এই অনাথিনীর মুখ হইতে বাক্য সরে না। মন হইতে ভাব উদয় হয় না। আমি একে অবলা, তাহাতে দারুণ শোকে নিতান্ত ব্যাকুলা হইয়াছি। অতএব হে নাথ! এই একান্ত ভক্তবৎসলা বেশবালার প্রতি প্রসন্ন হইয়া একবার দেখা দেও। হা একি দুর্দ্দৈব! একি বিধাতার বিড়ম্বনা, কোথায় এই বিহার বনে আসিয়া প্রাণকান্তের সাক্ষাৎ করিব। শ্মশানতুল্য অরণ্য মধ্যে অকালে কাল কবলে পড়িতে হইল।

বসন্তসেনার এই রূপ ও অন্যবিধ বিবিধ কাতরনাদে, বোধ হয়, অচেতন বৃক্ষ লতা, পর্ব্বত প্রভৃতি কঠিনাত্মক স্থাবর শরীরে কারুণ্য রস সঞ্চারিত হইল। গগন মণ্ডলে ভগবান্ মার্ত্তণ্ড প্রচণ্ড ময়ূখ বিস্তারিত করি-

লেন। বেলা ঠিক্ দুই প্রহর হইল। সূর্য্য কিরণে দশদিক্ দগ্ধ হইতে লাগিল। প্রলয় পবন যেন ঝঞ্ঝানিস্বনে বহিতে লাগিল, রবি কিরণে উত্তপ্ত বালুকা সকল বায়ুভরে উড্ডীন হইয়া আকাশ তল আচ্ছন্ন করিল, মৃগ গণ সন্তপ্ত হইয়া ঘনচ্ছায় বৃক্ষ মূলে বসিয়া নিমীলিত নয়নে রোমন্থ করিতে লাগিল। বরাহ মহিষ গণ্ডার প্রভৃতি পশু গণ পঙ্কময় পল্বলে অবগাহন করিল। পক্ষিগণ নিস্তব্ধ, কেবল তৃষ্ণাতুর চাতক কুল মুক্তকণ্ঠে ধ্বনি করিতেছে। এইমাত্র শুনিতে শুনিতে বসন্তসেনা হা মাতঃ! হা নাথ! চারুদত্ত,এই পরম পাপীয়সী অকারণে অসিবল্লরীতে আত্মশিরঃ সমর্পণ করিতেছে, এই কথা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, এবং হা গুণনিধে! হা আর্য্য চারুদত্ত। এই অক্ষয় রসনা যন্ত্রে আলাপ করিতে করিতে নেত্রজলে বসন্তসেনার কপোলদেশ ভাসিতে লাগিল। লাবণ্য বিনিময়ে সর্ব্বশরীরে মালিন্য সঞ্চার হইল।

দুরাত্মা নিষ্ঠুরচেতাঃ চারুদত্তের আর নাম শুনিতে না পারিয়া ক্রোধে প্রস্ফুরিতাধর কম্পান্বিত কলেবরে প্রসারিত বাহুদ্বয়ে গুণবতী সতী-

র কণ্ঠ পীড়ন পূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষিপ্ত করিল, বসন্তসেনা চৈতন্য শূন্য হইয়া পড়িতে পড়িতে প্রিয়ম্বদ ভুজলতালম্বনে তাঁহাকে ধরিল। দেখিতে দেখিতে নেত্রনিশ্চল ও উদ্ধমীলিত হইল। ইন্দ্রিয় সকল নিশ্চেষ্ট হইল। শিরীষ কুসুম পরিপেলব অঙ্গলতা কঠিন হইল। মুখেন্দু কান্তি মলিন হইল। সুবর্ণ সমানবর্ণ নীলরূপে পরিণত হইল। প্রিয়ম্বদ প্রভাকে মৃতা হওয়া দেখিয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। বসন্তসেনা ছিন্ন মূল লতার ন্যায় ভূমিতলে বিলুণ্ঠিত হইলেন। ইত্যবসরে দুরাত্মা সংস্থানক পত্র পুঞ্জে শবদেহ লুক্কায়িত করিল এবং মৃতপ্রায় মূর্চ্ছিত প্রিয়ম্বদকে লতাপাশে বদ্ধ করিয়া নিজগৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিল।

এদিকে সন্ন্যাসী সমাধি সমাপনান্তে একখানি আদ্র চীবর পলাশ পুঞ্জে শুকাইতে দিয়া অশোক তরুর ছায়া মণ্ডপে উপবেশন করিলেন। অনন্তর পরিব্রাজক পরব্রহ্মচিন্তনে চিত্ত নিবেশের বাসনা করিলেন, কিন্তু অচির প্রবৃত্ত সমাধি নিমিত্তে আত্মমনকে সম্পূর্ণ ভাবে বিষয় বিরত না দেখিয়া মনে মনে চিন্তাকরিলেন। হা, পা-

পিষ্ঠ চিত্তকে অদ্যাপি বাসনা বিমুখ করিয়া প-রমাত্মাতে একতান করিতে পারিলাম না? আবার ভাবিলেন আমি ইন্দ্রিয় নিগ্রহ পূর্ব্বক শমদমাদি সাধন চতুষ্টয়ে সুসম্পন্ন না হইলেই বা কি প্রভাবে তত্ত্বপথের অধিকারী হইব? আর আমি যাবৎ সেই কাতর বৎসলা বেশবলার কোন প্রত্যুপকার না করি, তাবৎ আমার ধর্ম্মানুষ্ঠান সকল বিফল হই-তেছে। সন্ন্যাসী এই রূপ আত্মদুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িতেছেন। এমন সময় সম্মুখস্থিত শুষ্ক পর্ণ পুঞ্জ হইতে সহসা মর্ম্মর শব্দ উত্থিত হইল। যোগী উন্নতগ্রীব হইয়া চমকিত চিত্তে নিরীক্ষণ করিলেন। পত্রস্তূপ হইতে অকস্মাৎ একটি মনু-ষ্যের হস্তমাত্র নিঃসৃত হইল। এই আশ্চর্য্য কর ব্যাপার দেখিয়া পরিব্রাজকের মন একেবারে বি-স্ময় সাগরে অভিভূত হইয়া উঠিল। বহুক্ষণ শঙ্কিত হৃদয়ে বিতর্ক করিয়া পরিশেষে পত্রোপ-রিস্থিত, চীবরখানি তুলিয়া লইলেন। বায়ুবেগে পর্ণপুঞ্জ চতুর্দিকে প্রচলিত হইল। সন্ন্যাসী দে-খিলেন এক অনুপম রূপ লহরী, তরুণী সীমন্তি-নী ধরাতলে ধূলি ধূসর সর্ব্বাঙ্গে বিলুণ্ঠন করিতেছে,

এবং পুনঃ পুনঃ মুখব্যাদান পূর্ব্বক জীবন রক্ষা-হেতু পিপাসা প্রকাশ করিতেছে।

সন্ন্যাসী তখন এই বিস্ময়াবহ ঘটনা বিলোকনে এতাদৃশ হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন, আর বসন্ত সেনার রূপ লাবণ্যও এতাদৃশ কান্তিশূন্য হইয়াছিল। যে এতদুভয় তুল্য ভাবে যোগী পূর্ব্ব পরিচিত, উপকারিণী বলিয়া প্রতীতিপক্ষে বিপক্ষ হইল। অনন্তর পরিব্রাজক নিজকমণ্ডলু হইতে তীর্থবারি লইয়া বসন্তসেনার বদন কমলে বিন্দু বিন্দু করিয়া সেচন করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ বিলম্বে বেশবালার অপেক্ষাকৃতচেতনা জন্মিল। চিরনিমীলিত নয়ন যুগল ক্রমে ক্রমে উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, সন্ন্যাসি বেশী কোন মহাত্মা তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন। যোগিকৃত জীবনদান এবং তালবৃন্ত বীজনে পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক স্বাস্থ্যলাভ করিলেন। ভাবিলেন, আমি কোথায় ছিলাম এখানে কেন ধরণীতলে শয়ন করিয়াছি? সন্ন্যাসী আমাকে কেন ব্যজন সঞ্চালন করিতেছেন? কিছুই বুঝিতে পারি না মুহূর্ত্তকাল এই রূপ ধ্যান করিতে করিতে ক্রমশঃ তাঁহার হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয় গণ সবশ হইল। মনে করিলেন,

যেন তিনি পৃথিবীতে এই প্রথম আসিলেন। ফলতঃ তৎকালে তাঁহার কোন জ্ঞান ছিল না। কি জন্য এমন দশা ঘটিয়াছিল, তাহা মনে পড়িল না। সুতরাং সাতিশয় বিস্মিত চিত্তে সকলই যেন নূতন দেখিতে লাগিলেন। অনেককাল বিলম্বে সেই প্রাণদাতা পরিত্রাতা মহাত্মার প্রতি নেত্রপাত করিয়া বিস্ময় পূর্ণ মনে ভাবিলেন এই ব্যক্তি কি প্রাণ দান জন্য ছদ্মবেশে আসিয়া আমাকে শুশ্রূষা করিতেছেন। আবার ভাবিলেন, আমি পূর্ব্বে কখন যেন এই ব্যক্তির সহিত বহুক্ষণ কথোপকথন করিয়া ছিলাম। কিন্তু চিনিতে পারি না কেন. মনে মনে এই রূপ বিতর্ক করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীও বসন্তসেনার অলোক সামান্য রূপ লাবণ্য বিলোকনে মনে করিল, এই কামিনী কি গন্ধর্ব্ব বা কিন্নর গণের অভিশাপে এই কাননে আসিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিল? আবার ভাবিলেন আমার অন্তঃকরণ কি নিমিত্তেই বা ইহার সেবা শুশ্রূষাতে নিতান্ত অনুরক্ত হইতেছে।

উভয়ে এই রূপ বিতর্ক করিতে করিতে পরস্পর স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে প্র-

জ্ঞাবতী বসন্তসেনা,সন্ন্যাসী বেশী সেই সম্বাহক বলিয়া জানিতে পারিলেন এবং উভয়ের সংশয়োচ্ছেদ হইল। অনন্তর বসন্তসেনা পূর্ব্ব পরিচিত জন সন্দর্শনে একেবারে শোক বিস্ময় এবং সন্তোষের আবাস ভূমি হইয়া উঠিলেন। তাঁহার নয়নযুগলের অশ্রুধারা শোক চিহ্ন প্রকাশ করিল। মুখ পদ্মের জড়তা তখন স্ময় লক্ষণ ব্যক্ত করিল। এবং হৃদয়ের প্রসন্নতা কেবল সন্তোষ পক্ষে পক্ষপাতিনী হইল। সন্ন্যাসী বিদেশী সংবাহক সেই চিরশরণ্য করুণাকরী কামিনীর এই ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বসন্তসেনা অতি মৃদুস্বরে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তারিত ক্রমে বর্ণন করিলেন, সন্ন্যাসী এই সমস্ত বিপদ বাক্য শুনিয়া সাতিশয় বিষণ্ণ বদনে বারম্বার বিলাপের সহিত আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে বলিলেন। আর্য্যে অদ্য আপনি মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া কায়িক ও মানসিক দুঃখে ম্রিয়মাণ আছেন, অতএব এক্ষণে নিজ নিকেতনে গমন করিতে আপনার সামর্থ্য হইবে না। নিবেদন করি এই উপবনের সান্নিধ্যে আমার আশ্রম আছে। সম্প্রতি সেই স্থানে অবস্থিতি করিলে আপনি সুস্থ

হইতে পারিবেন। এবং আমিও কৃতার্থ বোধে আপনাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিব। যে দিবসে মাথুর ও সভিক নামা সেই দুর্দ্দান্ত দস্যু দ্বয় আমার জীবন নাশে উদ্যত হইয়াছিল, সেদিন কেবল আপনারই অপরিমেয়, অপরিসীম, এবং অনির্ব্বচনীয়, করুণাবারি সেচনে আমার দগ্ধদেহ শীতল এবং পবিত্র হইয়াছিল। হে কৃপাময়ি! আমি আমরণ কাল পর্য্যন্ত আপনকার সেই উপকার হৃদয় কোষে দৃঢ়বদ্ধ করিয়াছি। আপনার নাম ইষ্টমন্ত্র সঙ্গে আলাপ করিতেছি এবং যাবৎকাল জীব লোকে জীব রূপে বিচরণ করিব তাবৎ তোমার অপার কৃপার বিন্দু বিসর্গও ভুলিতে পারিব না। বসন্তসেনা সন্ন্যাসিবেশী সংবাহকের বিনয় গর্ভ বাক্য শুনিয়া অগত্যা তাহাতেই সম্মতি করিলেন। সন্ন্যাসী তাহার হস্ত ধরিয়া অল্পে অল্পে আত্ম আশ্রমে লইয়া আসিলেন। এবং তাঁহার শরীর গ্লানি বিমোচন জন্য নানা প্রকার প্রতীকার করিতে লাগিলেন। গুণবতী যোগীর শ্রদ্ধাদত্ত শীতল সলিল ও সুস্বাদু ফল মুল ভক্ষণে পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইলেন।

গুণাকর চারুদত্ত স্বপুরে পাদ প্রক্ষেপমাত্র শুনিলেন, বসন্তসেনা রোহসেনকে আপন অভরণ সকল দান করিয়া পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে গিয়াছেন। কিন্তু পথি মধ্যে তদীয় গমনের কোন সঞ্চার না পাওয়াতে ভাবিলেন, প্রিয়তমা বুঝি আমার নিকটে সমুচিত সমাদর না পাইয়া অভিমানে নিজ নিলয়ে গমন করিয়াছেন। আহা! কেন আমি তাঁহাকে না বলিয়া গিয়াছিলাম। এখন আমার মন কেন এত বিষণ্ণ হইল। অনিমিত্ত দর্শনের কি এই ফল? প্রাণেশ্বরী কোথায় রহিলেন। কেন আমি এক বাসরের জন্য তাহার সহিত আলাপ করিলাম। আহা! সেই কামদেবায়তন উদ্যানে যে দিন তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া নেত্র যুগল সার্থক করি, তদবধি নিরন্তর আমার চিত্ত তাঁহার চিত্তের সঙ্গে মিলিত হইয়া সতত লীলা করিতে সমুৎসুক ছিল। এখন অকারণ কেন সেই মন চঞ্চল হইল। আর কি তিনি আমার সহিত আলাপ করিবেন না। হায়! প্রেম সূত্রের সঞ্চার হইতেই কি বিচ্ছেদ ঘটিল। ভবিধি কি এত যন্ত্রণা দিবে! কেন আমার মন ক্ষণে ক্ষণে সেই প্রাণেশ্বরীর হেতু উচ্ছসিত হইতে-

ছে? হা দগ্ধ মন্মথ! কে তোমাকে এই অঘটন ঘটনার জন্য উপাসনা করিয়াছিল, কি মোহন বাণে তাঁহাকে তুমি আমার নিকট আনিয়াদিলে। কি অপরাধে আমার প্রাণেশ্বরীকে আমাছাড়া করিলে, কিছুই বুঝা যায় না।

চারুদত্ত বারম্বার এই প্রকার অনুতাপ করত প্রিয় ভাসিনী বিরহে নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন। মৈত্রেয় তখন হাস্য করিতে করিতে বলিলেন, সখে! আমি তখনি বলিয়াছিলাম, বেশবালার প্রতি বিশ্বাস করা অত্যন্ত মূঢ়ের কর্ম্ম। তোমার তাদৃশ গাম্ভীর্য্য কোথায় রহিল? তত্ত্বজ্ঞানের বুঝি এই ফল জন্মিল? নীতি শিক্ষকের এই দশা ঘটিল? অতঃপর আর অপরে কে তোমার দৃষ্টান্তে চলিবে? কে তোমাকে সাধু বলিবে? সখে শান্তহও, ভবাদৃশ স্থিরস্বভাব ধীর ব্যক্তিরা যদি এপ্রকার মুগ্ধ হয়, তবে চঞ্চলচিত্ত মূর্খ জনের অপরাধ কি? বয়স্যের উপদেশ গর্ভ ব্যঙ্গ বাক্য সকল হৃদয়ঙ্গম হওয়াতে চারুদত্ত অপেক্ষাকৃত ধৈর্য্য অবলম্বন করিলেন, এবং দীন নয়নে মৈত্রেয় পানে নিরীক্ষণ করত কহিলেন, সখে সম্প্রতি তুমি আমার

জীবন জীবনী সেই কামিনীর সংবাদ আনিয়া দেও। আমার প্রাণাধিকা প্রিয়ভাসিনী কেন অভিমানিনী হইলেন, তুমি অবিলম্বে জানিয়া এস। আমাকে অধীর ও মুগ্ধ দেখিয়াও ঘৃণিত বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইয়া যদি আর ক্ষণকাল বিলম্ব কর, তবে জন্মের মত তোমার প্রিয়বয়স্যের দর্শনও দুর্লভ হইবে।

মৈত্রেয় অকস্মাৎ বিনামেঘে বজ্রপাত তুল্য তাদৃশ জ্ঞানরাশি জিতেন্দ্রিয় জনের অবিশ্রান্ত কাতরোক্তি শুনিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইলেন। ভাবিলেন, দুরাত্মা কন্দর্পের অসাধ্য কিছুই নাই। তাহার সম্মোহন পুষ্পশরে না করিতে পারে এমন কিছুই নাই। ভগবান্ শশাঙ্কশেখর ধ্যান ভঙ্গ কালে তাহার পাপ দেহ দগ্ধ না করিয়া যদি কুসুম চাপ এবং পুষ্পশর সকল ভস্মসাৎ করিতেন, তাহা হইলে আর ঈদৃশ মহাভাগের এমন দুর্দ্দশা ঘটিত না। যাহা হউক, আর সখার বাক্য হেলন করা উচিত হয় না। এই বলিয়া প্রস্থানে উদ্যত হইলেন। কতিপয় ভূমিতে পাদ নিক্ষেপ না করিতেই চারুদত্ত প্রিয় সম্বোধনে কহিলেন, সখে রোহসেনকে প্রদত্ত তাঁহার অলঙ্কার সকল লইয়া যাও। আমার বিন-

য়ের সহিত কহিবে, “ সুন্দরি! রোহসেন শিশু স্ব-
ভাব বশতঃ স্বর্ণ শকট লালসে রোদন করিয়াছিল;
সম্প্রতি শান্ত হইয়া সে সকল কথা ভুলিয়াছে,
অতএব আপনার বহুমূল্য বস্তু আপনারই হউক”।
মৈত্রেয় মনে ভাবিলেন, এই পাপরাশি ভূষণ রাশিই
এত বিপদের মূল কারণ। অতএব এই দণ্ডে অ-
লঙ্কার গুলা গৃহ হইতে বিসর্জ্জন করা শ্রেয়স্কর
বটে। এই ভাবিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।
এবং মনোরমার সন্নিধান হইতে বসন্তসেনার ভূষণ
পুঞ্জ লইয়া বয়স্যের বাঞ্ছা সিদ্ধি নিমিত্তে যাত্রা ক-
রিলেন।

এদিকে দুরাত্মা সংস্থানক স্বহস্তে স্ত্রীহত্যা ক-
রিয়াও প্রসন্নচিত্তে রাজভবনে গমন করিল। দে
খিল, মহারাজ পালক মহীপাল স্বর্ণ সিংহাসনোপ-
রিভাগে অধ্যাসীন হইয়া প্রজা পুঞ্জের অভিযোগ
নিষ্পন্ন করিতেছেন। ঊর্দ্ধপ্রসারিত, অতি বিস্তারিত
মণি মুক্তামণ্ডিত, চন্দ্রাতপ প্রভা দ্বারা সভা মণ্ডপ
সমুজ্বল হইয়াছে, মধ্যভাগে এবং চতুর্দ্দিকে অন্যা-
ন্য সভাসদ্গণ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সহসা বোধ
হয় যেন দিবাভাগে তারাপতি শশাঙ্ক ভূমণ্ডলে

উদিত হইয়াছেন। দক্ষিণ ভাগে মন্ত্রী, সব্যদেশে অভিযোক্তা, সকল, দণ্ডায়মান আছে। ইত্যবসরে প্রতীহারী আসিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে নিবেদন করিল, মহারাজ! আর্য্য সংস্থানক আসিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন। অনুমতি হইলে সন্নিহিত হইয়া স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করেন। রাজা পূর্ব্বাপর দুরাত্মার দৌর্জ্জন্য বিশেষ জানিতেন, সুতরাং সভাস্থ ব্যক্তি বর্গের মুখপানে কটাক্ষ করিয়া তাহার প্রবেশের আদেশ করিলেন। সংস্থানক নৃপতি গোচরে বদ্ধাঞ্জলি পুটে প্রণতি পুরঃসর এক আবেদন পত্র প্রদান করিল। সভাসদ্গণ ত্রস্ত হইয়া মনে করিল, দুরাত্মা অধিকরণ মণ্ডপে অদ্য যখন পাদ নিক্ষেপ করিয়াছে ইহাতে কোন না কোন বিপদ উপস্থিত হইবে। রাজা মন্ত্রীর প্রতি আবেদন পত্র পাঠের ভার সমর্পণ করিলেন। সচিব পাঠ করিতে লাগিল।

অদ্য মধ্যাহ্ন সময়ে আমি আর্য্যকের অনুসন্ধানার্থ নগর প্রান্তে পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম, এক পরমা সুন্দরী স্ত্রী মৃতদেহে ভূমি শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে।

নিকটে গিয়া তদীয় গলদেশে আঘাত চিহ্ন বিলোকনে বুঝিলাম, কোন ব্যক্তি বাহু পাশে কণ্ঠপীড়ন পূর্ব্বক তাহাকে বিনাশ করিয়াছে। পরিশেষে আমি এই বিস্ময়াবহ ব্যাপার দর্শনে ভয়াকুল হইলাম। সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া শুনিলাম, এই বলিয়া না, না, বুঝিলাম, ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে সার্থবাহ চারুদত্ত, উক্ত উপবনে বসন্তসেনা নামে এক বেশবালাকে আনিয়াছিল। পরে সেই ধনলুব্ধ দস্যু তাদৃশী কন্যার বহুমূল্য ভূষণ সকল অপহরণ করিয়া বেশবালার তাদৃক্ দশা করিয়াছে। আমি ইহার আর কিছুই জানি না, সম্প্রতি মহারাজ যথার্থ বিচার করুন"।

আদ্যোপান্ত এই বিস্ময়াবহ বৃত্তান্ত শুনিয়া সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তি ভয়মোহে বিহ্বল হইল রাজা প্রণিহিতচিত্তে সমুদয় বিবরণ শ্রবণ করিলেন। এবং সহাস্য বদনে মন্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। দুরাত্মা সংস্থানক ইহাতে মনোমধ্যে অন্যথা ভাবিয়া সগর্ব্বভাবে কহিল। মহারাজ! চারুদত্ত সম্প্রতি দীন ভাবাপন্ন সুতরাং অর্থলোভে লোকের অকর্ত্তব্য কি, আছে? মন্ত্রী বলিল ভগবন্ এবিচার,

অতি বিষম শঙ্কট, অতএব আদৌ বসন্তসেনার জননী মদনসেনাকে বিচারস্থানে আনিতে হইবে। রাজা! মন্ত্রিবাক্যে মদনিকার নিকটে বীরক নামা এক দূতকে প্রেরণ করিলেন। এদিকে মদনসেনা দুহিতার দুঃসহ দুঃখ ঘটনার সঞ্চার কিছুমাত্র না জানিয়াও মাতৃস্নেহ বা আন্তরিক উৎকণ্ঠার সহিত কাতর বদনে বসিয়া আছেন, এমৎ কালে মৈত্রেয় আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। মৈত্রেয় মদনসেনার সকাতর ভাব দেখিয়া ঈপ্সিত সিদ্ধির ব্যাঘাত নিশ্চয় জ্ঞানে কহিলেন আর্য্যে! গুণবতী বসন্তসেনা সম্প্রতি কোন্ প্রকোষ্ঠে অধিবাস করিতেছেন। মদনসেনা মৈত্রেয়ের আগমনে প্রজ্জ্বলিত অন্তঃকরণ শীতল বোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারই মুখে তনয়ার অনুদ্দেশ বাক্য শ্রবণে এবং অন্তঃকরণগত অশুভ ভাবের উদয়ে দৃঢ় সংবদ্ধ কাতর হৃদয়ের কপাট উদ্‌ঘাটন করিলেন। হা মাতঃ হা অবন্তিপুরস্থির কমলে, বসন্তসেনে! তুমি এই হতভাগিনী জননীকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় রহিলে। তুমি স্বাভিমত স্বামি সম্ভোগ বাসনায় গৃহত্যাগ করিয়াছ শুনিয়াও সুস্থির ছিলাম। সম্প্রতি

এ আবার কি নিষ্ঠুর কথা শুনিলাম? কি হইল, হা বৎসে! মার উপরে অভিমান করিয়া কি, নিভৃত স্থানে লুক্কায়িত আছ; হা বসন্তসেনে! হা পুত্রি! আমার অন্তঃকরণে কেন অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইল? হা আমি কোথায় যাব? কোথায় গিয়া তোমাকে দেখিতে পাব? হা মদেক পুত্রি! হা জগদেক চন্দ্রিকে! তুমি এই পুর অন্ধকার করিয়া কোথায় রহিলে?

মদনসেনা এই রূপে মুক্ত কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। মৈত্রেয় এই ভয়ানক সময়ে উপস্থিত হইয়া হতবুদ্ধিরন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন, মদনসেনা নিজ পুত্রীর অনিমিত্ত ভাবিয়া মুহুর্মুহু মুক্ত কণ্ঠে বিলাপ করিতেছেন, ইত্যবসরে রাজ দূত আসিয়া নৃপাদেশ অবগত করিয়া তাঁহাকে অধিকরণ মণ্ডপে লইয়াগেল। একে পরম প্রেমাস্পদ কন্যার বিরহে নিতান্ত শোকাকুল চিত্ত তাহাতে আবার সহসা নৃপতি গোচরে সাক্ষাৎ বিষয়ে অবলাজাতির কতদূর লজ্জাকর। কিন্তু কি করেন্ অগত্যা রাজার আদেশে যবনিকার অন্তরালে উপবিষ্ট হইলেন। রাজা কহিলেন। অয়ি বৃদ্ধে!

তোমার দুহিতা কোথায়? মদনসেনা বাষ্পাকুললোচনে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন। মহারাজ! আমি তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত কিছুই জানি না। শুনিয়াছি গত বাসরাবধি সে সার্থবাহ পুত্র চারুদত্তের গৃহে বসতি করিতেছে। সংস্থানক একথায় কর্ণপাতমাত্র আনন্দে নৃত্যকরিতে করিতে কহিল, মহারাজ! চারুদত্তের সঙ্গেই আমার বিবাদ এক্ষণে সেই পাপিষ্ঠকে আনাইয়া সবিশেষ শ্রবণ করুন, এই রূপে বারম্বার উন্মত্তের ন্যায় জল্পনা করিতে লাগিল। অনন্তর রাজা চারুদত্তকে আনিতে শোধনক নামা সন্দেশহারকের প্রতি কটাক্ষ করিলেন। শোধনক, তৎক্ষণাৎ শ্রেষ্ঠি চত্বরে আসিয়া গুণাকরকে লইয়া রাজার নিকটে উপস্থিত হইল। চারুদত্ত একে বসন্তসেনার বিরহে ম্রিয়মাণ, তাহাতে আবার আপনাকে অভূতপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব অভিযুক্ত বোধে মনে মনে নানাবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন ভূপতি আমার কুলশীল মান মর্য্যাদা জানিয়াও যখন অধিকরণ স্থলে আহ্বান করিলেন, ইদানীন্তন মদীয় দুরবস্থাই ইহাকে সহায়তা করিল। আবার মনে করিলেন, আমি আর্য্যকের

বন্ধন মোচন করিয়াছি, রাজা চারচক্ষুতে দৃষ্টি করিয়া বুঝি তৎকারণেই আমার মান সম্ভ্রমে হস্তক্ষেপ করিলেন।

অনন্তর গুণাকর চারুদত্ত, অধোবদনে ভূপতি সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। সভা সঙ্কীর্ণ তাঁহার অলোক সামান্য রূপ লাবণ্য দর্শন করিয়া বিতর্ক করিল। হা! সুসদৃশ শ্রীসম্পন্ন পশু পক্ষীও কখন অকারণ দোষ ভাজন হয় না। অতএব এতাদৃশ রমণীয় রূপ সম্পন্ন পুরুষ কিজন্য মহাপাপ কলঙ্কে অঙ্কিত হইল? ধার্ম্মিকবর চন্দনক, ভূপতির অনুমতি অপেক্ষা না করিয়া গুণাকরের উপবেশনার্থে সুচারু-দারুময় আসন প্রদান করিল। দুরাত্মা সংস্থানক সাসূয় বাক্যে বলিল, আহা কি অন্যায় নিয়ম, কি নীতিশূন্য রাজ সমাজ, স্ত্রী ঘাতকের এত সম্মান, উন্মত্তবৎ এই রূপে অবিরত আস্ফালন করিতে লাগিল। রাজা কহিলেন, সার্থবাহ কুমার এই বৃদ্ধার দুহিতা বসন্তসেনার সহিত তোমার প্রণয়, প্রীতি বা সদ্ভাব আছে। গুণাকর এবাক্যে সমধিক নম্রমুখ হইয়া রহিলেন। সর্ব্বশরীর স্পন্দ শূন্য, বোধ হইল যেন চিত্রকর তদীয় প্রতিকৃতি

মাত্র লিখিয়া দিল। মদনসেনা চারুদত্তের অদৃষ্ট পূর্ব্ব অপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া দুহিতার স্বামি সৌভাগ্য বিষয়ে একেবারে স্তুতি, নিন্দার সহিত আক্ষেপের মধ্য বর্ত্তিনী হইলেন। রাজা, চারুদত্তকে বিস্মিত ও চমৎকৃত দেখিয়া হাস্য করিতে করিতে মন্ত্রীর দিকে কটাক্ষ করিয়া কহিলেন, অভিযোগে অভিমানী হওয়া এবং মৌনাবলম্বন করা অতি অবোধের কর্ম্ম। গুণাকর রাজার পরিহাস বাক্যবাণে জর্জ্জরিত হইয়া আর ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না। কহিলেন, সবিশেষ বৃত্তান্ত না জানিয়া অসম্বদ্ধ প্রলাপীর ন্যায় কি কথার উত্তর করিব? সংস্থানক আত্মকৃত পাপের গোপনাভিপ্রায়ে উদ্ধত বাক্যে বলিল, আহা! কি আশ্চর্য্য "বসন্তসেনা কোথায় আছেন," ইহার উত্তর কি হইল?

এই রূপে সকলে সমবেত হইয়া বহুবিধ বাক্যের আন্দোলন করিতে লাগিল। পরিশেষে রাজা কহিলেন, চারুদত্ত! তুমি যথার্থ রূপে এই সকল কথার উত্তর কর। প্রথমতঃ বসন্তসেনা তোমার নিকেতনে আছেন কি না, কিম্বা সম্প্রতি স্থানান্তরে গিয়াছেন, কি নিজপুরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, এবং তাহার

কোন সখী সঙ্গে ছিল কি না, বিস্তারিত ক্রমে স-কল বর্ণন কর। চারুদত্ত বজ্রাঘাত তুল্য বাক্যের ভাব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, ক্ষণকাল মনে মনে চিন্তা করিয়া কহিলেন। মহারাজ! বসন্তসেনা গত দিনে মদীয় সদনে আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু গমন কালে আমার সহিত সাক্ষাৎ না হওয়াতে সবিশেষ সংবাদ বলিতে পারিলাম না। দুরাত্মা সংস্থানক, গুণাকরের তাবৎ বাক্য সমাপ্তি না হই-তেই চীৎকার করিয়া কহিল, আহা! কি প্রমাদ, যে ব্যক্তি প্রিয়বাদী, সত্যপরায়ণ, পরদুঃখ কাতর বলিয়া ভুবন তলে বিখ্যাত, সে পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে স্বহস্তে স্ত্রীহত্যা করিয়াও রাজসভা মধ্যে অনায়াসে মিথ্যা বাক্য ব্যবহার করিতেছে। এত দিন পর্য্যন্ত অনেকে যাহার দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্গুণ জনিত যশোগান করিত, অদ্যাবধি তাহাকে পরম পাপিষ্ঠ নরাধম বর্ব্বর বলিয়া আহ্বান করিবে। এই বলিয়া যথেচ্ছাচারে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল।

মৈত্রেয় পথি মধ্যে বয়স্যের বিপদ শুনিয়া সত্বর ভা-বে অধিকরণ মণ্ডপে আসিলেন, অলঙ্কার সকল সঙ্গে-ই রহিল। ক্রমে ক্রমে সভা মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রিয়

বয়স্তের ঈদৃশ দুরবস্থা দর্শনে এবং বিনাদোষে কলঙ্ক কথা শ্রবণে নিতান্ত ক্রোধান্ধ হইয়া দুরাত্মার সহিত বাক্ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। কহিলেন, অরে দুঃশঙ্কন দুষ্টমতে! যিনি পল্লবচ্ছেদ ভয়ে কুসুমিত লতার আকর্ষণ করিয়া কদাপি পুষ্প চয়ন করেন না। তাঁহার প্রতি মহাপাপ আরোপ করিতে তোর কিছুমাত্র শঙ্কা হইল না। আঃ দুরাত্মন। তুমি প্রদীপ্ত হুতাশনে হস্তক্ষেপ করিয়াছ। বাহুযুগে সাগর সন্তরণে কামনা করিয়াছ। যিনি যাচক গণের মনোরথ সিদ্ধি সাধনে নির্ধন হইলেন। তিনি যে অর্থলোভে নারীবধ করিয়াছেন, একথা শ্রবণ করিলেও নরকগামী হইতে হয়। তুই ইহলোকে রাজশ্যালক বলিয়া আপনাকে ঈশ্বর জ্ঞান করিয়াছিস; তোর ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাপে পৃথিবী আর ভার ধারণ করিতে পারেন না। স্বয়ং স্ত্রীবধ করিয়াও নিরস্ত নহিস্। সম্প্রতি অবন্তিপুর শিরোরত্ন পুরুষ পুঙ্গবের প্রাণ বিনাশে প্রতিজ্ঞা করিয়াচিস্। ইহ কালে রাজপ্রিয় বলিয়া জয়ী হইবি। কিন্তু যখন ধর্ম্ম রাজের বিচার মন্দিরে উপস্থিত হইবি, তখন এই সকল

মহাপাপের প্রতীকার জন্য তোরে রসাতলে কৃমি কীটময় নরক ভোগ করিতে হইবেক।

মৈত্রেয়ের কটু বাক্যে রোষ পরবশ হইয়া দুরাত্মা দণ্ডকাষ্ঠ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রহার করিতে প্রস্তুত হইল। মৈত্রেয় আত্ম রক্ষার্থে যেমন বাহুদ্বয় প্রসারিত করিবেন, অমনি তাঁহার কক্ষস্থিত স্বর্ণাভরণ ভূতলে পতিত হইল। তখন দুর্ম্মানুষ সংস্থানক হাস্য বদনে কহিয়া উঠিল, দেখুন দেখুন, মহারাজ! এই সকল অলঙ্কার লোভে চারুদত্ত বসন্তসেনাকে বিনাশ করিয়াছে। সভাসদগণ তদ্দর্শনে অধোবদন হইল। রাজা মন্ত্রীর সহিত ঐক্য ভাবে বিচার করিয়া গুণাকর চারুদত্তকে ঘাতক ও দোষী নিশ্চয় করিলেন। এবং চণ্ডাল গণের প্রতি অনুমতি হইল চারুদত্ত অর্থ লোভে বসন্তসেনার প্রাণ বিনাশ করিয়াছে, অতএব এই কপটবেশী সাধু পুত্রের কণ্ঠ দেশে ঐ সকল অলঙ্কার বন্ধন করিয়া নগরময় ডিণ্ডিম প্রচার করিতে হইবে। রজনী প্রভাতে শ্মশানে আমি স্বয়ং দণ্ডায়মান থাকিয়া সাধুম্মন্য পাপিষ্ঠের প্রাণ হননে অনুমতি করিব। গুণাকর চারুদত্ত, দস্যুপাল পালক রাজার অন্যায় ও হৃদয় বিদী-

র্ণকর কথা শুনিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টি পূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে কহিলেন। আমি আজন্ম যদি সত্যপথ হইতে বিচলিত না হইয়া থাকি, এবং পরমপিতা পরমেশ্বরের প্রতি যদি আমার দৃঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি থাকে, তবে প্রভাত না হইতেই এই পাপময় রাজবংশ ধ্বংস হইবে। দুরাত্মা পালক একথায় কর্ণপাত না করিয়া সভাসদ্গণের সহিত অধিকরণ মণ্ডপ হইতে গাত্রোত্থান করিল। চারুদত্ত ভূস্বামীর অবিচারে পরাভূত হইয়া অধোবদনে বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিশ্বাস নিঃসৃত শোকাগ্নিময় বায়ুর তাপে যেন অবন্তি নগরী দগ্ধ হইতে লাগিল। গুণাকর অশ্রু পূর্ণ নয়নে প্রিয় বয়স্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! অবিবেকী অবিমৃষ্যকারী রাজার অন্যায় বিচারে অপমানিত হইয়া আর ক্ষণকাল নিমিত্তে জীবন ধরিতে সামর্থ্য নাই, এক্ষণে এই স্থানেই জীবন বিসর্জ্জন করিয়া এই কলঙ্ক হইতে মুক্ত হই। তুমি চিরকাল আমার প্রতি যে স্নেহ করিতে অদ্যাবধি রোহসেনে সেই স্নেহ ভাণ্ডার সমর্পণ কর। মনোরমাকে আত্মনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন কর, ধন সম্পত্তি যাহা আছে তত্তাবৎ

তোমারই রহিল, তুমি তাহা হইতে শিশু রোহসেনের ও মনোরমার দুঃখ মোচন করিও।

মৈত্রেয় প্রাণাধিক প্রিয় সুহৃদের শোক বাক্যে শোক মোহে মূর্চ্ছিত হইলেন। এবং অশ্রুকলুষিত নয়নে কহিলেন, সখে! তুমি মরণাবধারণে দৃঢ় প্রত্যয় করিয়া কেন ম্রিয়মাণ হইতেছ? ভবাদৃশ মহাত্মা গণের অকালে অকারণ প্রাণ বিয়োগ হইলে বিশ্বেশ্বরের বিশ্বরাজ্য এপর্য্যন্ত স্থিরতর থাকিত না। সখে! স্থির হও, শোকাবেশ সম্বরণ কর। প্রজ্বলিত হুতাশনে দগ্ধ নগর যেমন বিন্দুবারি বর্ষণে শীতল হয় না, চারুদত্ত তেমনি সুহৃদ বাক্যে শান্ত না হইয়া মুহুর্মুহু মোহিত ও মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তকাল বিলম্বে মৃদুবচনে বলিলেন, সখে! তুমি চিরকাল আমার প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া আসিতেছ, সম্প্রতি একবার রোহসেনকে লইয়া আইস। মৃত্যুকালে পুত্র মুখ নিরীক্ষণ করিলে স্বর্গবাস হইবে। মৈত্রেয় তৎক্ষণাৎ দ্রুতবেগে রোদন বদনে গমন করিলেন। রাজপুরুষ গণ গুণাকরের বাহু যুগলে পাশ বন্ধন করিয়া রাজ পথের অতিথি করিল।

নগরময় কিম্বদন্তী হইল, চারুদত্ত অর্থ লোভে

বসন্তসেনার প্রাণ বিনাশ করিয়াছেন। এই হেতু পালক রাজার বিচারানুসারে সম্প্রতি তিনি বধ্য ভূমিতে আনীত হইতেছেন। এই আকাশ ভেদী বাক্যে অবন্তিপুর বাসি আবাল বৃদ্ধ বণিতা গণ রাজ মার্গে আসিয়া দেখিল, চারুদত্ত অধোবদনে স্তিমিত লোচনে দণ্ডায়মান আছেন। যে শিরীষ পুষ্প সদৃশ কোমলকর যুগল হইতে অর্থলাভ করিয়া কতশত ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছে, সম্প্রতি সেই পাণিদ্বয়ে চণ্ডালগণ পাশবন্ধন করিয়াছে, নয়নেন্দীবর হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে। গলদেশে শ্মশান প্রসূন মাল্য লম্বমান আছে। এবং নানা প্রকার অলঙ্কার তাঁহার কলঙ্ক সূচনে ও কণ্ঠস্থল সমুজ্জ্বল করিতেছে। ঈদৃশ সৎপুরুষের দুরবস্থা দর্শনে কাহার অন্তঃকরণে কারুণ্য রসের সঞ্চার না হয়? সকলেই মুক্তকণ্ঠে বিলাপের সহিত হাহাকার করিতে লাগিল। “পালকরাজা অচিরাৎ রসাতলসাৎ হইয়া সসাগরা বসুন্ধরার ভার লাঘব করুক” বলিয়া বারম্বার সকলে ঈশ্বর সন্নিধানে প্রার্থনা করিতে লাগিল। পান্থ গণের নেত্রবারি বর্ষণে রাজপথ যেন একেবারে রেণু

শূন্য হইল। পুরবাসিনী কামিনীগণ বাতায়ন দেশ হইতে উচ্চৈঃস্বরে "হা চারুদত্ত! হা গুণনিধে!" বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। নিষ্ঠুর চণ্ডালগণ চতুষ্পথ মধ্যে ডিণ্ডিম প্রচার করিল "সকলে সতর্ক হও। চারুদত্ত পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে অর্থ লোভে বসন্তসেনার প্রাণ বিনাশ করিয়াছে। এই নিমিত্ত রাজার বিচারানুসারে তাহার প্রাণ বধ হইবে। অপরে যদি ঈদৃশ অকার্য্য করে তবে এই রূপে দণ্ড হইবে।" চারুদত্ত ম্লান মুখে মুহুর্মুহু কহিতে লাগিলেন। হা! আমি ব্যসন মহার্ণবে নিপতিত হইয়া প্রাণাবসানেও যাতনা ভয় করিনা। আমার নির্ম্মল যশঃ সুধাকরে যে দুরবলেপ্য কলঙ্ক লেপন হইল, তদপেক্ষা মৃত্যু দুঃখকর নহে। এই রূপে অনুতাপের সহিত আক্ষেপ করত অবিরত অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে প্রিয়ম্বদ, দুরাত্মা সংস্থানকের গৃহ মধ্যে লৌহ শৃঙ্খলে বদ্ধ ছিলেন। ভেরী ঘোষণ শব্দে চারুদত্তের ঈদৃশ আসন্ন মৃত্যুবার্ত্তা তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ মাত্র তিনি শৃঙ্খল ছেদ পূর্ব্বক বধ্য ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। এবং সর্ব্বসা-

শরণ সম্মুখে দন্ত সহকারে কহিলেন। হা পাপের বল কি প্রবল হইল, ধর্ম্ম এই নামমাত্রও অধঃপাতে গেল। হে সমবেত মানবগণ! হে রাজপুরুষ গণ! ক্ষণকাল তোমরা আমার বাক্যে কর্ণপাত কর। অদ্য মধ্যাহ্নকালে যখন ভগবান সহস্র দীধিতি এই পাপভূমি দগ্ধ করিতেছিলেন, দশদিক্ রবি কিরণে ধূ ধূ করিতেছিল, পুরবাসি সকল আপন আপন গৃহে স্বেদসলিলে স্নাত হইয়া দুরন্ত গ্রীষ্মের ভয়ে নিজগাত্রে চন্দন বারি সংসিক্ত করিতে ছিল। তখন দুরাত্মা সংস্থানক আমাকে সঙ্গে করিয়া আর্য্যকের তথ্যানুসন্ধানে পুষ্পকরণ্ডক বিপিনে গমন করিল। তথায় স্বাভিপ্রায় সিদ্ধি বিরহে আমরা উভয়ে এক শিলাতলে বসিয়া আছি। সহসা বসন্তসেনা নামে কোন কামিনী এই গুণাকর চারুদত্তের প্রতি অনুরাগিনী হইয়া সেই বনে উপস্থিত হইল। তখন দুরাত্মা সংস্থানক মদনপীড়ায় জর্জ্জরিত হইয়া সেই সতী সীমন্তিনীর প্রতি ঘৃণিত ও লজ্জিত ব্যবহার করিতে লাগিল। যখন সেই সুশীলা মহিলা দুরাত্মার মনোরথ সাধনে কোন মতে অনুকূল হইল না তখন পাষণ্ড সংস্থানক তাঁহার

কণ্ঠপীড়ন করিয়া প্রাণবধ করিল। আমি সাক্ষাতে স্ত্রীবধ প্রত্যক্ষ করিয়া মুর্চ্ছিত হইলাম। তদনন্তর দুরাত্মা কি করিল কিছুই জানিতে পারিলাম না। কিয়ৎকাল বিলম্বে সচেতন হইয়া দেখি, সংস্থানকের কারাগারে পাদলগ্ন শৃঙ্খলে আমি বদ্ধ আছি। এই দুর্ঘটনা দর্শনে চিন্তা করিতে করিতে শরীরশীর্ণ ও হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সহসা ডিণ্ডিম ভীমনাদ শ্রুতিবিবরে প্রবিষ্ট হওয়াতে শিরে যেন বজ্রাঘাত হইল। বিপদের সময় দ্বিগুণবল হয়। সুতরাং সেই লৌহ শৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন করিয়া উঠিতে পড়িতে দৌড়িতে দৌড়িতে আসিতেছি।

প্রিয়ম্বদের এতাদৃশ বাক্যে পুরবাসিগণ চমৎকৃত হইল। এবং মুক্তকণ্ঠে সকলে তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। গুণাকর চারুদত্ত প্রিয়ম্বদের বদনেন্দু বিগলিত বাক্যামৃত পানে যেন পুনর্জ্জীবিত হইলেন। এবং নয়নোন্মীলন করিয়া দেখিলেন, অনাবৃষ্টিরপর জলদাগমে বহু দুর্দ্দিনান্তে দিবাকরের উদয়ে সমস্ত জগৎ যেমন আনন্দভাবে নৃত্য করিতে থাকে, তেমনি চতুর্দ্দিকে পৌরজন হর্ষোৎফুল্ল নয়নে তাঁহার প্রতি এক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। সকলেরই মুখে

প্রসন্নচিহ্ন। এবং তাবৎ ব্যক্তি পরমেশ্বর সমীপে মু-ক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রাণ রক্ষা হেতু প্রার্থনা করিতেছে।

এদিকে মৈত্রেয় রোহসেনকে লইয়া সেই স্থানে আসিতে লাগিলেন। রোহসেন হা তাত! হা আবুক! এই বাক্যে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে দূর হইতে দেখিল, প্রলয় পবনবৎ বলিষ্ঠ চণ্ডাল গণে পরিবেষ্টিত পিতা নত বদনে দণ্ডায়-মান। বালক, পিতার এই দুর্দ্দশা দর্শনে মৃত প্রায় হইল। আস্য কমল বাক্য স্ফুর্ত্তি রহিত, স-র্ব্বশরীর স্পন্দ হীন এবং হৃদয় ক্ষেত্র চৈতন্য শূন্য সহসা দেখিলে বোধ হয় জনকের দুরবস্থা দেখিয়া তাহার প্রাণ বায়ু যেন প্রথমেই দেহপুর হইতে পলায়ন করিয়াছে। কেবল অজস্র স্রাবিনেত্র নীর দর্শনে জীবিত বলিয়া অনুমান হয়। মৈত্রেয়ের নয়ন যুগল নেত্র নীরে আচ্ছন্ন। সুতরাং চির সু-হৃদকে দেখিতে না পাইয়া, হা প্রিয় বয়স্য! হা গুণনিধে! হা কাতর বৎসল! আমি তোমার বাসন মহার্ণবে নিমগ্ন হইয়া, অবিরত রোদন বশতঃ নয়ন যুগল জ্যোতি শূন্য হইয়াছি। হে প্রাণ বন্ধো! কোথায় বসিয়া আছ। আমি কিরূপে

তোমাকে দেখিতে পাইব ? এই হত ভাগ্য জনে কি আর দর্শন দিবে না ? এইরূপে বারম্বার অনু লাপ ও বিলাপ করত রোদন করিতে করিতে ক্রমে গুণাকরের সমীপে আসিতে লাগিলেন। এদিকে বসন্ত সেনা সন্ন্যাসীর আশ্রমে তাবৎ দিন অতিবাহিত করিলেন। সন্ধ্যা সময় সমাগত হ- ইল। পূর্ব্বদিকে ভগবান্ হিমদীধিতি শুভ্রকৌমুদী বিস্তার দ্বারা ভূমণ্ডল প্রকাশিত করিতে উদিত হ- ইলেন। গ্রীষ্মকালের এই সময় অতি মনোহর ও স- কলেরই স্পৃহনীয়, এই কালে মলয় গিরি হইতে মন্দ মন্দ বায়ু আসিয়া বহিতে থাকে। বিলাসি সকলে রাজপথে আসিয়া সুশীতল সমীরণ সেবন করে। এবং দিঙ্মণ্ডলের সুশমা সন্দর্শনে সকলে আনন্দিত মনে দিবসের অসহ্য নিদাঘ জনিত ক্লেশ বিস্মৃত হয়। বসন্তসেনা মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি প্রভাতকালে প্রাণেশ্বরের পবিত্র মূর্ত্তি না দে- খিয়া কাননে আসিয়া ছিলাম; এবং আত্ম দুরদৃষ্ট জনিত, বিবিধরূপ যাতনা পাইলাম, সম্প্রতি জীবি- তেশ্বর গৃহে গিয়া আমাকে দেখিতে পাইবেন না। সুতরাং মদীয় নিকেতনে তথানুসন্ধান করিবেন।

তিনি আমার এই বিড়ম্বনার কথা কিছুই জানিতে পারিবেন না। এই বিস্ময়াবহ ব্যাপারে নিতান্ত ব্যাকুল হইবেন। প্রভ্যুত জননী আমার অন্নুদ্দেশে অকস্মাৎ শোক সাগরে শরীর সমর্পণ করিয়া মন্দভাগিনীর জন্য অকারণ প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। অতএব এস্থানে থাকিয়া যামিনী যাপন আমার সাতিশয় গর্হিত। মনে মনে এই রূপ কল্পনা করিয়া সন্ন্যাসীকে কহিলেন, মহাভাগ! অদ্য আপনার করুণা বিতরণে আমি পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইলাম। সম্প্রতি সন্ধ্যা সময়ের সুশীতল সমীরণ সেবনে আমার সন্তাপিত শরীরের সকল গ্লানি দূর হইল। ইচ্ছা করি, এই সময়ে মদীয় জীবিত সর্ব্বস্ব গুণাকর চারুদত্তের অন্তিকে গমন করিব। যদি এই রজনী মধ্যে তিনি এই হতভাগিনীর উদ্দেশ জানিতে না পারেন, তবে আমিই তাঁহার প্রাণ পরিত্যাগের কারণ হইব।

সন্ন্যাসী পূর্ব্বাপর সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া একথায় সম্মত হইলেন। অনন্তর সন্ন্যাসী স্বয়ং বসন্তসেনার সঙ্গে শ্রেষ্ঠি চত্বরের অভিমুখে আসিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর আসিয়া দেখিলেন, রাজপথে এক মহাকোলাহল উপ-

স্থিত। বসন্তসেনা সহসা এই বিস্ময়াবহ জন সমূহ বিলোকনে সমভিব্যাহারী সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাত্মন্! অসময়ে রাজপথে এত জনতা কেন? সন্ন্যাসী সবিশেষ জানিবার জন্য যাহার দিকে দৃষ্টিপাত করেন। তাহারই মুখে শোকচিহ্ন, সকলেই সাশ্রুনয়নে বিলাপ করিতেছে। কাহার মুখে কথা নাই, ক্ষণে ক্ষণে হাহাকার করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। সকলেই যেন একদা নিরানন্দ নীরে ভাষিতেছে। সন্ন্যাসী এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। কিয়দ্দূর যাইতে যাইতে কতিপয় পথিক প্রমুখাৎ শুনিলেন, চারুদত্ত বসন্তসেনাকে বিনাশ করিয়াছেন, এই হেতু রাজা তাঁহার প্রাণদণ্ডে উদ্যত।

বসন্তসেনা এই আকাশভেদি কথা শুনিয়া ভয় মোহের সহিত শোক সাগরে অবগাহন করিলেন। হা ধিক! হা ধিক! এই মন্দভাগিনী বেশ কামিনীর নিমিত্তে সেই বসুধা সুধাকর জন্মেরমত সমুদ্র সলিলে জীবন সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিতেছেন। হা! এই পাপীয়সী মানুষী পিশাচীর সহিত তিনি কেন পরিচয় করিলেন? এই হতভা-

গিনীকে কেন প্রশ্রয় দিলেন ? হা ! আমি এক দিনের নিমিত্ত তাঁহার চরণ সরসীরুহের শুশ্রূষা করিতে পারিলাম না, একবার তাঁহার শ্রীপদ কমলের সেবন দ্বারা মানব জন্মের সফলতা সিদ্ধি করিতে পারিলাম না। হায়! কি দুর্দ্দৈব কি সর্ব্বনাশ। এঅভাগিনী জন্মিয়া কেন না মরিল ; হায় ! আমি কি কেবল এই অবন্তিপুর কুমুদবন্ধু গুণসিন্ধুর জীবন নাশের মুলসূত্র হইব বলিয়া জননী জঠরে জন্মিয়াছিলাম ? এই রূপে মুক্তকণ্ঠে বিলাপ করত কপালে করাঘাত করিতে লাগিলেন। এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে বারবার হায় ! কি হইল, প্রাণেশ্বর ! এখনও কি প্রাণ ধারণ করিয়া আছেন ? এই দুর্ভাগিনী. কি আর তাঁহাকে জীবিত দেখিবে, কাতরস্বরে এই কথা বলিতে বলিতে ত্বরিত গতিতে গুণাকর চারুদত্তের চরণযুগলে আত্মদেহ সমর্পণ করিয়া কহিলেন। নাথ ! যে হতভাগিনী তোমার এত দুঃখের মূল। সম্প্রতি সেই বসন্তসেনা পদতলে পতিত হইয়াছে। এই কথা বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিতা হইলেন। চণ্ডালগণ বিস্মিত ও চমকিত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল। আহা ! কি

প্রমাদ, কি আশ্চর্য্য, সহসা আলুলায়িত কেশা, শোক বিহ্বলা এই অবলা কোথা হইতে আসিল। সন্ন্যাসী দেশীর সংবাহক, প্রভো শরণাগত বৎসল, হে মদেক প্রতিপালক! হে কাতরজন দুঃখদমন! আর প্রাণাবসান জনিত শোকে কাতর হইবে না এই চিরপ্রতিপাল্য, নিতান্ত প্রভুভক্ত, বসন্তসেনা-কে আনিয়াছি। সংবাহকের এই কারুণ্যরসাভিষিক্ত কাতর কথা শুনিয়া, চারুদত্ত সহসা বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন, বহুবর্ষ অনাবৃষ্টির অন্তে অবিশ্রান্ত অতি বৃষ্টিবর্ষনের ন্যায় এই অমৃতনিস্যন্দিনী, প্রাণদায়িনী, মরণ নিবারিণী মধুর কথা কে কহিল। ইহা ভাবিয়া নয়নোন্মীলন করিয়া দেখেন, বসন্তসেনা চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতেছে।

সন্ন্যাসী এই সীমাশূন্য আনন্দকর পরিমাণশূন্য মহোৎসবকর, এবং উপমানশূন্য উৎসবকর ব্যাপার বিলোকনে সুখময় সমুদ্রে অবগাহন করিলেন, আর্য্যে! গাত্রোত্থান কর। তোমার জীবিতেশ্বর জীবিত হইয়া তোমার প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছেন, বসন্তসেনা বাষ্পাকুল লোচনে, গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মন! কি কহিলে, আমার প্রাণে-

শ্বর কি এই পাপীয়সীর অপবিত্র দেহে আবার-দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। আমার কি এত সৌভাগ্য, বিধাতা কি প্রসন্ন হইলেন। দুরদৃষ্ট কি দূর হইল, মৃতদেহে পুনর্ব্বার প্রাণবায়ুর অধিষ্ঠান হইল, এই কথা বলিতে বলিতে ইষ্টদর্শন, প্রিয়সঙ্গম, শোক শান্তি রূপ ত্রিবিধ আনন্দে মগ্ন হইলেন। গুণাকর চারুদত্তও প্রিয়তমাকে দেখিয়া ভাবিলেন, বিধাতা কি আমার প্রাণদান হেতু প্রাণেশ্বরীর অনুরূপ রূপবতী এযুবতীকে নূতন সৃষ্টি করিয়া পাঠাইয়াছেন। অথবা প্রাণাধিকা বসন্তসেনা বুঝি প্রিয় জীবিতকামা হইয়া স্বর্গপুরী হইতে পুনর্ব্বার অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এবম্বিধ সবিস্ময় সানন্দচিত্তে প্রাণেশ্বরীর প্রতি স্থিরনেত্রে নিরীক্ষণ করত কহিলেন। প্রিয়ে, বসন্তসেনে, অদর্থ বিনিপাত্যমান এই দেহ তোমার দ্বারাই প্রতিমোচিত হইল। হায়! বিশুদ্ধ প্রীতির কি অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য, মৃত ব্যক্তিও প্রিয় সঙ্গমে পুনর্জ্জীবিত হয়। এই রূপে উভয়ে পরস্পরের আদ্যোপান্ত বিপদ ঘটনার কথা কহিতে লাগিলেন। দুরাত্মা সংস্থানক দূর হইতে বসন্তসেনাকে দেখিয়া ভাবিল,

আহা! কোন ব্যক্তি বসন্তসেনার জীবন দান করিল। আমার প্রাণ যে, ভয়ে ব্যাকুল হইতেছে। এক্ষণে উপায় কি, এই রূপে ভয় বিস্ময়ে কাতর হইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। চণ্ডালগণ এই অঘটন ঘটনা দর্শনে হতবুদ্ধি হইয়া সকলে ইহা রাজার নিকটে নিবেদন করিতে সংস্থানকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। শোকাকুল দর্শক গণ সানন্দচিত্তে মুক্তকণ্ঠে কহিতে লাগিল। আহা অতিআশ্চর্য্য, একি? পরম সৌভাগ্য, বসন্তসেনা জীবিত আছেন।

এই রূপে আপামর সাধারণ সকলে হৃষ্টচিত্তে মহামহোৎসব করিতে লাগিল। গুণনিধান চারুদত্ত বসন্তসেনা প্রমুখাৎ যে প্রকারে সংস্থানক তাহাকে বিনাশ করে, এবং এই সন্ন্যাসীর কৃপাদৃষ্টিতে যেরূপে পুনর্জ্জীবিত হয়েন, বিস্তারিত বর্ণন করিলেন। সন্ন্যাসী প্রসন্নবদনে কহিল, আর্য্য! আমি আপনার চরণ সেবক সেই সম্বাহক দ্যূতকর কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া সম্প্রতি চতুর্থ আশ্রমী হইয়াছি, চারুদত্ত এই সমস্ত আশ্চর্য্য ঘটনার প্রগাঢ় পর্য্যালোচনে কাল যাপন করিতেছেন, ইত্যবসরে নগরময় কল কল ধ্বনি উঠিল।

ক্ষণকাল বিলম্বে শর্ব্বিলক আসিয়া সেই স্থানে উ-পস্থিত হইল। দেখিল, রোহিণী আর চন্দ্রমা রতি আর মীনকেতন, কমলাসনা, আর কেশব একাসনে বসিলে যাদৃশী অপূর্ব্ব শোভা হয়, বসন্তসেনা আর চারুদত্ত একত্রে বসিয়া তাদৃশী সুশমা বিকাশ ক-রিতেছেন। মৈত্রেয় রোহসেনকে ক্রোড়ে করিয়া সম্মুখে উপবিষ্ট। মদনসেনা একভাগে বসিয়া আছেন। এবং সন্যাসী বেশী সংবাহক দণ্ডায়মান রহিয়াছেন শর্ব্বিলক প্রণাম করিয়া চারুদত্তের স-ম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইল। গুণাকর সহসা অপরিচিত পুরুষ নিরীক্ষণে বিস্মিত হইয়া মৈত্রেয়ের প্রতি অভ্যাগতের পরিচয় জানিতে ক-টাক্ষ করিলেন। শর্ব্বিলক প্রভুর মনোগত ভাব বু-ঝিয়া বদ্ধাঞ্জলি পুটে নিবেদন করিল, মহাভাগ, যে দুরাত্মা অজ্ঞাতভাবে আপনার ভবন ভেদ করিয়া ন্যাসাপহরণ করিয়াছিল। সম্প্রতি সেই মহাপাপ, মহাত্মা আর্য্যকের আদেশে আপনার শরণাগত, গদ গদ বচনে এই কথা কহিয়া প্রসন্ন বদনে বলিল, মহাত্মন্ আপনি যাঁহার শরণ্য হইয়া প্রাণদান পূ-র্ব্বক সিদ্ধ নিকুঞ্জে পাঠাইয়াছিলেন, সেই আর্য্য

বর্য্য মহারাজ আর্য্যক দুরাত্মা পালক রাজাকে সবংশে ধ্বংস করিলেন। গুণনিধান এই বাক্যে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, কি ? কি ? কি ? হইয়াছে। শর্ব্বিলক কহিল, মহাভাগ ! দুরাত্মাপালক এইমাত্র আপনার প্রাণদণ্ডে আদেশ করিয়া যজ্ঞবাট পুরে অবস্থিতি করিতেছিল। সম্প্রতি সিদ্ধগণের আদেশে মহারাজ আর্য্যক রণযজ্ঞে পশুবৎ পালকের প্রাণবধ করিয়া উজ্জয়িনীর বেণা নদীরতটে কুশাবতী নগরে রাজধানী করিলেন। এবং এই কিঙ্করের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া আপনার নিকটে পাঠাইয়াছেন। এবং কহিয়াছেন, আপনার অক্ষয় পুণ্যে তাঁহার এই রাজ্য লাভ হইল, অতএব অধীনের প্রতি যাহা অনুমতি হয়।

এই শুভ সংবাদ শ্রবণে সকলে অপরিসীম আনন্দ পারাবারের পারে উত্তীর্ণ হইল। বিষাদ,বিস্ময় ভয়, মোহ, শোক প্রভৃতি দুঃখচিহ্ন সকল, সন্তোষ, ঔৎসুক্য, হর্ষ, এবং মহানন্দ প্রভৃতি সুখকর চিহ্নে পরিণত হইল, সকলেই প্রসন্নবদন, সকলেরই হৃদয় পদ্ম প্রফুল্ল হইল। রোহসেন তখন আনন্দে গদ গদ ভাবে কহিল, পিতঃ সম্প্রতি সেই দুরাত্মা

রাষ্ট্রিয় শ্যালককে একবার এই স্থানে আনয়নে অনুমতি করুন। শর্ব্বিলক প্রভৃতি পুরবাসি গণ এই বাক্য শ্রবণমাত্র চারুদত্তের অনুমতি অপেক্ষা না করিয়া কুমারের কথা ক্রমে দুরাত্মা সংস্থানককে আনিতে গেল। কিয়ৎকাল পরে, পৌরগণ পশ্চাৎ বদ্ধবাহুদ্বয়, মৃত্যুগ্রাস নিপতিত, এবং পাপময় নির্ব্বাত দীপতুল্য দুরাত্মাকে চারুদত্তের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল। দুরাত্মা তখন প্রাণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া এবং মরণাবধারণে দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিল, আর্য্য ক্ষমাকর, এই পাপাত্মার প্রাণ রক্ষা কর, আমি শরণাগত হইয়া তোমার চরণে, প্রাণ, মন, দেহ সমর্পণ করিলাম। হে গুণনিধান, তুমি স্বীয় স্বভাব সিদ্ধ গুণে আমাকে পরিত্রাণ কর, এই কথা বলিতে বলিতে রোদন করিতে লাগিল, সকলে এক কালে হাস্য করিয়া কেহ কহিল, দুরাত্মার মুণ্ড চ্ছেদ কর, কেহ কহিল না, না, পাপাত্মাকে কুক্কুর ভক্ষ্য কর, কেহ কহিল, পাপিষ্ঠকে শূলে আরোহণ করাণ ভাল, রোহসেন সমুৎসুক ও পরিতৃপ্ত চিত্তে কহিল, আর বিলম্ব কেন, শীঘ্র পাতকীর প্রাণ বধ কর। বসন্তসেনা ত-

খন প্রাণেশ্বরের কণ্ঠলগ্ন বধ্যমাল্য লইয়া সংস্থান-কের গলদেশে সমর্পণ করিলেন। দুরাত্মা সংস্থান-ক বসন্তসেনার পদতলে ধূলি ধূসর সর্ব্বাঙ্গে ভূমি-তলে বিলুণ্ঠন করিতে লাগিল, শর্ব্বিলক কহিল, সকলে স্থির হও। আর্য্য চারুদত্তের কি অনুমতি হয়, চারুদত্ত কহিলেন, আমি যাহা কহিব তাহাই ক-র্ত্তব্য। সকলে কহিল, তাহাতে সন্দেহ কি। চারু-দত্ত বলিলেন, তবে শীঘ্র। শর্ব্বিলক কহিল, মুণ্ড চ্ছেদ করিব। গুণাকর কহিলেন না, না, কৃতাপরাধ শত্রু, শরণ্য জানিয়া যখন পদতলে পতিত হইয়া-ছে। তখন আর ইহার প্রাণদণ্ড সমুচিত নহে। বৈর নির্য্যাতন অপেক্ষা বিপক্ষের উপকার কর্ত্তব্য। অ-তএব ইহাকে ছাড়িয়া দেও। এই কথা বলিয়া পুত্র মিত্র ও অন্যান্য সহচর এবং পুরবাসি বর্গের সহিত নিজ পুরের অভিমুখে আসিতে লাগিলেন।

এদিকে পতিপরায়ণা মনোরমা প্রাণ কান্তের অম-ঙ্গল কথা শুনিয়া জীবন ধারণে অসমর্থ হইয়া প্রজ্ব-লিত পাবক মধ্যে প্রাণ বিসর্জ্জনে উদ্যোগ করিয়াছে-ন, রদনিকা গৃহ স্বামিনীর এই দশা দেখিয়া পুরদ্বারে বসিয়া সাশ্রু নয়নে মুক্ত কণ্ঠে ক্রন্দন করিতেছে।

পতিব্রতা সতী প্রিয় পতির নাম সঙ্কীর্ত্তন পূর্ব্বক বারম্বার উচ্চৈঃস্বরে কহিতেছেন, হা প্রাণ বল্লভ! হা গুণসাগর! হা মদেক নাগর! তুমি, সুবিজ্ঞ সুবিবেচক হইয়া এই পতিরতা, ত্বদেক গতি সহধর্ম্মিণীকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলে। যে ললনা তোমার বিচ্ছেদ ভয়ে কণ্ঠারোপিত হার পরিহার করিয়াছে। যাবজ্জীবন যাহাকে তুমি জীবিতাধিক স্নেহ করিতে, এখন সেই হতভাগিনীর ভাগ্যে কি এই করিলে। হা বিধাতঃ! তোমার নিয়মহার কেন বিলম্বিত হইল। প্রভাকর অস্তাচলে আরোহণ করিলেন, তবে সূর্য্যপ্রিয়া ছায়া কেন, ভূতলে রহিল। আমি প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে জীবন সর্ব্বস্ব আহুতি দিয়া অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণা জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করি, এই কথা বলিয়া যেমন জাজ্জ্বল্যমান জ্বলন মধ্যে ঝম্প দিবেন এমন সময় গুণনিধান গৃহে উপস্থিত হইলেন।

সহসা প্রেয়সীর এই অসম্ভব সাহস দেখিয়া ত্বরিত গতিতে প্রাণাধিক প্রিয়তমার কণ্ঠ ধরিয়া সাশ্রু নয়নে কহিলেন, হা প্রেয়সি! বল্লভ বিদ্যমান থাকিতে তুমি এই কঠোর ব্যবসায়ে কেন মনস্থ করিলে। প্রিয়ভানু

অস্তমিত না হইতেই কি কমলিনীর নয়ন নিমীলন উপযুক্ত হয়? রোহসেন হা মাতঃ! হা অম্বে! আমাকে ভুলিয়া কোথায় যাইতে বাঞ্ছা করিয়াছ, হা জননি! তুমি মাদৃশ প্রিয় পুত্র স্নেহে জলাঞ্জলি দিয়া কি অসদৃশ অযুক্ত, অসম্ভব সাহসে চিত্ত নিবেশ করিয়াছিলে, রোদন বদনে এই কথা বলিতে বলিতে কুমার জননীর বসনাঞ্চল ধরিয়া পদতলে পড়িল। গুণবতী তখন শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া আনন্দময় নীরদনীরে নিমগ্ন হইলেন। এবং রোহসেনকে ক্রোড়ে করিয়া বসনাঞ্চলে তাহার অশ্রু মোচন করত বারম্বার সানন্দচিত্তে প্রসন্ন বদনে কুমারের মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন।

মদনিকা এই আহ্লাদময় হ্রদে নিমগ্ন হইয়া শোকের শান্তি এবং মনের ভ্রান্তি দূর করিল। সকলে সমবেত হইয়া প্রসন্ন বদনে যেন পরমানন্দকে মূর্ত্তিমান করিল! ইত্যবসরে চন্দনক আসিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে নিবেদন করিল। মহাভাগ! মহারাজ আর্য্যক বিনয়বচনে কহিয়াছেন। গুণবতী বসন্তসেনা রাজার পূর্ব্বপত্নী ছিলেন। সিদ্ধ গণের অভিশাপে ভূমণ্ডলে এই রূপে জন্ম হইয়াছিল। সম্প্রতি দুরদৃষ্ট দূরী-

ভূত হইয়াছে। আপনিও এপর্য্যন্ত ইহার পানি-
পীড়ন করেন নাই, অতএব আপনার অনুমতি হ-
ইলে আর্য্যকে আর্য্য মহীপতির মহিষী পদে অ-
ভিষেক করি। চারুদত্ত তদ্বচনে সম্মত হইলেন।
চন্দনক, আর্য্যকের পৃথিবীদণ্ডপালক হইয়া বসন্ত-
সেনাকে রাজমহিষী করিল।

পরম ধার্ম্মিক প্রিয়ম্বদ চারুদত্ত সন্নিধানে নিবেদন ক-
রিলেন, আর্য্য আমার পক্ষে কি অনুমতি হইল, চা-
রুদত্ত তদীয় সুচরিত বিষয় বিজ্ঞাত হইয়া পরম প-
রিতুষ্ট ছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে রাজার সচিবকার্য্যে
নিযুক্ত করিয়াদিলেন। এবং শর্ব্বিলককে প্রা-
ড়্বিবাক্ কার্য্যে নিয়োগ করিলেন। মৈত্রেয় সানুনয়
বাক্যে কহিলেন, বয়স্য! আপনার সংবাহক এই প-
রমোপকারী সন্ন্যাসীর প্রতি কি আদেশ হইল। গু-
ণনিধান কহিলেন, বয়স্য! এই পরিব্রাজক পৃথিবী
মণ্ডলে সর্ব্বজন কুলপতি হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে এবং
ধর্ম্ম প্রচারের অধ্যক্ষ হইলেন। দুরাত্মা পালকের
সকাশে সংস্থানক ইতি পূর্ব্বে যে কার্য্যে নিয়োজিত
ছিল, তাহাই রহিল। মৈত্রেয় সানন্দচিত্তে কহি-
লেন, সখে! সম্প্রতি সমুদয় সুশৃঙ্খল সুনিয়মবদ্ধ

ও সুসঙ্গত হইল। সকলে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইল, গুণনিধান চারুদত্ত পুত্র মিত্র কলত্রসহ পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

চারুচরিত্র পুস্তক মধ্যে যে সকল দুরূহ শব্দ বিন্যাসিত হইয়াছে, তাহার প্রতিশব্দ সকল সহজ আকারে লিখিত হইল, পাঠক গণ ইহা বিলোকন করিলে অনায়াসে অর্থ বোধ করিতে পারিবেন, এবং মুদ্রাঙ্কন কালে যে যে স্থানে অশুদ্ধ হইয়াছে, তাহাও পরিশেষে শুদ্ধ করিয়া দেওয়াগেল, সমুদয় পুস্তক মুদ্রিত হইয়া দুইশত খণ্ড প্রথমে বাঁধা হইয়াছিল, এই কারণে এই কয়েক পত্র গ্রাহক মহাশয় সকলের সন্নিধানে স্বতন্ত্র প্রেরণ করা যাইতেছে ইতি।

কঠিন শব্দের সহজ অর্থ।

পৃষ্ঠ।	পংক্তি।	দুরূহশব্দ।	সহজশব্দ
৪ ..	৭	সার্থবাহ।	বাণিজ্যব্যবসায়ী
৫ ..	৩	সনির্বেদ।	ঔদাস্য সহিত
৫ ..	১৯	সংক্রামিত।	সমর্পিত
৭ ..	৫	প্রসূন।	পুষ্প
৮ ..	৬	শকার	রাজার উপপত্নীর ভ্রাতা

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	দুরূহশব্দ।	সহজশব্দ।
১০ ..	৯	কবল	গ্রাস
১৫ ..	১২	সমাশ্বসমনে।	সভয়মনে
১৮ ..	১০	অসূর্য্যম্পশ্যা-রূপা।	যাহার রূপ সূর্য্যও দেখিতে পায় না।
২০ .	১৫	বরবর্ণিনী।	উত্তমা স্ত্রী
২১ ..	২ ...	বিমলাবতী।	বুদ্ধিমতী
২২ ..	১০	বলাহক।	মেঘ
২৬ ..	৯ . ..	শর্ব্বরী।	রাত্রি
২৪ ..	১৩ . ..	ঝিল্লী।	ঝিঁঝীপোকা
৩০ ..	৮	অবিকট।	অপ্রাচুর্য্য
ঐ ..	ঐ	তামরস।	পদ্ম
৩১ ..	১১	বিসিনী।	পদ্মিনী
৩২ ..	৮	সামানাধিকরণ্য।	একস্থানে স্থায়িত্ব
৩৪ ..	৯	ভারতী ভাবে।	কথার ভাবে
ঐ ..	১৪	ব্যাহার।	বাক্য
৩৫ ..	৯	ভর্ত্তৃদারিকা।	রাজকন্যা
৩৬ ..	৪	আকারণা।	ইঙ্গিত
ঐ ..	১২ ..	পাটলিপুত্র।	পাটনা নগর
ঐ ..	১৪ ..	পরপুষ্ট।	কোকিল
ঐ ..	২০	সম্বাহক।	প্রধান খানসামা
[illegible] ..	১১	আলি।	সখী

পৃষ্ঠ।		পংক্তি।		দুরূহশব্দ।	সহজশব্দ।
৩৯	...	৭	....	দান শৌণ্ড।	বহুদাতা
৪০	..	১	....	বিচিকিৎসা।	সংশয়
৪২	..	১২	....	কূর্দ্দন।	ক্রীড়া
৪৩	..	১৫	....	পবনদেশীয়।	বায়ু সদৃশী
৪৫	..	১৫	....	গোপুর।	বহির্দ্বার
ঐ	..	৯	....	অধিকরণ মণ্ডপ।	বিচারালয়
৪৮	..	১০	....	আলান।	গজবন্ধন স্তম্ভ
৫১	..	৯	....	ব্যাজসুপ্ত।	কপট নিদ্রিত
৫২	...	১৫	....	জিঘৃক্ষা।	গ্রহণেচ্ছা
৫৫	..	১০	....	শিশিক্ষিষু।	শিক্ষার্থী
৬৮	..	২	....	গতদীধিতি।	হীনজ্যোতি
ঐ	..	৮	....	বাতায়ন।	গবাক্ষ
৭০	..	৪	....	কিম্বদন্তী।	জনরব
৮৩	..	১২	....	অনবদ্য।	অকলঙ্কিত
৮৪	..	১২	....	বিটপী।	বৃক্ষ
ঐ	..	ঐ	....	নিষ্যন্দিত।	ক্ষরিত
ঐ	..	১৪	....	প্রতিবিধিৎসা।	প্রতিপ্রদানেচ্ছা
৮৫	..	৫	....	সবিধ।	নিকট
ঐ	..	১১	....	বৃক্ষ বাটিকা।	উপবন
৮৬	..	১০	....	অর্থলিপ্সা।	ধনলাভেচ্ছা
৮৮	..	২০	....	পটান্তে।	বস্ত্রাঞ্চলে
৮৯	..	৫	....	শর্করা।	কাঁকর